মুসলমানদের যা অবশ্যই জানতে হবে

(ঈমানের ৭৭টি শাখার আলোচনা)

بَيَانُ شُعَبِ الْإِيمَانِ

বায়ানু শুয়াবিল ঈমান

মাওঃ আব্দুল মালিক চৌধুরী

সাবেক মুহাদ্দিস, সিলেট সরকারী আলিয়া মাদ্‌রাসা।

মুসলমানদের যা অবশ্যই জানতে হবে

(ঈমানের ৭৭টি শাখার আলোচনা)

بَيَانُ شُعَبِ الْإِيْمَانِ

'كلمة طيبة كشجرة طيبة'

লেখক

আব্দুল মালিক চৌধুরী

সভাপতি, আন্‌জুমানে খেদমতেকুরআন

অবসর প্রাপ্ত মুহাদ্দিছ,

সরকারী আলিয়া মাদ্‌রাসা, সিলেট

বাংলাদেশ।

www.pathagar.com

মুসলমানদের যা অবশ্যই জানতে হবে
(ঈমানের ৭৭টি শাখার আলোচনা)

بَيَانُ شُعَبِ الْإِيْمَانِ

লেখক ও প্রকাশকঃ

আব্দুল মালিক চৌধুরী

সভাপতি, আন্‌জুমানে খেদমতেকুরআন।
অবসর প্রাপ্ত মুহাদ্দিছ,
সরকারী আলিয়া মাদ্‌রাসা, সিলেট।
বাংলাদেশ।

প্রাপ্তিস্থানঃ

শিব্বিরিয়া লাইব্রেরী
কুদরত উল্লাহ মার্কেট, সিলেট।
আল- আমীন লাইব্রেরী
কুদরত উল্লাহ মার্কেট, সিলেট।
ইসলামিয়া লাইব্রেরী
জিন্দাবাজার, সিলেট।

প্রকাশকালঃ

জুলাই ২০০৯ ঈ.

প্রচ্ছদ ডিজাইন :

জাহেদ হোসাইন রাহীন

মুদ্রণে :

অক্সফোর্ড কম্পিউটার্স
হাজী কুদরত উল্লাহ মার্কেট
বন্দর বাজার, সিলেট।
মোবাইল ঃ ০১৭১৬ ৫৪৯০৭১

লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

নির্ধারিত মূল্য ঃ ১২০ টাকা।

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

সূচী পত্র

المقدمة (ভূমিকা)

	পৃষ্ঠা নং
ঈমানের সংজ্ঞা ঃ	১৫-১৬
ঈমান একটি একক বস্তু।	১৬
ঈমানের শাখা গুলি ৩ ভাগে বিভক্ত।	১৭

প্রথম অধ্যায়

দিলের সাথে সম্পর্কিত ৩০টি শাখার ফিরিস্তি।	১৭-১৮
১। আল্লাহ তায়া'লার উপর ঈমান।	১৮-১৯
তাওহীদ ঃ	১৯
(এক) তাওহীদে জাত ও ছিফাত্।	১৯-২৪
(দুই) তাওহীদে রাবুবিয়্যাত।	২৪-২৫
(তিন) তাওহীদে উলুহিয়্যা।	২৫
(ক) তাওহীদুল উবুদিয়্যাহ্।	২৫-২৭
(খ) তাওহীদুল হা'কি মিয়্যাহ্।	২৭-৩৫
শিরক	৩৫-৩৬
আল্লাহ তায়া'লা ব্যতীত যাবতীয় সৃষ্টিই তাঁহার সৃষ্ট ও অস্থায়ী (حادث)।	৩৬
২। ফিরিশ্তাগণের উপর ঈ'মান।	৩৭-৩৮
৩। আল্লাহ্ পাকের সমস্ত কিতাবের উপর ঈ'মান।	৩৮-৪২

www.pathagar.com

৪। সমস্ত নবী-রাসুল গণের উপর ঈ'মান। ৪২-৪৫

৫। তাক্বদীরের উপর ঈ'মান। ৪৫-৪৭

৬। পরকালের উপর ঈ'মান। ৪৭-৪৮

পরকালের বর্ণনা। ৪৮-৫০

বেহেশ্‌তের বর্ণনা। ৫০-৫২

দুযখের বর্ণনা। ৫২-৫৬

৭। আল্লাহ তায়া'লার সহিত সর্বাধিক মহব্বত রাখা। ৫৬-৫৭

৮। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর সহিত সমস্ত সৃষ্টির চেয়ে বেশী মহব্বত রাখা। ৫৭-৫৮

৯। এক মাত্র আল্লাহ তায়া'লার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কাহারও সাথে বন্ধুত্ব ও শত্রুতা রাখা। ৫৮

১০। দানশীলতা। ৫৯

১১। ভাল কার্য করিতে পারিলে খুশী হওয়া ও মন্দ কাজ করিলে অনুতপ্ত হওয়া। ৬০

১২। ধার্মিক লোকদের সাথে বন্ধুত্ব। ৬০

১৩। এখলাছ। ৬১-৬২

১৪। তওবা করা। ৬২-৬৩

১৫। আল্লাহ তায়া'লার ভয়। ৬৩-৬৫

১৬। আল্লাহ তায়া'লার রহমতের আশা। ৬৫-৬৬

১৭। লজ্জাশীলতা। ৬৬-৬৭

১৮। শুক্‌র। ৬৭-৬৮

১৯। ছবর। ৬৮-৬৯

www.pathagar.com

২০। বৈধ ওয়াদা পূর্ণ করা। ৬৯-৭০

২১। বিনয়। ৭০-৭১

২২। তাক্বদ্বীরের উপর সন্তুষ্ট থাকা। ৭১-৭২

২৩। দয়া ও স্নেহ। ৭৩

২৪। তাওক্কুল। ৭৩-৭৪

২৫। নিজেকে বড় মনে না করা। ৭৫

২৬। কীনা বা মনমালিন্য ত্যাগ করা। ৭৫-৭৬

২৭। হিংসা বিদ্বেষ ত্যাগ করা। ৭৬

২৮। রাগ দমন করা। ৭৬-৭৭

২৯। কাহারও অমঙ্গল কামনা না করা। ৭৭-৭৮

৩০। দুনিয়ার মহব্বত ত্যাগ করা। ৭৮-৮১

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঈমানের **৪ টি শাখা** জিহ্বার সাথে ও **৩ টি শাখা** জিহ্বা ও মনের সাথে সম্পর্কিত। ৮১

৩১। কালিমা لا اله الا الله পড়া। ৮১-৮৪

৩২। কুরআন তেলাওয়াত করা। ৮৪-৯২

৩৩। দ্বিনী ইল্‌ম্ শিক্ষা করা। ৯২-৯৪

৩৪। দ্বিনী ইল্‌ম্ শিক্ষা দেওয়া। ৯৪-৯৫

৩ টি শাখা জিহ্বা ও মনের সাথে সম্পর্কিত। ৯৫

৩৫। দুয়া। ৯৫-১০০

৩৬। আল্লাহ তায়া'লার জিকির করা। ১০১-১০৩

৩৭। অপ্রয়োজনীয় চিন্তা ও কথা হইতে মন ও জিহ্বার হেফাজত করা। ১০৩-১০৪

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

ঈমানের যে সমস্ত শাখা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সহিত জড়িত (১৭+৪+১৯)=৪০ টি তাহার ফিরিস্তি। ১০৫-১০৬

৩৮। তাহারাত্ বা পাক পবিত্রতা। ১০৬-১০৭

৩৯। সালাত (নামাজ) ক্বায়েম করা। ১০৭-১১০

৪০। জাকাত ও উশ্‌র্ আদায় করা। ১১০-১১৪

উশ্‌র্ ও জাকাতের পার্থক্য। ১১৪-১১৫

উশর এর নেসাব। ১১৫-১১৬

৪১। সিয়াম (রুজারাখা)। ১১৬-১১৯

৪২। হজ্জ ও উম্‌রা করা। ১১৯-১২২

আমাদের প্রিয় নবী (সঃ) সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ ছিলেন। ১২২-১২৪

৪৩। এ'তেকাফ করা, শবে ক্বদর তালাশ করা। ১২৪-১২৬

৪৪। ইমান ও দ্বীন রক্ষার্থে হিজ্‌রত্ করা। ১২৬-১২৭

৪৫। জাইয নযর ও মান্নত পূর্ণ করা। ১২৭

না-জাইয নযর বা মান্নত পূর্ণ করা শিরক। ১২৭-১২৮

৪৬। জাইয ও বৈধ কসম পূর্ণ করা। ১২৮

কসমের প্রকার ভেদ। ১২৮-১৩০

৪৭। কসম ভঙ্গ করিলে কাফ্‌ফারা আদায় করিতে হইবে। ১৩০-১৩২

কাফ্‌ফারার বয়ান।

৪৮। ছতর্ ঢাকা। ১৩২-১৩৫

৪৯। কুরবানী করা। ১৩৫-১৩৬

৫০। মৃত ব্যক্তির দাফন কাফনের ব্যবস্থা করা। ১৩৬-১৩৭

www.pathagar.com

৫১। ঋণ পরিশোধ করা। ১৩৭-১৩৯

৫২। ব্যবসা বাণিজ্যে সততা বজায় রাখা। ১৩৯-১৪১

৫৩। সত্য সাক্ষ্য গোপন না করা। ১৪১-১৪২

৫৪। বিবাহের মাধ্যমে গুনাহ হইতে বাঁচা। ১৪২-১৪৩

৪ টি নিজের লোকদের সহিত করিতে হয়।

৫৫। স্বামী-স্ত্রীর একে অন্যের হক আদায় করা। ১৪৩-১৪৭

৫৬। মাতা-পিতার হক আদায় করা। ১৪৭-১৪৮

৫৭। সন্তান লালন পালন করা। ১৪৮-১৪৯

৫৮। আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদ্ব্যবহার করা। ১৪৯-১৫০

১৯ টি নিজেদের ও অন্য লোকদের সহিত করিতে হয়।

৫৯। বড়কে সম্মান করা ও ছোটকে স্নেহ করা। ১৫০

৬০। মেহমানকে সম্মান করা। ১৫০

৬১। ন্যায় বিচার করা। ১৫০-১৫১

৬২। ইসলামী জামায়া'তের সঙ্গে থাকা। ১৫১-১৫২

৬৩। উলুল আমরের আনুগত্য করা। ১৫২-১৫৩

৬৪। লোকদের ঝগড়া বিবাদ মিটাইয়া দেওয়া। ১৫৩-১৫৪

৬৫। সৎকাজে সহায়তা করা ও অসৎ কাজে সহায়তা না করা। ১৫৪

৬৬। সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করা। ১৫৪-১৫৫

৬৭। হদ্ ক্বাঈম করা। ১৫৫-১৫৬

৬৮। দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করা। ১৫৬-১৬০

www.pathagar.com

দেশের সীমানা রক্ষা করা, গনিমতের $\frac{১}{৫}$ অংশ সরকারী তহবিলে জমা দেওয়া। ১৬০-১৬১

৬৯। অভাব গ্রস্তকে ধার দেওয়া। ১৬১-১৬২

৭০। পাড়া প্রতিবেশীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা। ১৬২-১৬৩

৭১। মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার করা,নিজের জন্য যাহা পছন্দ, অন্যের জন্যে ও তাহা পছন্দ করা। ১৬৩

৭২। অর্থের সদব্যবহার করা। ১৬৪

৭৩। আমানতে খেয়ানত না করা। ১৬৪-১৬৭

৭৪। এক মুসলমানের উপর অন্য মুসলমানের হক। ১৬৭-১৬৮

(১) সালামের জওয়াব দেওয়া।

(২) হাঁচি দিয়া الحمد لله বলিলে, জওয়াবে يرحمك الله বলা। يرحمك الله এর জবাবে يهديكم الله বলা।

(৩) রোগীর সাথে দেখা করা, তাহার সেবা করা, তহার জন্য দুয়া করা।

(৪) দাওয়াত দিলে গ্রহণ করা।

৭৫। অন্যের ক্ষতি না করা, কাহাকেও কষ্ট না দেওয়া। ১৬৮-১৬৯

৭৬। নাচ-গান ,বাদ্য-বাজনা ও রং তামাশা হইতে বাঁচিয়া থাকা। ১৬৯

৭৭। রাস্তা হইতে কষ্ট দায়ক বস্তু সরাইয়া ফেলা। ১৬৯-১৭১

হাম্‌দ, সালাত ও সালাম, লেখকের আবেদন-আকুতি। ১৭১

পরিশিষ্ট ঃ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়া'লার ৯৯ টি নাম। (অর্থ সহ) ১৭২-১৭৪

লেখক পিরচিতি। ১৭৫-১৭৬

www.pathagar.com

অভিমত

সিলেট বাসীদের নিকট বর্তমানে সর্বাধিক পরিচিত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব শায়খুল হাদীছ আল্লামা আব্দুল মালিক, যিনি হাজারো আলেমদের উস্তাদ, আমার নিকট তিনি বিগত পয়ত্রিশ বছরের পরিচিত বড় ভাই তুল্য মুহাক্কিক আলিমেদ্বীন।

এ বছর সিলেট তাফসীর মাহফিলে এসে তাঁরই মাধ্যমে জানতে পারলাম পবিত্র হাদীছে বর্ণিত ঈমানের ৭৭ শাখার বিস্তারিত বিবরণ যাহা তিনি একখানি পুস্তকে রচনা করেছেন। বইয়ের পাণ্ডুলিপির সূচিপত্র দেখলাম এবং ভেতরের অংশ বিশেষে নজর বুলালাম; তাৎক্ষণিক ভাবে আমার মনে হলো এ মহামূল্যবান হাদীছের ব্যাখ্যামূলক *বইটি প্রত্যেক মুসলমানের ঘরে থাকা উচিৎ।* সকল মুসলমান নারী- পুরুষ, তরুণ- তরুণী যূবক- যূবতী, দল-মত নির্বিশেষে গভীর মনোযোগ সহকারে পড়া একান্ত জরুরী।

কারণ যে কোন বিল্ডিংয়ের ফাউন্ডেশন যত মজবুত হবে, বিল্ডিংটি ততো দীর্ঘস্থায়ী হবে, অনূরূপ ভাবে একজন মুসলমানের ঈমান কুরআন-হাদীছ অনূযায়ী যতই মজবুত হবে তার ইহকাল ও পরকালের শান্তি ও মূক্তি তথা জান্নাত লাভের নিশ্চয়তা ততোই পাকা পোক্ত হবে।

আমি এ পুস্তক খানির বহুল প্রচার একান্ত ভাবে কামনা করি। মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের দরবারে সম্মানীত লেখকের উভয় জাহানে সাফল্য কামনা করছি।

দেলওয়ার হোসাইন সাঈদী
আলহামরা, সিলেট
০৬,০২,০৯ ঈ.

www.pathagar.com

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক কৃতি ছাত্র, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরল কৃতিত্বের অধিকারী, সৌদি ধর্মমন্ত্রণালয়ের বাংলাদেশস্থ প্রতিনিধি, সৌদি দারুল ইফতার সাবেক প্রতিনিধি, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও ইসলামী চিন্তাবিদ, তাওহীদ বিষয়ক গবেষক, জাতীয় পর্যায়ে তাওহীদ বিষয়ক জ্ঞানপ্রতিযোগিতার' ৯৮ এর প্রধান আয়োজক, শিরক, বিদআ'তও জাগতিক মতবাদের বিরুদ্ধে আপোষহীন আ'লেমে দ্বীন ও প্রখ্যাত দায়ী ইলাল্লাহ শায়খুল হাদীস আল্লামা ইসহাক আল মাদানী এর

অভিমত

الحمد لله الذى قال فى كتا به التكيم- وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحى اليه انه لا اله الا انا فاعبدون- والصلوة والسلام على اشرف المرسلين وخا تم النبيين محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه اجمعين- اما بعد-

গোটা আকাশ ও যমীনে যা কিছু আছে সবকিছুই মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের সৃষ্টি। সকল সৃষ্টির তিনি একমাত্র স্রষ্টা ও মালিক। তিনি এক ও একক সত্বা। সেই এক আল্লাহর সর্বোত্তম সৃষ্টি হচ্ছে মানুষ। সেই মানব জাতির চিরকল্যাণ ও শান্তি নিশ্চিত করার জন্য যুগে যুগে আম্বিয়ায়ে কেরাম তাদেরকে তাওহীদ তথা আল্লাহর একাত্ববাদের দিকে আহবান জানিয়েছেন ঃ

يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره-

অর্থ ঃ- হে আমার জাতি, তোমরা আল্লাহর এবাদত করো। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন ইলাহ বা হুকুম দাতা নেই। সূরা আ'রাফ ৫৯,৬৫,৭৩,৮৫, সূরা হুদ আয়াত নং ঃ ৫০, ৬১, ৮৪, কিন্তু দুঃখের বিষয় "ইলাহ" শব্দের যথার্থ মর্ম অনুধাবন করতে না পারা এবং ঈমান সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারনার অভাবে কালের আবর্তে আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে নানান কুসংস্কার, শিরক ও বিদ্আত। আর তাওহীদ, ঈমান ও ইবাদাতের সঠিক মর্ম অনুধাবন করতে না পারায় বর্তমানে মুসলিম উম্মাহর ভিতরে ঢুকে পড়েছে মানব রচিত বিভিন্ন কুফরী মতবাদ। যার ফলে মুসলিম বিশ্ব আজ নিগৃহিত, লাঞ্ছিত ও পরাভূত ।

ঐতিহ্যবাহী সিলেট সরকারী আলিয়া মাদ্রাসার সাবেক মুহাদ্দিস আমার শ্রদ্ধাভাজন উস্তাদ প্রখ্যাত আ'লেমে দ্বীন, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও মুফাস্সিরে কুরআন, আল্লামা শায়খ আব্দুল মালিক চৌধুরী, আলোচ্য বইয়ে ঈমানের শাখা প্রশাখা সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের দলীল সহকারে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। ঈমানের তাৎপর্য ও এর শাখা প্রশাখার উপর বাংলা ভাষায় এরকম মৌলিক বইয়ের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। সুতরাং বিস্তারিত দলীল প্রমান সম্বলিত এবং জ্ঞানগর্ভ আলোচনা সমৃদ্ধ *উক্ত বইটি প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর পাঠ করা*

www.pathagar.com

জরুরী বলে আমি মনে করি। সম্মানিত লেখক বার্ধক্যের ভারে আক্রান্ত ও অসুস্থ অবস্থায় অনেক কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকারের মাধ্যমে অত্যন্ত উপকারী বইখানা রচনা করে মুসলিম মিল্লতের জন্য যে অবদান রাখলেন, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। মহান আল্লাহ তায়া'লা তাঁর হায়াত ও ইলমের মধ্যে বরকত দান করুন। আমীন। *বইটি বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হলে অধিক সংখ্যক মুসলমান উপকৃত হবে বলে আমার বিশ্বাস।* আল্লাহ তায়া'লা শুধু মা'বুদই নন, তিনি হলেন হুকুমও বিধান দাতা। জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাঁরই হুকুম ও বিধান মেনে চলার মধ্যেই নিহিত রয়েছে মুসলিম উম্মাহর সমূহ কল্যান ও সফলতা। আল্লাহর ভাষায় ঃ-

اَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ. تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ- (সূরা আরাফ-৫৪)

অর্থ ঃ- শুনে রেখ, তারই (আল্লাহরই) কাজ সৃষ্টি এবং আদেশ দান করা। আল্লাহ বরকত ময়, যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক। (সুরা আ'রাফ আয়াত ৫৪) তাওহীদ ও ঈমানের শাখা প্রশাখা সম্পর্কে পরিস্কার ধারনা ও উপলব্ধিই বান্দার সমস্ত আমল আল্লাহর দরবারে কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত। সুতরাং এ দৃষ্টিতে বইখানার গুরুত্ব অপরিসীম। আশা করি এ বইখানা তাওহীদের তাৎপর্য, ঈমানের গুরুত্ব ও ইবাদাতের মর্ম অনুধাবনে যথার্থ ভূমিকা রাখবে। *এ বইখানার ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটুক আমি এ কামনা করি।* আর মহান মাবুদের কাছে তাওফীক কামনা করি তিনি যেন আমাদের সকল কর্মপ্রচেষ্টাকে কবুল করেন এবং মুসলিম মিল্লাহকে মানব রচিত মতবাদ পরিত্যাগ করে আল্ কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের মর্মানুযায়ী জীবন যাপনের তাওফীক দিন। আল্লাহ তায়া'লা ইরশাদ করেনঃ-

قُلْ اِنَّ صَلاَتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لله رَبِّ الْعَالَمِيْنَ- لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَبِذَالِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ - (সূরাঃ আনআ'ম-১৬২-১৬৩)

অর্থ ঃ আপনি বলুন, আমার নামায, আমার কুরবানী, এবং আমার জীবন ও মরণ বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য। তাঁর কোন অংশীদার নেই। আমি তাই আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি প্রথম আনুগত্যশীল। (সুরাঃ আন'আম ১৬২-১৬৩)

وَاللهُ الْمُوَفِّقُ وهو الْهَادِى اِلَى سَوَاءِ السَّبِيْلِ-

ইসহাক আলমাদানী

২৮,০২,০৯ ঈ.

শায়খুলহাদীস, শাহজালাল জা'মেয়া ইসলামিয়া

কামিল মাদ্‌রাসা, সিলেট।

www.pathagar.com

(ভূমিকা)

بسم الله الر حمٰن الر حيم

اِنَّ الْحَمْدَ لله تَعَالٰى كُلَّهٗ جَلَّ جَلَالُهٗ وَعَمَّ نَوَالُهٗ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ اَلَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِيْنَ – وَخَلَقَ الْاِنْسَ وَالْجِنَّ – وَخَلَقَ الْخَلَائِقَ كُلَّهُنَّ، وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّوْرَ – ثُمَّ شَرَّفَنَا بِشَرَفِ الْاِسْلَامِ وَالْاِيْمَانِ – وَاَتَمَّ النِّعْمَةَ الْعُظْمٰى عَلَيْنَا – كَمَا قَالَ سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى فِيْ كَلَامِهِ الْمَجِيْدِ 'اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا'– والصلواة والسلام عَلٰى اَشْرَفِ الْاَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ وَسَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ الْهَادِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ وَعَلٰى مَنْ تَبِعَ السُّنَّةَ السَّنِيَّةَ وَتَرَكَ الْبِدْعَةَ الشَّنِيْعَةَ وَاسْتَقَامَ عَلَى التَّوْحِيْدِ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ اَمَّا بَعْدُ: قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى 'اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَّفَرْعُهَا فِى السَّمَاءِ.–لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ' -

(সুরা ঃ ইব্রাহিম-২৪,২৫) অর্থঃ তুমি কি লক্ষ্য কর নাই, মহান আল্লাহ কি ভাবে পবিত্র কালেমাকে একটি পবিত্র গাছের (খেজুর) সাথে উপমা দিয়া বুঝাইতেছেন? গাছটির শিকড় (মুমিনের দিলের মধ্যে) খুবই মজবুত ভাবে (অবস্থান করিতেছে) আর তাহার শাখা গুলি উর্ধাকাশে উত্থিত। গাছটি তাহার মালিকের নির্দেশে প্রতিনিয়ত ফল দান করে..।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْاِيْمَانُ بِضْعٌ وَّسَبْعُوْنَ شُعْبَةً اَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَدْنَاهَا اِمَاطَةُ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْاِيْمَانِ- وَفِيْ رِوَايَةٍ بِضْعٌ وَّ ستون شعبة -

(বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিজি, নাসাই) অর্থ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, নবী করীম (সঃ) এরশাদ করিয়াছেন : 'ঈমানের শাখা প্রশাখা ৭০ এর উপর ও ৮০ এর কাছাকাছি। সর্বোত্তম শাখা لا اله الا الله অর্থঃ আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নাই। সর্ব নিম্ন শাখা হইল, রাস্তা হইতে কষ্ট দায়ক বস্তু সরানো।

www.pathagar.com

আর লজ্জা ঈমানের একটা বৃহৎ শাখা।' অন্য এক হাদীছে আসিয়াছে, ৭০ এর কাছাকাছি (বুখারী)। বিশ্ব বিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা ইবনে হাজার আসক্বালানি (রঃ) বুখারী শরীফের এই হাদীসের ব্যাখ্যায় "ফতহুল বারী" গ্রন্থে ৬৯ শাখার আলোচনা করিয়াছেন। তিনি একাধিক শাখাকে এক একটি শাখা হিসাবে গণ্য করিয়াছেন। যেমন ১ম দুইটি শাখাকে ১ টি গণ্য করিয়াছেন। এই ভাবে আরো কিছু ২ শাখাকে একত্র করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাই ৭৭ শাখাকে ৬৯ শাখা হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বায়হাকী (রঃ) তাহার সংকলিত "শুয়বুল ঈমান" গ্রন্থে, আল্লামা আশরফ আলী থানবী (রঃ) ও অন্যান্য মুহাদ্দিস গণ ৭৭ শাখারই বর্ণনা দিয়াছেন।

অতপর, প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা, কুরআনে পাকের উপরোক্ত আয়াত ও হাদীছে রাসুল (সঃ) হইতে আপনারা অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছেন যে ইমান ও ইসলাম মানুষ ও জ্বীন জাতীর জন্য দয়াময় আল্লাহ তায়া'লার সর্ব শ্রেষ্ট দান। আল্লাহ পাক তাঁহার পবিত্র কিতাবে ইরশাদ করিয়াছেন :

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا –

(৩:সুরা মায়েদা) অর্থ ঃ (বিদায় হজ্জে,আরাফার দিনে) আল্লাহ তায়া'লা ইরশাদ করেন : আজকের দিনে তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্নাঙ্গ করিয়া দিলাম। আর আমার দানকে তোমাদের উপর পূর্ণ করিয়া দিলাম। আর জীবন বিধান হিসাবে তোমাদের জন্য ইসলামকেই পছন্দ করিলাম'। কুরআনে পাকে আরোও ইরশাদ করেন: -'انتم الاعلون ان كنتم مؤمنين' অর্থ ঃ "তোমরা যদি (পূর্ণ) ঈমানদার হইতে পার তবে তোমাদের মর্যাদা সমস্ত দুনিয়া বাসির উপরে হইবে"। (সুরা আলে ইমরান-১৩৯) পবিত্র কুরআনে আরোও ইরশাদ হইয়াছে:

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ (সূরাঃ আল্ আ'রাফ-৯৬)

www.pathagar.com

অর্থঃ আর সেই জনপদের লোকেরা যদি ঈমান আনিত ও পরহেজগারীর পথ অবলম্বন করিত, তাহা হইলে আমি তাহাদের জন্য আকাশ ও পৃথীবির বরকত সমূহ ও কল্যানের দ্বার উম্মুক্ত করিয়া দিতাম। মানুষ জাতীর ইহকালীন সুখ-শান্তি ও পরকালীন মুক্তি ও কল্যাণ এই অমূল্য রত্ন ঈমান ও ইসলামের পূর্নাঙ্গ অনুসরণের মধ্যেই নিহিত। জ্ঞান- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই চরম উন্নতির যুগেও আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশ সহ সারাটা পৃথিবীর মানুষ আজ দুর্নীতি, দুষ্কৃতি, জুলুম-শোষণ আর দুর্মূল্যের যাতাকলে পিষ্ট হইয়া হাহাকার করিতেছে।

দুর্নীতি দমন, সুশাষনের জন্য আধুনিক জ্ঞানী গুনী ও শাষক-প্রশাষক গণ ঈমান ও ইসলামের, তথা কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষা ও আমলকে পরিত্যাগ করিয়া মানব মস্তিষ্ক প্রসূত চিন্তা নিয়ম- নীতি ও আইন-বিধানের মাধ্যমে মানব জাতীকে সুখ শান্তি ও প্রগতির দিকে নিয়া যাওয়ার জন্য যতই চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইতেছেন ততই যেন মানুষ জাতীর শান্তির নীড়ে অশান্তির আগুনের লেলিহান শিখা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে।

আজ হইতে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে প্রিয় নবী (সঃ) আরবের অসভ্য,দুর্নীতিবাজ, খুনি, সন্ত্রাসী, মদ্যপ ও যুদ্ধবাজ জাতীকে একমাত্র কুরআন ও সুন্নাহর নির্ভুল শিক্ষা ও আইনের মাধ্যমেই ঈমান ও ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আনয়ন করিয়া সুসভ্য জাতীতে পরিণত করিয়াছিলেন। যাহার বদৌলতে তাঁহারা শুধু মসজিদের ইমাম ও মাদ্রাসার শিক্ষক নহেন, বরং বিশ্ব নের্তৃত্বের আসনে সমাসীন হইয়া তমসাচ্ছন্ন পৃথিবীকে সুশিক্ষা, সুবিচার ও সুনীতির প্রসার ঘটাইয়া উজ্জল আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

প্রিয় দেশবাসী, বর্তমান বিশ্বে সব চেয়ে বড় অভাব যে বস্তুটির, তাহা হইল চরিত্র। বিশ্ব শিক্ষক, আল-আ'মীন হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ইরশাদ করিয়াছেন:

بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ (মুয়াত্তা, ইমাম মালিক ও মুসনদে-ইমাম আহমদ)

www.pathagar.com

অর্থঃ "সচ্চরিত্রের উচ্চাসনে মানুষ জাতীকে আসীন করার জন্যই আমাকে প্রেরণ করা হইয়াছে"। আর পূর্ণ ঈমান ব্যতীত পূর্ণ চরিত্রবান হওয়া কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নহে।

আর ৭৭ শাখা সম্বলিত পূর্ণ ঈমানের প্রয়োজনীয় আলোচনা সহকারে কোন পুস্তক বাংলা ভাষায় এ যাবৎ লিখা হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। তাই দীর্ঘ্য দিন হইতে এই গুরুত্ব পূর্ণ বিষয়ের উপর একখানা বই লিখার আগ্রহ মনের মধ্যে পোষণ করিয়া আসিতেছি। বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও একমাত্র মহান মওলার একান্ত রহমতের উপর ভরসা করিয়া একখানা বই লিখার দুঃসাহস করিলাম।

অসীম দয়ার মালিক যদি তাঁহার নিজ দয়াগুণে এই অধমকে সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, ঈমানের উপরে ১ খানা গ্রন্থ লিখার তওফিক দান করেন ও তাহা কবুল করিয়া নেন, তবে হয়তবা রাহমানুর রাহীমের একান্ত রহমতে এই গুনাহ গারের নাজাতের অসিলা হইয়া যাইতে পারে। আমীন।

প্রিয় পাঠক! বিষয়টি একটু গভীর ভাবে অনুধাবন করার জন্য আপনাদের সুদৃষ্টি পুণরায় আকর্ষণ করিতেছি যে- একটি গাছের যদি মাত্র ২/৩ টি শাখা হয় আর তাহাও আবার সুঠাম সতেজ না হয় বরং ভাঙ্গা-টুটা হইয়া থাকে, তবে ঐ গাছটি হইতে গাছের মালিক কতটুকু ফল লাভ করিবার আশা করিতে পারে ?

তাই আসুন আমরা এখন প্রখ্যাত মুফাস্‌সির ও মুহাদ্দিস গণ কুরআনে পাক ও হাদীস শরীফ হইতে গবেষণার মাধ্যমে ঈমানের যে ৭৭ টি শাখার বর্ণনা করিয়াছেন, রাহমানুর রাহীমের রহমের উপর নির্ভর করিয়া আলোচনা আরম্ভ করি।

ঈমানের সংজ্ঞা

ঈমানের আভিধানিক অর্থ বিশ্বাস। শরীয়তের পরিভাষায় নবী করিম (সঃ) আল্লাহ তায়া'লার পক্ষ হইতে যে দ্বীন, জীবন ব্যবস্থা লইয়া আসিয়াছেন, আর কুরআন মজীদ ও সুন্নাতে রাসুল (সঃ) এর মাধ্যমে

www.pathagar.com

রাখিয়া গিয়াছেন ইহা এমন ভাবে বিশ্বাস করা যে, নির্দ্বিধায় এই গুলি সর্ব যুগে, ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে পালন করিয়া যাইতে হইবে। ইহার মধ্যেই মানব জাতীর ইহ-পরকালীন প্রকৃত কল্যাণ, শান্তি ও নাজাত নিহিত। পক্ষান্তরে ইহার বিপরীত করিলে উভয় জগতে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। অনন্ত কাল জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

ঈমান একটি একক বস্তু । ইহার একটি শাখাকে অবিশ্বাস করিলে বা তুচ্ছ তাচ্ছিল্ল করিলে ঈমান থাকিবেনা। একটি ঘর, তার জরুরী অংশ যেমন ওয়াল, ছাদ, দরজা, জানালা ইত্যাদি। এই গুলির কোন অংশ বাদ পড়িলে ঘরটির উদ্দ্যেশ্যই মাঠে মারা যাইবে। অজু বা নামাজের ১ টি ফরজ বাদ দিলে, অজু বা নামাজ কোন কাজেই আসিবে না। রাব্বুল আ'লামীন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করিয়াছেনঃ-

أَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ- فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا - وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّوْنَ إِلٰى أَشَدِّ الْعَذَابِ- (সূরাঃ আল বাকারা-৮৫)

অর্থঃ 'তোমরা কি (আল্লাহর) কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস কর, আর কিছু অংশ অবিশ্বাস কর, যে ব্যক্তি এমন করিবে, তাহার কাজের ফল ইহা ব্যতীত আর কিছুই নহে যে - দুনিয়াতে লাঞ্ছিত হইবে। আর শেষ বিচারের দিন কঠিন আজাবের (দুযখের) দিকে নিক্ষিপ্ত হইবে'। শায়খুল ইসলাম আল্লামা হযরত শাব্বির আহমদ উসমানী (রঃ) সূরা বাকারার ৮৫ নং আয়াতের তাফসীরে যাহা বলিয়াছেনঃ ঈমানের বিভক্তি তো সম্ভব নয়। অতএব, যে ব্যক্তি ইসলামের কিছু বিধান অস্বীকার করিবে সে একজন কাফির। ইসলামের কিছু সংখ্যক বিধানের উপর ইমান আনিলে মোটেই মুমিন হওয়া যাইবে না। উপরোক্ত আয়াতের দ্বারা পরিস্কার ভাবে জানা গেল যে, যদি কোন ব্যক্তি ইসলামী শরীয়তের কিছু কিছু হুকুম-আহকাম পালন করিয়া থাকে, তবে যে হুকুম বিধান তাহার মিযাজ-প্রকৃতি, অভ্যাস বা গরজের বিপরীত তাহা মানিতে অস্বীকার করে। তাহা হইলে কিছু হুকুম আহকাম মানিয়া লইয়া আমল করিলেও তাহার কোন লাভ হইবে না'।

www.pathagar.com

ঈমানের শাখাগুলো ৩ ভাগে বিভক্ত।

(১)মনের সাথে সম্পর্কিত। (أَعْمَال قَلْب) ৩০ টি।
(২)জিহ্বার সাথে সম্পর্কিত। (أَعْمَال لِسَان) ৭ টি
(৩) শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সাথে সম্পর্কিত। (أَعْمَال بَدَن) ৪০ টি
ইনশাআল্লাহু তায়া'লা এই শাখা গুলি ৩ টি অধ্যায়ে ক্রমান্বয়ে বিস্তারিত ভাবে কুরআন ও সুন্নাহর দলীল সহ বর্ণনা করা হইবে।

প্রথম অধ্যায় ঃ

ঈমানের যে সব শাখা দিলের সাথে সম্পর্কিত, তাহার বর্ননা।

ঈমানের মোট ৩০ টি শাখা মনের সাথে সম্পর্কিত, তন্মধ্যে ৯ টি আক্বীদা (عقيدة) অর্থাৎ মনের দ্বারা বিশ্বাস করা। অবশিষ্ট ২১ টি দিলের সাথে সম্পর্কিত, আখলাক চরিত্র ও আমল।

প্রথমত এই ৩০ টি শাখার নামকরণ করা ও পরে প্রত্যেকটি শাখা সম্পর্কে দলীল ও প্রয়োজনীয় আলোচনা পেশ করা হইবে।

দিলের সাথে সম্পর্কিত শাখা সমুহ ঃ (আকাঈদ)

(১) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়া'লার উপর ঈমান আনা।
(২) ফেরেশ্‌তাদের উপর ঈমান আনা।
(৩) আল্লাহ পাকের সমস্ত কিতাবের উপর ঈমান আনা।
(৪) সমস্ত নবী-রাসুলগণের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা।
(৫) তাক্বদীরের উপর ঈমান রাখা।
(৬) পরকালের উপর ঈমান আনা।

পরকালের আলোচলা

জান্নাতের উপর আলোচনা ও জাহান্নামের উপর আলোচনা।

(৭) দয়াময় আল্লাহর সাথে সর্বাধিক মহব্বত রাখা।
(৮) রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর সাথে সকল মানুষের চাইতে বেশী মহব্বত রাখা।
(৯) মানুষের সাথে একমাত্র আল্লাহর ওয়াস্তে মহব্বত রাখা।

www.pathagar.com

দিলের সাথে সম্পর্কিত (২১ টি) শাখা (চরিত্র ও আমল)

(১০) দানশীলতা।

(১১) ভাল কাজ করিতে পারিলে খুশী ও মন্দ কাজ করিলে অনুতপ্ত হওয়া।

(১২) ধার্মিক লোকদের সহিত মহব্বত রাখা।

(১৩) এখলাছ অর্থাৎ সমস্ত ভাল কাজ বা আমল একমাত্র আল্লাহ তায়া'লাকে খুশী করার উদ্যেশ্যে সম্পন্ন করা।

(১৪) তওবা করা।

(১৫) আল্লাহ তায়া'লার ভয় সর্বদা দিলে রাখা।

(১৬) رجاء অর্থাৎ দয়াময় আল্লাহ পাকের রহমতের আশা করা।

(১৭) লজ্জা অর্থাৎ গোনাহর কাজ করিতে লজ্জাবোধ করা।

(১৮) নিয়ামত লাভের পর শুকুর্ আদায় করা।

(১৯) কষ্ট পাইলে সবর্ করা।

(২০) জায়েজ ও ভাল কাজের ওয়াদা পূর্ণ করা।

(২১) তওয়াজু অর্থাৎ বিনয়।

(২২) তাকদ্বীরের উপর সন্তুষ্ট থাকা।

(২৩) জীবের প্রতি দয়া করা।

(২৪) তাওয়াক্কুল অর্থাৎ আল্লাহর রহমতের উপর ভরসা করা।

(২৫) নিজেকে বড় মনে না করা।

(২৬) কিনা- অর্থাৎ কাহারও সাথে মনোমালিন্য না করা।

(২৭) হাসদ- অর্থাৎ হিংসা বিদ্বেষ বর্জন করা।

(২৮) রাগ দমন করা।

(২৯) কাহারও অমঙ্গল কামনা না করা।

(৩০) দুনিয়ার মহব্বত ত্যাগ করা।

এবার এই ৩০ টি শাখা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে ইনশাআল্লাহ।

১। <u>আল্লাহ তায়া'লার উপর ঈমান আনা</u>। অর্থাৎ তাঁহার অস্তিত্ব, এক ও একত্ব (তাওহীদ) এর উপর ঈমান আনা। মহাবিশ্বের সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা একমাত্র তিনিই। কেবল মাত্র তাঁহার যাত ও

www.pathagar.com

সীফাত চিরস্থায়ী। অনাদি-অনন্ত। বাকী সব সৃষ্ট ও অস্থায়ী ইহা বিশ্বাস করা তাওহীদ ও।

(تَوْحِيْد) একত্ববাদ।

(১) আল্লাহ তায়া'লার তাওহীদের উপর ঈমান আনা। অর্থাৎ- আল্লাহ তায়া'লাকে এক, একক ও অদ্বিতীয় (لَاشَرِيْكَ) বলিয়া বিশ্বাস করা। তাওহীদের কালিমা (لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ) ইহাই ঈমানের প্রথম ও সর্বোত্তম (কালিমা) শাখা। **ইহা দ্বারা ৪ টি অর্থ বুঝায়। (এক) তাওহীদে যাত (ذَاتْ) ও সিফাত (গুণাবলী)।** আল্লাহ তায়া'লার সত্তা (ذَاتْ) ও গুণাবলী (صِفَاتْ) অদ্বিতীয়, লা শরীক। (كَمَا هُوَ بِاَسْمَاءِهٖ وَصِفَاتِهٖ) তিনি ও তাহার গুণাবলী যেভাবে আছে, সেভাবেই বিশ্বাস করা। প্রকৃত অবস্থা জানা মানুষের পক্ষে সম্ভব নহে।

আল্লাহ তায়া'লার জাতী (মূল) নাম আল্লাহ। তাঁহার ذات (সত্তা) সম্পর্কে আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জামায়া'ত বলেন ঃ

هُوَ وَاجِبُ الْوُجُوْدِ- اَزَلِيٌّ – اَبَدِيٌّ – اَلْمُتَجْمِعُ لِجَمِيْعِ صِفَاتِ الْكَمَالِ-

অর্থঃ 'তিনি এমন সত্তা, যাহার অস্তিত্ব চিরকাল থাকা অবশ্যম্ভাবী। তাঁহার আরম্ভ ও নাই, শেষ ও নাই। জন্ম ও নাই, মৃত্যু ও নাই। সমস্ত গুণাবলী তাহার মধ্যে পূর্ণাঙ্গভাবে বিদ্যামান। لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يولد তাহার কোন সন্তান নাই, তিনিও কাহারও সন্তান নন। وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ কোন দিক দিয়াই তাঁহার সমকক্ষ কেহই নাই। لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْئٌ الرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى তাহার মত কেহই নাই। দয়াময় আল্লাহ আরশের উপর সমাসীন। তবে জ্ঞানের মাধ্যমে সর্বত্র বিরাজমান। আমাদের অতি নিকটে। আল্লাহ নামের অনুবাদ God, খোদা, ভগবান, ও ঈশ্বর ইত্যাদি কোন শব্দ দ্বারা করা যায় না, করা ঠিক ও নহে।

আল্লাহ তা'য়ালার صِفَات অর্থাৎ গুণাবলী সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হইতেছে। তিনি অসীম গুণের মালিক। তাই তাঁহার গুণবাচক নাম হাজার হাজার। তবে ৯৯ টি বিশেষ নাম এর

www.pathagar.com

উল্লেখ হাদীসে আসিয়াছে। এতদ্ব্যতীত কিছু বিশেষ ছিফাতি নামের উল্লেখ আছে। পরিশিষ্টে এই গুলি বর্ণনা করা হইবে। তিনি خَالِق অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা। চন্দ্র-সূর্য্য, গ্রহ-নক্ষত্র, নভোমন্ডল-ভূমন্ডল,মানব-দানব, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, তরু-লতা, সোনা-হীরা, আলো-বাতাস, আগুন-পানি, অক্সিজেন-হাইড্রোজেন, ইথার, গ্যাস-পেট্রোল, বিদ্যুৎ, টিন-রাবার, এলোমিনিয়াম, তামা-দস্তা, মোট কথা মহাবিশ্বের যেখানে যাহা কিছু আছে, সবই তিনি একাই সৃষ্টি করিয়াছেন। তন্মধ্যে এই মানুষ জাতীকে তিনি একজন পুরুষ, প্রথম নবী হযরত আদম (আঃ) ও একজন মহিলা হযরত হাওয়া (আঃ) হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন।

এই মানুষকে আল্লাহ তায়া'লা তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ট মর্যাদা দিয়া আপন খলিফা বা প্রতিনিধি হিসাবে পৃথিবীতে পাঠাইবার উদ্যেশ্যে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহার একটা দলীল পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারার ৩০ নং আয়াতে স্পষ্ট ভাবে লিপিবদ্ধ আছে। وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً- আর যেহেতু এত কঠিন ও গুরু দায়িত্ব আন্জাম দেওয়া চুড়ান্ত বিনয় ও আগ্রহ সহকারে মহা মহিমান্বিত আল্লাহ পাকের দাসত্ব, আনুগত্য (এবাদাত) আনজাম দেওয়া ব্যতীত সম্ভব নহে। তাই পরবর্তিতে সুরা যারিয়াতের ৫৭ নং আয়াতের মাধ্যমে জানাইয়া দিলেন যে- হে মানুষ , জানিয়া রাখ তোমার কাজই হইল তোমার সৃষ্টি কর্তার পূর্ণ আনুগত্য ও দাসত্ব (এবাদত) করা। অতএব তাহার পক্ষ হইতে তোমার দায়িত্ব ও কর্তব্য বুঝাইয়া দেওয়ার জন্য যখনই কোন নির্দেশ, আদেশ-নিষেধ বা আইন বিধান আসিবে তদনুযায়ী তুমি চলিবে। পরিবার, সমাজ, দেশ ও দুনিয়া পরিচালনা করিবে।

আল্লাহ জাল্লা জালালুহুর আর এক নাম رَحْمَان পরম করুণাময়, অসীম দয়ার মালিক, সীমাহীন গুনাহর পরেও যদি বান্দা খাঁটি ভাবে তওবা করিয়া আল্লাহ তায়া'লার অনুগত হইয়া যায়, তবে তিনি তাহাকে মাফ করিয়া দিবেন। اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا- (সুরাঃ জুমার-৫৩) তাঁহার আর এক নাম رَزَّاق রিজেক, ধন-সম্পদ, দান করার অসীম ক্ষমতাধর। সকল প্রাণী, গাছপালা, কীট পতঙ্গ সহ

www.pathagar.com

সকলের রিজেক ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী তিনি একাই দান করিয়া থাকেন। إِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ (সূরাঃ জারিয়াত- ৫৮) অর্থঃ নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহ, তিনি ধন সম্পদ ও খাবার দেওয়ার পরম ক্ষমতাধর, পরাক্রান্ত। আকাশে-পাতালে, জলে-স্থলে, মাঠে-জঙ্গলে, মহাবিশ্বের পরতে পরতে, অনু-পরমানু সবই তিনি সমান ভাবে দেখেন ও শুনেন। وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ (সুরাঃ বনী ইসরাইল- ১) নিকট ও দূর অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যত সবই তাহার কাছে সমান। রাব্বুল আ'লামীন ইরশাদ করেনঃ

وَمَا تَكُوْنُ فِىْ شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوْا مِنْهُ مِنْ قُرْاٰنٍ وَلَا تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا اِذْ تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ- وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَّبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ وَلَا اَصْغَرَ مِنْ ذَالِكَ وَلَا اَكْبَرَ اِلَّا فِىْ كِتَبٍ مُّبِيْنٍ- (সুরা ইউনুস-৬১)

অর্থঃ 'আর তোমরা যে কোন অবস্থাতেই থাক এবং কুরআনের যে কোন অংশ হইতেই তিলাওয়াত কর, অথবা যে কোন কাজই তোমরা কর, আমি তোমাদের কাছে উপস্থিত থাকি, যখন তোমরা কাজে রত থাক। আর তোমার রব হইতে পৃথীবির বা আকাশের একটি কণা ও গোপন থাকেনা। না এর চেয়ে ছোট কোন কিছু আছে বা বড়, যাহা একখানি স্পষ্ট কিতাবে লিখিত নাই'। (৬১ঃ সুরা ইউনুস) মানুষ মনে মনে যাহা চিন্তা বা পরিকল্পনা করে তাহাও তিনি শুনেন ও বুঝেন। মহাজ্ঞানী আল্লাহ ইরশাদ করেন :

اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ (সুরা মুলক-১৪)

অর্থঃ যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি কি জানেন না ? অথচ তিনি সূক্ষ জ্ঞানী ও সম্যক জ্ঞাত। তিনি সর্ব শক্তিমান। اِنَّهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ অর্থঃ নিঃসন্দেহে তিনি যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারেন। কোন কিছু সৃষ্টি করিতে হইলে কোন উপাদান, যন্ত্রপাতি বা পরিশ্রম কিছুরই প্রয়োজন হয়না। তিনি শুধু كُنْ হইয়া যা বলিলেই হইয়া যায়। তিনি بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ অর্থঃ কোন নমুনা দর্শন ছাড়াই নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যাহা কিছু আছে, সবকিছু তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। দুই লিঙ্গের মিলন ছাড়াই তিনি হযরত আদম (আঃ), মা হাওয়া (আঃ) ও

www.pathagar.com

হযরত ঈসা (আঃ) কে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। একমাত্র তিনিই সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক। (সুরা আশ'শুরা ৪৯) لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আল্লাহই নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের একচ্ছত্র মালিক। مَلِكِ النَّاسِ তিনি মানব মন্ডলির একমাত্র বাদশা। সকল মানুষই তাহার বান্দা ও দাস। একমাত্র মানব ও দানব ব্যতীত সমস্ত সৃষ্টিই তাঁহার আদেশ, ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় হউক মানিয়া চলে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কে পুড়াইবার জন্য রাজা নমরুদের প্রজ্জলিত অগ্নি কুন্ড তাঁহার আদেশে (শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত) ঠান্ডা হইয়া গিয়াছিল। (সূরাঃ আম্বিয়া ৬৯) قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِىْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ- অর্থঃ রাব্বুল আ'লামীন ইরশাদ করেন, আমি বলিলাম, হে আগুন ইব্রাহীমের প্রতি তুমি শান্তিপূর্ণভাবে ঠান্ডা হইয়া যাও। মহান আল্লাহর নির্দেশে নমরুদের ভীষণ আগুন ঠান্ডা হইয়া গেল। তাঁহারই আদেশে হযরত মু'সা (আঃ) ও তাঁহার উম্মতের জন্য নীল নদের পানি ১২ টি রাস্তা তৈরী করিয়া দিয়াছিল। আবার তাঁহারই নির্দেশে ঐ নদীর পানি একত্রে মিলিত হইয়া মিশরের রাজা, ফিরআউন ও তাহার বাহিনীকে ডুবাইয়া মারিয়াছিল। তাঁহারই আদেশে হযরত মারইয়মের (আঃ) টেবিলে বে মওসুমের ফল-ফলাদি বিদ্যমান থাকিত। যাহা দেখিয়া তাঁহার খালু হযরত যাকারিয়া (আঃ) অবাক হইয়া প্রশ্ন করিতেন, হে মরইয়াম তুমি ঐ গুলি কোথায় পাও? তাঁহারই হুকুমে হযরত দাউদ (আঃ) এর হাতে পড়িলে, লোহা নরম হইয়া যাইত। আর তিনি অতি সহজে অস্ত্র-সস্ত্র তৈরী করিতে পারিতেন। আবার তাঁহারই ইঙ্গিতে চন্দ্র-সূর্য, পৃথিবী ও অগণিত গ্রহ-নক্ষত্র নিজ নিজ নির্ধারিত কক্ষ পথে, শূণ্য মার্গে ঘুরিয়া চলিতেছে। তাঁহারই ইশারায় ছোট ছোট পক্ষীকূল পাথর বর্ষণ করিয়া আব্রাহার হস্তি বাহিনী কে ধ্বংশ করিয়া পবিত্র কা'বা ঘর রক্ষা করিয়াছিল। তাঁহারই কুদ্রতে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা, আহমদ মুজতবা (আঃ) মে'রাজ রজনীতে সমান্যতম সময়ে, অসংখ্য কোটি কিলোমিটার উর্ধলোকে সপ্তাকাশ ভেদ করিয়া মহান আল্লাহর আরশে মুয়া'ল্লায় পৌছিয়া স্বচক্ষে জান্নাত, জাহান্নাম ও অসংখ্য কুদ্রতী নিদর্শন অবলোকন করিয়াছিলেন। মহান আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভ ও কথোপ-কথনের সুযোগ লাভ করিয়া ছিলেন। মোট কথা তাঁহার কুদ্রতের বর্ণনা লিখিয়া শেষ করা অসম্ভব। তিনি

www.pathagar.com

মৃত (ডিম) হইতে জীবিত (মুরগী) ও জীবিত (মুরগী) হইতে মৃত (ডিম) সৃষ্টি করেন। তাঁহার এক ছিফাতী নাম بَاسِطٌ যাহার ইচ্ছা জীবিকা, ধন-সম্পদ যেমন ইচ্ছা বাড়াইয়া দেন। আর এক নাম قَابِض অর্থঃ তিনি যাহার ইচ্ছা রিজেক কমাইয়া ফেলেন। যাহাকে ইচ্ছা গরীব করেন। لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (সূরাঃ শু'রা-১২) অর্থঃ আকাশ মন্ডলী ও সমস্ত পৃথিবীর চাবিকাটি একমাত্র তাঁহারই হাতে। يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ (সূরাঃ রা'দ-২৬) অর্থঃ যাহাকে ইচ্ছা বিত্তশালী করেন, আর যাহাকে ইচ্ছা দরিদ্র করেন। তাঁহার এক নাম وَهَّابٌ অর্থঃ সীমাহীন দানকারী। يَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ إِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ الذُّكُوْرَ (٤٩) اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَاءُ عَقِيْمًا- (٥٠) (সূরাঃ শু'রা-৪৯, ৫০) অর্থঃ তিনি যাহাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন আবার যাহাকে ইচ্ছা, ছেলে সন্তান দান করেন, আবার যাহাকে ইচ্ছা ছেলে ও মেয়ে দান করেন। আবার যাহাকে ইচ্ছা কোন সন্তানই দেন না। তাঁহার এক নাম اَلْمُحْيِىْ অর্থাৎ তিনিই একমাত্র জীবন দানকারী। আর এক নাম اَلْمُمِيْتُ অর্থাৎ তিনিই মৃত্যু দান কারী। তাঁহার আর এক নাম اَلْوَدُوْدُ অর্থাৎ অসীম স্নেহ পরায়ন। আর এক নাম اَلْوَكِيْلُ অর্থাৎ সকলের সব কাজ সমাধানকারী। তিনিই সকলের রব (رَبٌّ) মালিক, প্রতিপালক ও বাদশাহ। لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ- (সূরাঃ শু'রা-৪৯) অর্থঃ নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল ব্যাপী রাষ্ট্রের বাদশাহ একমাত্র আল্লাহ জাল্লা জালালুহু। তাঁহার আর এক নাম اَلْحَكَمُ অর্থঃ একমাত্র হাকীম, বিচারক, আইন ও বিধান দেওয়ার মালিক, সার্বভৌম ক্ষমতার একমাত্র মালিক। আর এক নাম اَلْعَدْلُ অর্থাৎ একমাত্র ন্যায় বিচারক। তাঁহার আর এক নাম اَلْحَسِيْبُ অর্থাৎ সকলের একমাত্র হিসাব রক্ষাকারী ও হিসাব গ্রহণকারী। তাঁহার আর এক নাম اَلْحَكِيْمُ অর্থাৎ বিজ্ঞানময়। তাঁহার আর এক নাম اَلْبَاعِثُ পরকালে সকলের আমলের ফলদান করার জন্য পুনরুত্থানকারী। তাঁহার অসংখ্য গুণাবলী হইতে বিশেষ বিশেষ গুণাবলী (صِفَاتٌ) লিপিবদ্ধ করা হইল।

www.pathagar.com

আল্লাহ তায়া'লা তাঁহার ذَاتْ (সত্তা) ও সমস্ত গুণাবলীতে এক, একক ও নিরংকুশ ভাবে পূর্ণতার অধিকারী। এই ব্যাপারে কোন ভাবেই কেহ তাঁহার শরীক হইতে পারেনা। উক্ত আক্বিদা (বিশ্বাস) পোষণ করার নামই **'তাওহিদুল আসমা ওয়াস সিফাত'**।

(২) রবুবিয়্যাতের তাওহীদ (تَوْحِيْدَ الرُّبُوْبِيَّة) রবুবিয়্যাতের ব্যাপারে আল্লাহ তায়া'লাকে এক, একক, ও অদ্বিত্বীয় لَا شَرِيْكَ বলিয়া বিশ্বাস করা। একমাত্র আল্লাহ তায়া'লাকেই রব বলিয়া বিশ্বাস করা। মানিয়া নেওয়া। রব বলিতে বুঝায় (১) মালিক رَبُّ الْبَيْتِ অর্থ ঘরের মালিক। رَبُّ الْعَالَمِيْنَ অর্থ মহা বিশ্বের সবকিছুর মালিক। (২) প্রতিপালক, সবার জীবিকা দাতা, ছোট হইতে পূর্ণতায় পৌছানো কারী। ১ টি ছোট্ট শিশুকে ও একটি ছোট চারা গাছকে পূর্ণত্বে পৌছানো একমাত্র তাঁহারই কাজ। (৩) বিশ্বচরাচরে যেখানে যাহা কিছু আছে সব কিছুরই নিয়ন্ত্রক ও রক্ষক। (৪) পরিচালক, বাদশাহ, আইন ও বিধান দাতা। মহাবিশ্ব, ব্যক্তি, সমাজ, ও রাষ্ট্র পরিচালনার জন্যে রীতি-নীতি, আইন ও বিধান দেওয়ার মালিক একমাত্র তিনিই। اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ অর্থঃ সতর্ক হও, তিনিই সৃষ্টিকর্তা, তিনিই হুকুম দেওয়ার মালিক। এর কোন কিছুতেই তাঁহার শরীক কেহই নাই। اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ (সুরা ইউসুফ-৪০) অর্থঃ নিরংকুশ হুকুম চলিবে একমাত্র আল্লাহর। নবী-রাসুল, পীর - দরবেশ, দেব-দেবতা বা সরকার কাহাকেও এই সব ব্যাপারে কোন কিছুতেই তাহার সমকক্ষ মানা যাইবে না। মানিলে শিরক হইবে। اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ (সুরা লোকমান-৯৩) অর্থঃ নিশ্চয় শির্ক্ একটি বিরাট জুল্ম। পবিত্র কুরআনে আরও ইরশাদ হইয়াছেঃ

وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ (৬৪-আলে ইমরান)

অর্থঃ 'আর আমরা (মানুষ জাতী) আল্লাহকে ছাড়া একে অন্যকে রব সাব্যস্ত করিব না।' অর্থাৎ আল্লাহ তায়া'লার আদেশ-নিষেধ ও আইন বিধান কে বাদ দিয়া মানুষের তৈরী আইন বিধান মানিয়া চলিব না। আল্লাহ তায়া'লার হারাম করা বস্তুকে হালাল, আর হালাল ও বৈধ করা জিনিস কে হারাম ও অবৈধ বলিয়া সাব্যস্ত করিব না। পবিত্র কুরআনে আরও ইরশাদ হইয়াছে- اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا

www.pathagar.com

مِّنْ دُوْنِ اللهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ - (সুরা তওবা ৩১) অর্থঃ 'আর তাঁহারা (ইহুদী নাসারা) আল্লাহ তায়া'লাকে ছাড়া তাহাদের আলিম দরবেশ দেরকেও 'রব' সাব্যস্ত করিয়ছে'। আর মরইয়মের (আঃ) পুত্র ঈসাকে (আঃ) ও ---। হযরত ইউসুফ (আঃ) জেলের ভিতরে সঙ্গীদের বলিলেনঃ أَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ أَمِ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ- (সরা ইউসুফ-৩৯) অর্থঃ 'অনেক ভিন্ন ভিন্ন সত্তাকে 'রব' (প্রভু, হুকুম কর্তা, আইন দাতা, শাসক) মানিয়া নেওয়া ভাল, না প্রবল পরাক্রম শালী এক আল্লাহকে 'রব' মানিয়া নেওয়া ভাল' ?

উপরোক্ত সব ব্যাপারে আল্লাহ জাল্লা জালালুহুকেই একমাত্র রব মানিয়া চলার সুফল। আল্লাহ পাক আরও ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰئِكَةُ أَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَأَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ - (٣١) نَحْنُ أَوْلِيَآؤُكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ - وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ- (٣٢) (৩১-৩২ সুরা হামীম-আস্ সিজদা)

অর্থঃ 'নিশ্চয় যাহারা বলে, আল্লাহ আমাদের রব, অতপর এই কথার উপর অটল থাকে, তাহাদের কাছে ফিরিশ্তাগণ অবতীর্ণ হন এবং বলেন, তোমরা ভয় করিও না, আর চিন্তাও করিও না। আর তোমাদের প্রতি প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ কর (৩১)। ইহকালে ও পরকালে আমরা তোমাদের বন্ধু। সেখানে তোমাদের মন যাহা চাহিবে, আর মুখে যাহা বলিবে সবই তোমরা পাইবে' ৩২।

(৩) তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ (تَوْحِيْدُ الْأُلُوْهِيَّةِ) ইহার দুইটি অর্থ। **(ক) তাওহীদুল ইবাদাহ** (تَوْحِيْدُ الْعِبَادَةِ) অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই। আল্লাহ ছাড়া অন্য কাহারও ইবাদত, পূজা উপাসনা করা যইবে না। এই ব্যাপারে মহান আল্লাহ একক, অদ্বিতীয় ও লা-শরীক। জান্নাতে যাইতে হইলে ও মহান মা'বুদের দর্শন লাভ করিতে হইলে আল্লাহ ব্যতীত অন্য সকলের পূজা, উপাসনা ত্যাগ করিয়া একমাত্র আল্লাহ তায়া'লার শিরক মুক্ত ইবাদাত করিতে হইবে। পবিত্র কুরআনে রাব্বুল আ'লামীন ইরশাদ করিয়াছেনঃ

www.pathagar.com

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا- (সূরাঃ কাহফ ১১০)

অর্থঃ 'তোমাদের যে কেহ (জান্নাতে প্রবেশ করিয়া) তাহার রবের সাক্ষাত লাভ করিতে চাহে, সে যেন নেক আমল করে, আর তাহার রবের ইবাদাতের মধ্যে অন্য কাহাকেও শরীক যেন না করে। নামাজ, রোজা, হজ্জ, দান-খয়রাত, প্রভৃতি যাবতীয় ইবাদত একমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দ্যেশ্যেই করিতে হইবে। রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছা হইতে মুক্ত হইতে হইবে। কারণ রিয়া ও একপ্রকার শিরক। সুরা নিসা ৩৬ নং আয়াতে ইরশাদ হইয়াছে ঃ اعبدوا الله ولا تشركوا به شيأ অর্থঃ 'একমাত্র আল্লাহর ইবাদত-দাসত্ব কর, আর তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করিও না'। সুরা নহল ৩৬ নং আয়াতে ইরশাদ হইয়াছেঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ-

অর্থঃ আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসুল পাঠাইয়াছি, আর নির্দেশ দিয়াছি যে এক আল্লাহর ইবাদত কর, আর শরীয়তের সীমা লংগন কারী, আল্লাহ বিরোধীদের বর্জন কর।' কালামে মজীদে আরও ইরশাদ হইয়াছেঃ

وَمَا اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ- (সুরা বাইয়্যিনাহ -৫)

অর্থঃ 'আর (প্রবৃত্তি, রাষ্টশক্তি, শয়তান ও দেবদেবীর পুজা-উপাসনা বাদ দিয়া) একমাত্র আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য করার জন্য তাহাদিগকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল।' রাব্বুল আ'লামীন আরও ইরশাদ করিয়াছেনঃ

اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ اَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ-(সুরা ইয়াসিন ঃ৬০)

অর্থঃ (কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়া'লা মানুষ জাতীকে সম্বোধন করিয়া বলিবেন) 'ওহে আদম সন্তান, আমি কি তোমাদেরকে বলিনাই যে তোমরা শয়তানের ইবাদত (হুকুম মান্য) করিওনা?' কুরআনে হাকীমে আরও ইরশাদ হইয়াছে اَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ- অর্থঃ আপনি কি তাহাকে দেখেন নাই? যে তাহার প্রবৃত্তিকে

www.pathagar.com

উপাস্য (الٰه) বানাইয়া নিয়াছে ? (সূরা ফুরকান ঃ ৪৩) অর্থাৎ এমনও মানুষ আছে, যাহারা আল্লাহ তায়া'লার আদেশ-নিষেধের বিপরীত হইলেও তাহাদের মনের চাহিদা অনুযায়ী কাজ করে'। রাব্বুল আ'লামীন আরও ইরশাদ করিয়াছেন: اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذَالِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ- (সূরা ঃ নিসা-১১৬)

অর্থঃ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়া'লা শিরকের গুনাহ কিছুতেই মাফ করিবেন না, আর অন্যান্য গুনাহ যাহাকে ইচ্ছা মাফ করিয়া দিবেন।'

(খ) তাওহীদুল হাকিমিয়্যাহ (لَا حَاكِمَ اِلَّا اللّٰهُ) অর্থাৎ মহান আল্লাহর আদেশ-নিষেধের মুকাবেলায় অন্য কাহারও হুকুম, আইন-বিধান কোন কালেই মানিয়া চলা যাইবে না। যাইতে পারে না। কেননা ইহা স্পষ্ট শিরক। اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ (সূরা ইউসুফ ঃ ৪০) অর্থঃ 'সমস্ত সৃষ্টির উপর নিরংকুশ হুকুম চলিবে একমাত্র আল্লাহর'। (لَا حَاكِمَ اِلَّا لِلّٰهِ) এই অর্থটি হযরত মাওলানা আশরফ আলী থানবী (রঃ) তাঁহার রচিত 'ফুরুউল ঈমান' গ্রন্থে লিখিয়াছেন। বাংলা ভাষায় গ্রন্থটির অনুবাদ করিয়াছেন, হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রঃ) অনুবাদ গ্রন্থে তিনিও এই অর্থ সমর্থন করিয়াছেন। দ্রঃ 'বাংলা ফুরুউল ঈমান' পৃষ্টা-৮ (৫ম মুদ্রণ)।

বিশ্ববিখ্যাত আ'লিম, শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান (রঃ) তাঁহার লিখিত তরজমায়ে কুরআনে প্রায় ৪০ টি স্থানে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ এর অর্থ লিখিয়াছেন ---------- অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন (নিরংকুশ) হাকিম নাই। আমি এখানে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে মাত্র ৩১টি আয়াতের অর্থ (তাহার অনুকরণ করিয়া) লিখিতেছি।

(১) وَاَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ (সূরাঃ হুদ ঃ ১৪) অর্থঃ আর আল্লাহ ব্যতীত কোন হাকিম নাই, অর্থাৎ চূড়ান্ত ভাবে হুকুম বা আইন বিধান দেওয়ার মালিক একমাত্র মহান আল্লাহ।

www.pathagar.com

(২) قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ (সূরাঃ হুদ-৫০) অর্থঃ হুদ (আঃ) তাঁহার জাতিকে বলিলেন; এক আল্লাহর ইবাদত কর, তোমাদের জন্য এক আল্লাহ ছাড়া আর কোন হাকীম নাই।

(৩) قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ (সূরাঃ হুদ-৬১) সালেহ (আঃ) ছামুদ জাতিকে বলিলেন: হে আমার জাতি তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত কর, তোমাদের জন্য আল্লাহ ব্যাতীত আর কোন হাকিম নাই।

(৪) اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ (সূরাঃ ইউসুফ-৪০) অর্থঃ রাষ্ট্র চলিবে এক আল্লাহর আইনে, তিনি হুকুম দিয়াছেন যে তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাহারও পূজা করিও না।

(৫) لَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ (সূরাঃ ইসরা-২২) অর্থঃ আল্লাহর সাথে অন্য কাহাকেও হাকিম (হুকুম কর্তৃত্বের মালিক) সাব্যস্ত করিও না।

(৬) قُلْ لَّوْ كَانَ مَعَهٗٓ اٰلِهَةٌ كَمَا يَقُوْلُوْنَ اِذًا لَّابْتَغَوْا اِلٰى ذِى الْعَرْشِ سَبِيْلًا (সূরাঃ ইছরা-৪২) অর্থঃ (হে নবী (সঃ) বলুন: 'যদি আল্লাহর শরীক আরও হাকিম থাকিত, তবে তাহারা আরশের মালিক পর্যন্ত পৌছার পথ তালাশ করিত।'

(৭) لَوْ كَانَ فِيْهِمَآ اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا (সূরাঃ আম্বিয়া-২২) অর্থঃ ভূমন্ডল ও নভোমন্ডলে যদি একাধিক হাকিম (হুকুম কর্তৃত্বের মালিক থাকিত, তবে এই সৃষ্টি জগৎ ধ্বংস হইয়া যাইত।

(৮) لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ (সূরাঃ আম্বিয়া-৮৭) ইউনুস (আঃ) মাছের পেট হইতে বলিলেন "হে আল্লাহ তায়া'লা তুমি ছাড়া আর অন্য কোন হাকিম নাই। তুমি পবিত্র, নিশ্চয়ই আমি গোনাহগার।

www.pathagar.com

(৯) مَالَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ (সূরাঃ আল-মুমিনুন-২৩) অর্থঃ নূহ (আঃ) তাঁহার জাতিকে বলিলেন 'তোমাদের জন্য আল্লাহ ব্যতীত কোন হাকিম নাই।'

(১০) اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ (সূরাঃ আল-মুমিনুন-৩২) অর্থঃ নূহ (আঃ) এর পরবর্তী নবী (আঃ) তাঁহার জাতিকে বলিলেন, "এক আল্লাহর দাসত্ব কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের জন্য দ্বিতীয় কোন হাকিম নাই।"

(১১) مَاكَانَ مَعَهٗ مِنْ اِلٰهٍ اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ اِلٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ (সূরাঃ আল- মুমিনুন-৯১) অর্থঃ (এই মহা বিশ্বে) তাঁহার (আল্লাহর) সহিত যদি অন্য কোন (ইলাহ) হুকুম কর্তা থাকিত, তবে প্রত্যেক হাকিম নিজ নিজ সৃষ্টিকে লইয়া চলিয়া যাইত, এবং একে অপরের উপর হামলা করিয়া বসিত।

(১২) فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ- (সূরাঃ আল-মুমিনুন-১১৬) অর্থঃ অতএব সর্বোচ্চ মহিমায় আল্লাহ, তিনি সত্যিকার বাদশা, তিনি ব্যতীত কোন (اِلٰه) হাকিম নাই। তিনি সম্মানিত আরশ (রাজ সিংহাসন) এর মালিক।

(১৩) وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ- (সূরাঃ আল-মুমিনুন-১১৭) অর্থঃ যে কেহ আল্লাহর সাথে অন্য কোন হাকিমকে ডাকে, যাহার কোন সনদ তাহার কাছে নাই, তাহার হিসাব তাহার পালন কর্তার কাছে আছে। নিশ্চয় কাফিরগণ সফলকাম হইবে না।

(১৪) اَلَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ فَقَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا (২) وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً لَّا يَخْلُقُوْنَ شَيْئًا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ وَلَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا وَّلَا يَمْلِكُوْنَ مَوْتًا وَّلَا حَيٰوةً وَّلَا نُشُوْرًا (৩) (সূরাঃ আল-ফুরকান-২,৩) অর্থঃ (তিনি হইলেন সেই কল্যাণময় সত্ত্বা) যাহার

www.pathagar.com

রহিয়াছে নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের রাজত্ব। তিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেন নাই। রাজত্বে তাঁহার কোন শরীক নাই। তিনি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর তাহাকে পরিমিত ভাবে শোধিত করিয়াছেন। (২) অথচ তাহারা তাঁহার (আল্লাহর) পরিবর্তে কত হাকিম (হুকুমকর্তা) গ্রহণ করিয়াছে, যাহারা কিছুই সৃষ্টি করেন নাই। এবং তাহারা নিজেরাই সৃষ্ট এবং নিজেদের ভালও করিতে পারে না, মন্দও করিতে পারে না এবং জীবন, মরণ ও পুনরুজ্জীবনেরও তাহারা মালিক নহে (৩)।

(১৫)-- وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللهِ اِلٰهًا اٰخَرَ (সূরাঃ ফুরকান-৬৮) অর্থঃ আর যাহারা আল্লাহর সাথে অন্য হাকিমকে ডাকেনা। (অর্থাৎ চাওয়া-পাওয়ার ব্যাপারে অন্য শাসক দেরকে আল্লহর সাথে শরীক করে না।

(১৬)- اَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰهُ (সূরাঃ যাছিয়া-২৩) আপনি কি তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন, যে তাহার প্রবৃত্তিকে নিজের উপর হাকিম সাব্যস্ত করিয়া নিয়াছে? অর্থাৎ তাহার মন যা চায়, তাহা আল্লহর আইনের বিপরীত হইলেও করিতে দ্বিধা বোধ করে না।

(১৭) اَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ----- اَاِلٰهٌ مَّعَ اللهِ (সূরাঃ নমল-৬০) অর্থঃ 'বলতো আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করিয়াছেন? অতএব, আল্লাহর সমকক্ষ আর কোন হাকিম আছে কি?'

(১৮) اَمَّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّجَعَلَ خِلٰلَهَآ اَنْهٰرًا اَاِلٰهٌ مَّعَ اللهِ (সূরাঃ নমল-৬১) অর্থঃ 'বলতো পৃথিবীকে কে বাসোপযোগী করিয়াছেন এবং তাহার মাঝে মাঝে নদ-নদী প্রবাহিত করিয়াছেন? অতএব, আল্লাহর শরীক আর কোন হাকিম আছে কি?'

(১৯) اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ--------- اَاِلٰهٌ مَّعَ اللهِ (সূরাঃ নমল-৬২) অর্থঃ 'বলতো অসহায়ের ডাকে কে সাড়া দেয়, যখন সে ডাকে। অতএব, আল্লাহর শরীক অন্য কোন হাকিম আছে কি?'

www.pathagar.com

(২০) أَمَّنْ يَّهْدِيْكُمْ فِيْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ ----- أَإِلٰهٌ مَّعَ اللهِ (সূরাঃ নমল-৬৩) অর্থঃ 'বলতো কে তোমাদেরকে জলে-স্থলে, অন্ধকারে পথ দেখান? সুতরাং আল্লাহর সাথে শরীক অন্য কোন হাকিম আছে কি?'

(২১) أَمَّنْ يَّبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ--- أَإِلٰهٌ مَّعَ اللهِ (সূরাঃ নমল-৬৪) অর্থঃ 'বলতো কে প্রথমবার সৃষ্টি করেন, অতঃপর পুনরায় তাহাকে সৃষ্টি করিবেন? সুতরাং আল্লাহর সাথে অন্য কোন (শরীক) হাকিম আছে কি?'

(২২) قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلٰهًا غَيْرِيْ لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِيْنَ- (সূরাঃ শুয়া'রা-২৯) অর্থঃ 'ফিরাউন মূসা (আঃ) কে বলিল, আমি ব্যতীত অন্য কাহাকেও তুমি যদি হাকিম মান। অর্থাৎ অন্য কাহারও হুকুমে চল, তবে অবশ্যই আমি তোমাকে জেলে ঢুকাইয়া দিব।'

(২৩) فَلَا تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلٰهًا اٰخَرَ فَتَكُوْنَ مِنَ الْمُعَذَّبِيْنَ- (সূরাঃ শুয়া'রা-২১৩) অর্থঃ অতএব, আপনি আল্লাহর সাথে অন্য হাকিম কে আহ্বান করিবেন না, নতুবা শাস্তিতে পতিত হইবেন।

(২৪) وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰٓأَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ إِلٰهٍ غَيْرِيْ (সূরাঃ ক্বাছাছ-৩৮) অর্থঃ 'ফিরাউন বলিল' 'ওহে পরিষদ বর্গ, আমি জানিনা যে, আমি ব্যতীত তোমাদের জন্য কোন হাকিম (হুকুম কর্তৃত্বের মালিক) আছে।'

(২৫) لَا تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلٰهًا اٰخَرَ (সূরাঃ ক্বাছাছ-৮৮) অর্থঃ 'আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন হাকিমকে ডাকিও না।'

(২৬) أَنِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلٰهٍ غَيْرُهٗ (সূরাঃ আল-মুমিনুন-৩২) আল্লাহর দাসত্ব কর (হুকুম মানিয়া চল) তিনি ব্যতীত তোমাদের জন্য অন্য কোন হাকিম নাই।

www.pathagar.com

(২৭) وَاتَّخَذُوا مِنْ دُوْنِ اللهِ اٰلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُوْنَ- (সূরাঃ ইয়াছিন-৭৪) অর্থঃ সাহায্য পাওয়ার আশায় তাহারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যদেরকে (ইলাহ) হাকিম সাব্যস্ত করিয়া নিয়াছে।

(২৮) قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيْكُمْ بِضِيَاءٍ اَفَلَا تَسْمَعُوْنَ- (সূরাঃ ক্বাছাছ-৭১) অর্থঃ 'বলুন, তোমরা কি মনে কর, আল্লাহ যদি রাত্রিকে ক্বিয়ামতের দিন পর্যন্ত লম্বা করিয়া দেন, তবে আল্লাহ ব্যতীত কে আছে এমন হকিম (যাহার হুকুমে) তোমাদের জন্য আলোর ব্যবস্থা হইতে পরে? তোমরা কি তবুও শুনিবে না?'

(২৯) قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ- (সূরাঃ কছাছ-৭২) অর্থঃ 'বলুন, তোমরা কি মনে কর? আল্লাহ যদি দিনকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করিয়া দেন, তবে আল্লাহ ব্যতীত কে আছে এমন হাকিম (হুকুম দাতা) যে রাত্রির ব্যবস্থা করিবে? যাহাতে তোমরা বিশ্রাম করিবে।'

(৩০) اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ- (সূরাঃ আছ- ছা'ফ্ফাত-০৪) অর্থঃ 'নিশ্চয় হাকিম (হুকুম কর্তৃত্বের মালিক) তোমাদের একজনই।'

(৩১) قُلْ اِنَّمَا اَنَا مُنْذِرٌ وَّمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ- (সূরাঃ সওয়াদ-৬৫) অর্থঃ 'বলুন, আমিতো একজন সতর্ক কারী মাত্র এবং এক পরাক্রমশালী আল্লাহ ব্যতীত কোন হাকিম নাই'। হাঁ স্রষ্টার হুকুমের বিপরীত না হইলে বড়দের হুকুম অবশ্যই মানিতে হইবে। ইহাও আল্লাহ তায়া'লারই নির্দেশ। (সূরাঃ নিছা-৫৯)

মা'বুদ ও হাকিম শব্দ দ্বয়ের বিশ্লেষণ করিলেও দেখা যাইবে যে, মা'বুদ শব্দের মধ্যেই 'হাকিম' অর্থ বিদ্যমান। মাবুদ মানে যাহার ইবাদত করা হয়। অর্থাৎ তাঁহার হুকুম মানা হয়। يَقُوْلُوْنَ: اَلْعِبَادَةُ اَلطَّاعَةُ مَعَ غَايَةِ الْخُضُوْعِ وَالتَّذَلُّلِ (তাফসীরে আল মানার ও

www.pathagar.com

তাফসীরে বগভী) অর্থঃ ইবাদত হইল চরম বিনয় ও নম্রতার সহিত আনুগত্য করা। জানা প্রয়োজন, আল্লাহ তায়া'লার ইবাদতের জন্যই শুধু বিনয় ও নম্রতা শর্ত। গয়রুল্লাহর দাসত্বের ব্যাপারে বিনয় ও নম্রতা জরুরী নহে।

ঈমানদার বান্দাগণ মহান আল্লাহর ইবাদত করেন। মানে তাঁহার হুকুম মানিয়া চলেন। তাঁহার হুকুম মানিতে গিয়া রামাজান মাসে দিনের বেলা ভুখা থাকেন। ঈদের দিনে খুশী মত খান। এই না খাওয়া, আর খাওয়া উভয়টাই ইবাদত। কারণ ইহাই তাঁহার হুকম। আর এই অর্থে তিনি আমাদের হাকিম। আর একই কারণে তিনি আমাদের মা'বুদ। কুরআনে পাকেও তিনি শয়তানের হুকুম মানাকে শয়তানের ইবাদত বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। (সূরাঃ ইয়াছিন-৬০)।

সার্ব ভৌম ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ তায়া'লা। হালাল-হারাম, বৈধ-অবৈধ, আইন-বিধান, নিরংকুশ ভাবে দেওয়ার মালিক একমাত্র তিনিই। ইহাই 'তাওহীদ', ইহাই একত্ববাদ। আর এর বিপরীতই শিরক বা অংশী বাদিতা বা কুফর। যাহা কাফির বা মুশরিকের কাজ। চরম শ্রদ্ধা, পূজা-আরাধনা, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারও করা, শিরক ও তাওহীদ পরিপন্থী।

প্রিয় মু'মিন! দীর্ঘ দিন হইতে আমরা لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ এর অর্থঃ আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ, উপাস্য বা ইবাদতের যোগ্য নাই; বলিয়া আসিতেছি। 'আল্লাহ ছাড়া কোন হাকিম বা নিরংকুশ ভাবে হুকুম কর্তৃত্বের মালিক, আইন-বিধান দেওয়ার মালিক নাই।' পবিত্র কালিমার এই অর্থটি বলিতেছি না। যাহার দরুন সাধারণ মানুষ ও বহু আধুনিক শিক্ষিত মানুষ, যাহারা কুরআন-সুন্নাহর প্রয়োজনীয় জ্ঞান হইতে বঞ্চিত, এমনকি অসংখ্য সরল প্রাণ ধার্মিক, আল্লাহ ভীরু মানুষ ও ঈমান ও কালিমা তায়্যিবার সঠিক অর্থ বুঝিতে পরিতেছেন না। তাহারা বিশুদ্ধ ঈমান, আর কুফর ও শিরক-বিদয়াত এর মধ্যে পার্থক্য সম্যক উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইতেছেন না। আর সেই

www.pathagar.com

হেতু 'তাগুত' বা আল্লাহ তায়া'লার আইনের বিরোধী শক্তি ও সাধারণ মুসলমান গণ ঈমান ও ইসলামকে শুধু নামাজ, রুজা, হজ্জ, ও জাকাত ইত্যাদি বিশেষ কয়েকটি এবাদাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ বলিয়া বিশ্বাস পোষণ করিতেছেন, যাহা কুরআন সুন্নাহ ও তাওহীদের কালিমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর সম্পূর্ণ পরিপন্থী ও ঈমান বিনষ্টকারী - وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ (সুরাঃ মায়েদা-৪৪) অর্থ ঃ 'আর যাহারা আল্লাহর অবতীর্ণ করা আইন অনুযায়ী দেশ শাসন ও বিচার ফায়সালা করেনা, তাহারাই কাফির।' وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ- (সুরাঃ মায়েদা-৪৫) অর্থ ঃ 'আর যাহারা আল্লাহর অবতীর্ণ করা আইন অনুযায়ী দেশ শাসন ও বিচার-ফায়সালা করেনা, তাহারাই জালিম' (মুশরিক)। وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ- (সুরাঃ মায়েদা-৪৭) অর্থঃ 'আর যাহারা আল্লাহর অবতীর্ণ করা আইন অনুযায়ী দেশ শাসন ও বিচার ফায়সালা করেনা, তাহারাই ফাসিক।'

ইমাম বুখারী (রহঃ) তাহার বিশ্ব বিখ্যাত হাদিস গ্রন্থ 'বুখারী' শরীফে ইলম এর অধ্যায়ে লিখিয়াছেন: اَلْعِلْمُ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ অর্থাৎ কালিমা তাইয়্যিবা বলার পূর্বে তাহার অর্থ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা উচিত (জরুরী)। দাবির স্বপক্ষে দলীল হিসাবে তিনি পেশ করিয়াছেন فَاعْلَمْ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (সুরাঃ মুহাম্মদ-১৯) অর্থ ঃ অতএব, তুমি জানিয়া রাখ, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ, হাকিম নাই। স্বয়ং সম্পূর্ণ বাদশাহ নাই, সরকার নাই। সবাই আল্লাহ তায়া'লার দাস। তাহার আইনের ও কর্তৃত্বের অধীন।

সুপ্রিয় পাঠক! দিনের বিপরীত যেমন রাত, আলোর বিপরীত আঁধার, হালাল ও জায়েজের বিপরীত হারাম ও না, জাইজ, ঠিক তদ্রূপ ঈমানের বিপরীত, কুফ্‌র্ ও তাওহীদের বিপরীত, শির্ক। ঈমান ও তাওহীদের আলোচনায় স্বাভাবিক ভাবেই শিরকের কথা অনেকটা

www.pathagar.com

আসিয়া গিয়াছে, তাই এখানে শিরকের আলোচনা সংকেক্ষেপেই শেষ করিব। ইন্‌শা আল্লাহ।

শির্‌ক মূলত দুই প্রকার

(১) শিরকে আকবার। ইহাকে শির্‌কে জলি (প্রকাশ্য) বা শিরকে এ'তেক্বাদী বলে।

(২) শিরকে খফি (অপ্রকাশ্য) বা শির্‌কে আসগর (ছোট) বা শিরকে আমলী বলে।

আমার গ্রন্থের মূল বক্তব্য ঈমান ও তাওহীদ। বক্তব্য পরিস্কার করার স্বার্থে অনেকটা শিরকের আলোচনা করা হইয়া গিয়াছে, তাই শিরকের আলোচনা অতি সংক্ষেপেই শেষ করার চেষ্টা করিব।]

অতি ভক্তি হইতেই তাওহীদ বিনষ্টকারী শির্‌কের জন্ম হয়। নবী উযায়র (আঃ) এর উম্মত, ইয়াহুদীরা অতিমাত্রায় ভক্তির কারণে তাঁহাকে আল্লাহ তায়া'লার ছেলে সাব্যস্ত করিয়া ছিল। খৃষ্টানরা তাহাদের নবী হযরত ঈসাকে (আঃ) মহান আল্লাহর ছেলে বলিতে লাগিল। ইয়াগুছ, ইয়াউক্ব ও নছর এর মতো বুযুর্গও সম্মানিত ব্যক্তিদের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত সম্মানের কারণেই তাঁহাদের ইন্তেকালের পর তাঁহাদের প্রতিকৃতি ও মূর্তি তৈরী করিয়া হযরত নূহ (আঃ) এর যুগের লোকেরা তাঁহাদের পূজা আরম্ভ করিয়া দিল। এই ভাবে বুদ্ধের মৃত্যুর পর তাঁহার ভক্তরা অতি ভক্তির কারণে তাহার মূর্তী তৈরী করিয়া তাঁহার পুজা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। তাঁহাদের কাছে প্রার্থনা করা হইতেছে। এই ভাবে ইসলামের জ্ঞানের অভাবে নামধারী মুসলমানেরা পীর-আউলিয়ার মাযারে গিয়া মাযার সামনে রাখিয়া সাজ্‌দা করে। তাঁহাদের কাছে সন্তান, মাল, চাকুরী ইত্যাদি চায়, বিপদ-আপদ, ব্যারাম ইত্যাদি দূর করার জন্য দুয়া করে। ইত্যাদি শির্‌ক্। কারণ সজ্‌দা, দুয়া ইত্যাদি এবাদত। আর আল্লাহ ব্যতীত কাহারও এবাদত করিলে শির্‌ক হইবে। তাই ইসলামী

www.pathagar.com

জ্ঞানের অভাবে আমাদের দেশে প্রচলিত, কিছু শিরকের আলোচনা করিয়া এই বিষয়টি সম্বন্ধে আলোচনা এখানেই শেষ করিলাম। তবে নযর বা মান্নতের সাথে সম্পর্কিত প্রচলিত শির্ক সম্বন্ধে নযর বা মান্নতের আলোচনার সাথে ইনশা আল্লাহ কিছু উদাহরণ পেশ করিব।

শির্ক মুক্ত ইবাদতই মহান মা'বুদের কাছে গ্রহণ যোগ্য أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ (সূরাঃ জুমার-০২) অর্থঃ 'জানিয়া রাখ, একমাত্র শির্ক মুক্ত ইবাদত ও ঈমানই আল্লাহ তায়া'লা কবুল করিয়া থাকেন।'

আল্লাহ ছাড়া যাবতীয় সৃষ্টিই আল্লাহর সৃষ্টি (حَادِث) অস্থায়ী।
একমাত্র আল্লাহর যাত্ (সত্তা) ও ছিফাত স্থায়ী (قَدِيم) জলে-স্থলে, আকাশে-পাতালে, মাঠে-ময়দানে, বনে-জঙ্গলে, যেখানে যাহা কিছুই আছে, সব কিছুর স্রষ্টাই একমাত্র আল্লাহ তায়া'লা। وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ (সূরাঃ আম্বিয়া-৩০) অর্থঃ প্রত্যেক বস্তুকেই আমি পানি হইতে সৃষ্টি করিয়াছি। تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ (সূরাঃ আলে ইমরান-২৭) অর্থঃ তুমি (আল্লাহ) মৃত হইতে জীবিতকে (যেমন ডিম হইতে মুরগ) আর মৃতকে জীবিত হইতে (যেমন মুরগী হইতে ডিম) সৃষ্টি কর। তাঁহার এক ছিফাতী নাম খালিক অর্থাৎ স্রষ্টা। গ্রন্থের প্রথম দিকে তাঁহার ছিফাতি নাম 'খালিক' এর আলোচনায় যাহা লিখা হইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট। কুরআনে পাক ও হাদীছ শরীফে এই ব্যাপারে বিশদ ভাবে আলোচনা বিদ্যমান। উপাদান ব্যতীত যে কোন বস্তুর ব্যাপারে শুধু (كُنْ) অর্থাৎ 'হইয়া যা' বলিলেই অথবা ইচ্ছা করিলেই বস্তুটি তৎক্ষনাৎ হইয়া যায়। তিনিও তাঁহার গুণাবলীর আরম্ভও নাই শেষও নাই। জন্মও নাই মৃত্যুও নাই। তিনি সকল প্রকার পরিবর্তন ও দুর্বলতার উর্ধে। এতদ্ব্যতীত সব সৃষ্টিরই আরম্ভও আছে, শেষও আছে। সবকিছুই পরিবর্তনশীল ও মরণশীল। ইহার উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখিতে হইবে।

www.pathagar.com

(২) ফিরিশতাদের সম্বন্ধে ঈমান। ফিরিশতাগণ নূরের তৈরী। আহার-বিহার, তন্দ্রা-নিদ্রা, অসুখ-বিসুখ, বিবাহ-শাদী, দুর্বলতা-অবসাদ, পাপ-পঙ্কিলতা, পেশাব পায়খানা ইত্যাদি হইতে পবিত্র। এইসব দূর্বলতা হইতে তাঁহারা মুক্ত। وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ (সূরাঃ মুদ্দাছ্ছির-৩১) (আল- কুরআন) অর্থঃ 'তোমার রবের বাহিনীর সম্বন্ধে তিনি ব্যতীত আর কেহই প্রকৃত খবর রাখেনা।' তাঁহারা সব সময়ই আল্লাহর অনুগত বান্দাহ। আল্লাহ তায়া'লা তাঁহাদের যাঁহাকে যে দায়িত্ব দিয়াছেন, সেই দায়িত্ব পালন করাই তাঁহার ইবাদত। ইসরাফিল (আঃ) বিশাল শিঙ্গা নিয়া তৈরী আছেন। যখনই আল্লাহ পাকের আদেশ হইবে, তখনই ফুকদিয়া বিশ্ব জাহান ধ্বংশ করিয়া দিবেন। আবার যখন হুকুম হইবে, শিংগায় ফুক দিবেন তখন মানুষসহ সকল প্রাণী জীবিত হইয়া বিচারের জন্য হাশরের মাঠে উপস্থিত হইবে। মিকাইল (আঃ) এর অধীনে অসংখ্য ফিরিশতা বৃষ্টি-বাদল, ঝড়-সাইক্লোন ইত্যাদির ব্যাপারে মহান আল্লাহর নির্দেশে কাজ করিতে থাকেন। ইহাই তাঁহাদের ইবাদত। আজরাইল (আঃ) এর বিভাগে অসংখ্য ফিরিশতা আছেন, তাঁহারা মহান মালিকের নির্দেশে সমস্ত প্রাণীর জান কবজ করিয়া থাকেন। অসংখ্য ফিরিশতা রুকু, সাজদাহ, তাসবিহ এর (মহান আল্লাহর প্রশংসা) মধ্যে সদা-সর্বদা মগ্ন আছেন। অসংখ্য ফিরিশতা মানুষ ও জীন জাতির আমল রেকর্ড করিয়া মহান মালিকের দরবারে শাহীতে পেশ করতঃ তাঁহারই নির্দেশে যথা স্থানে শেষ বিচারের দিনের জন্য জমা রাখিতেছেন। অসংখ্য ফিরিশতা কবরের মধ্যে মৃত ব্যক্তির সামনে ৩টি প্রশ্ন পেশ করার জন্য প্রস্তুত আছেন। সর্ব শ্রেষ্ঠ ফিরিশতা জিবরাইল (আঃ) যাহার ৬০০ খানা ডানা আছে, তিনি নবী-রাসূল (আঃ) গণের নিকট মহা পরাক্রমশালী আল্লাহর নিকট হইতে প্রয়োজনীয় বার্তা ও কিতাব লইয়া আসিতেন। অসংখ্য ফিরিশতা মানুষের হেফাজতের জন্য সদা প্রস্তুত। উম্মতের দরুদ ও সালাম প্রীয় নবী (সঃ) এর দরবারে পোঁছাবার জন্য অসংখ্য ফিরিশতা সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। ইহাই তাঁহাদের এবাদত। মোট কথা প্রকৃত

www.pathagar.com

বাদশাহর পক্ষ হইতে অগণিত ফিরিশতাকে নির্ধারিত কাজে ব্যস্ত রাখা হইয়াছে। স্ব-স্ব কাজই তাঁহাদের ইবাদত। অসংখ ফিরিশতা রুকু, সজদা ও মহান রাব্বুল আ'লামীনের গুন-গান ও উচ্চসিত প্রশংসায় সদা-সর্বদা রত আছেন। তাঁহারা কখনও সর্বশক্তিমান আল্লাহর নাফরমানি করেন না। এই সব কথার উপরে ঈমান রাখিতে হইবে।

(৩) আল্লাহ পাকের সমস্ত কিতাবের উপর ঈমান আনা-

দয়াময় আল্লাহ যুগে যুগে হযরত আদম (আঃ) হইতে আরম্ভ করিয়া সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) পর্যন্ত ১২৪০০০/২২৪০০০ হাজার নবী রাসূল (আঃ) কে মানুষের হেদায়ত ও কল্যাণের জন্য পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন। তাঁহাদের কাছে ছোট বড় কিতাব পাঠাইয়াছেন। 'তাওরাত' হযরত মুসা (আঃ) এর কাছে। 'জবুর' হযরত দাউদ (আঃ) এর কাছে। 'ইঞ্জিল' হযরত ইসা (আঃ) এর কাছে। এই গুলির উপর ঈমান রাখিতে হইবে। তবে কুরআন মাজীদ ব্যতীত অন্যান্য কিতাব গুলির উপর আমল রহিত হইয়া গিয়াছে। আর এই গুলি বর্তমানে অবিকৃত অবস্থায় পৃথিবীতে মওজুদও নাই।

পবিত্র কুরআন সর্ব শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর কাছে পাঠাইয়াছেন। ক্বিয়ামত পর্যন্ত এই কিতাবের ১টি অক্ষরও কেউ বিকৃত করিতে পারিবেনা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়া'লা ইরশাদ করেন :

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ- (সূরাঃ হিজর-৯)

অর্থঃ 'নিশ্চয়ই, আমি এই উপদেশ নামা (কুরআন) অবতীর্ণ করিয়াছি, আর নিশ্চিত আমি ইহার হেফাজত করিব।' পবিত্র রমজান মাসে, মহামহিমান্বিত লাইলাতুল ক্বদরে লওহে মাহফুজ হইতে ১ম আকাশে ইহা অবতীর্ণ করা হয়। অতঃপর নবী (সঃ) এর নবুওতী জিন্দেগীর ২৩ বছরে প্রয়োজন ও প্রেক্ষাপট অনুযায়ী পূর্ণ কুরআন

www.pathagar.com

অবতীর্ণ করা হইয়াছে। এই কিতাবের মর্যাদা অসীম। নবী (সঃ) বলেন:

فَضْلُ كَلَامِ اللهِ عَلٰى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللهِ عَلٰى خَلْقِهٖ

'আল্লাহর কিতাবের মর্যাদা সমস্ত পৃথিবীর বই পুস্তক ও কিতাবাদির উপর এতবেশী, যত বেশী মর্যাদা স্বয়ং আল্লাহ তায়া'লার, তাঁহার সৃষ্টির উপরে।' (তিরমিযি শরীফ) আবু সাইদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত : عَنْ عُثْمَانَ رَضِ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهٗ- হযরত উছমান (রাঃ) নবী (সঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন: নবী (সঃ) বলিয়াছেন: 'তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি তাহারা, যাহারা কুরআনের ইল্‌ম্ লাভ করে ও অন্যকে শিক্ষাদেয়।' (ছিহা ছিত্তা) রাব্বুল আ'লামীন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَارَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ -

অর্থঃ 'ইহা এমন কিতাব, যাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহা পরহেজগারদের জন্য পথ প্রদর্শন কারী।' আরও ইরশাদ করিতেছেন: 'ওহে মানব মন্ডলী, তোমাদের রবের পক্ষ হইতে উপদেশাবলী তোমাদের কাছে আসিয়াছে। ইহা তোমাদের অন্তরের রোগ নিরাময় কারী, তোমাদের জন্য হিদায়ত ও মুমিনদের জন্য রহমত।' (সূরাঃ ইউনূস-৫৭) الٓرٰ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ- (সূরাঃ ইব্রাহীম-১) অর্থঃ 'আলিফ, লাম, রা, ইহা এমন এক খানি কিতাব, যাহা আমি আপনার প্রতি নাযিল করিয়াছি, যাহাতে আপনি মানব জাতীকে জমাট বাঁধা অন্ধকার হইতে আলোর দিকে লইয়া আসেন, পরাক্রমশালী পরম প্রসংশার যোগ্য রবের নির্দেশে তাঁহারই পথে।'

وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ- (সূরাঃ আনয়াম-১৫৫)

www.pathagar.com

অর্থঃ 'ইহা একখানা অতীব মঙ্গলময় কিতাব, যাহা আমি অবতীর্ণ করিয়াছি, অতএব, তোমরা ইহার উপর আমল কর আর ভয় কর যাহাতে তোমরা করুণা প্রাপ্ত হও।' يَاأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا- (সূরাঃ নিসা-১৭৪) অর্থঃ 'ওহে মানব মন্ডলী! তোমাদের রবের কাছ হইতে তোমাদের কাছে সনদ (মুহাম্মদ সঃ) আসিয়াছেন, আর আমি তোমাদের দিকে উজ্জল আলো (কুরআনুল করীম) অবতীর্ণ করিয়াছি।'

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ- (সূরাঃ নহল-৮৯)

অর্থঃ 'আমি আপনার প্রতি এমন গ্রন্থ অবতীর্ণ করিয়াছি, যাহাতে রহিয়াছে প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা, হেদায়াত, রহমত এবং অনুগতদের জন্য সুসংবাদ।'

قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا- (সূরাঃ ইসরা-৮৮)

অর্থঃ 'বলুন যদি সমস্ত মানুষ ও জ্বিন জাতি একত্র হইয়া এই কিতাবের মত একখানা কিতাব রচনা করার জন্য একে অন্যকে সাহায্য করে, তবুও এই কিতাবের মত একখানা কিতাব লিখিতে পারিবেনা।' আল্লাহ জাল্লা জালালুহু পবিত্র কুরআনে আরও ইরশাদ করেনঃ

لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ- (সূরাঃ হাশর-২১)

অর্থঃ 'আমি যদি এই কুরআন কোন পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ করিতাম, তবে তুমি দেখিতে যে, পাহাড় বিনীত হইয়া আল্লাহ তায়া'লার ভয়ে চূর্ণ-বিচুর্ণ হইয়া যাইত।'

www.pathagar.com

اِتَّبِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ- قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ-

অর্থঃ 'তোমাদের রবের পক্ষ হইতে যাহা কিছু অবতীর্ণ করা হইয়াছে তাহা মানিয়া চল, আর তাহাকে ছাড়িয়া অন্যদের অনুস্মরণ করিও না, আর তোমরা খুব কমই উপদেশ গ্রহণ কর।' (সূরাঃ আ'রাফ-৩)

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا-

অর্থঃ যখন তাহাদেরকে বলা হয়, তোমরা ঐ কিতাবের অনুস্মরণ কর যাহা আল্লাহ অবতীর্ণ করিয়াছেন, তখন তাহারা বলে, আমরা বরং আমাদের পূর্ব পুরুষদেরই অনুসরণ করিব। (সূরাঃ লুকমান-২১)

قُلْ اِنِّيْٓ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ- (সূরাঃ আন্‌আম-১৫)

অর্থঃ '(হে নবী) আপনি বলুন, আমি যদি আমার রবের অবাধ্য হই, তবে এক মহা দিবসের শাস্তির ভয় করি।'

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ- (সূরাঃ মায়েদা-৪৪)

অর্থঃ 'যাহারা আল্লাহ তায়া'লার অবতীর্ণ করা কিতাব অনুযায়ী বিচার ফয়সালা করেনা তাহারাই কাফির।'

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ- (সূরাঃ মায়েদা-৪৫)

অর্থঃ 'যাহারা আল্লাহ তায়া'লার নাযিল করা কিতাবের আইন অনুযায়ী বিচার ফয়সলা করে না, তাহারাই জালিম।'

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ- (সূরাঃ মায়েদা-৪৭)

অর্থঃ 'যাহারা আল্লাহ তায়া'লার অবতীর্ণ করা কিতাব অনুযায়ী দেশ শাসন, সমাজ পরিচালনা ও বিচার ফয়সালা করেনা, তাহারাই ফাসিক।' মোট কথা কেহ যদি আল্লাহর কিতাবের আইন বিধান, যাইজ-নাযাইজকে, সর্বকালের ও সর্বদেশের জন্য জরুরী, উপকারী ও উপযোগী বলিয়া বিশ্বাস করেনা অথবা ইহার বিরোধিতা করে তবে

www.pathagar.com

সে কাফির হইয়া যাইবে। যদিও সে নামাজ, রোজা, হজ্ব ইত্যাদি যথারীতি পালন করে। আর যদি কেউ কিছু কিছু মানে বাকী মানুষের তৈরী আইন বিধানকে যোগের উপযোগী বলিয়া বিশ্বাস করে, তবে সে জালিম ও মুশরিক বলিয়া গণ্য হইবে। আর যদি কেউ আল্লাহ তায়া'লার আইন কে জরুরী ও উপকারী বলিয়া বিশ্বাস করে, কিন্তু কোন পার্থিব স্বার্থে আমলের উদ্যোগ গ্রহণ না করে, তবে সে ফাসিক বলিয়া পরিগণিত হইবে।

(৪) সমস্ত নবী রাসূল গণের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা।

বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে যে, যুগে যুগে মানুষ ও জ্বিন জাতির হেদায়ত ও দুই জাহানের কল্যাণের জন্য কম বেশী একলক্ষ চব্বিশ হাজার বা দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী-রাসূল (সঃ) আল্লাহপাক ধরাধামে প্রেরণ করিয়াছেন। হযরত আদম (আঃ) ছিলেন প্রথম নবী আর হযরত মুহাম্মদ (সঃ) হইলেন সর্বশেষ নবী ও রাসূল (সঃ)। পূর্বের নবী ও রাসূল গণের কিতাব ও শরীয়ত রহিত হইয়া গিয়াছে। পূর্বের নবী-রাসূলগণ ছিলেন কোন নির্দিষ্ট দেশ, এলাকা, জাতি বা সময়ের জন্য। কিন্তু শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ক্বিয়ামত পর্যন্ত সকল দেশের ও সকল জাতির জন্য হাদী-পথপ্রদর্শক, উজ্জল আলোক বর্তীকা ও রহমত স্বরূপ, পৃথিবীতে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি শেষনবী তাঁহার কিতাবও সর্বশেষ কিতাব।

مَاكَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ- (সূরাঃ আহজাব-৪০)

অর্থঃ 'মুহাম্মদ (সঃ) তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কাহারও পিতা নন বরং তিনি আল্লাহর রাসূল ও শেষ নবী।' সূরা আরাফের ১৫৮ নং আয়াতে রাব্বুল আ'লামীন এরশাদ করেন:

www.pathagar.com

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا- (সূরা-আ'রাফ ১৫৮)

অর্থঃ (হে নবী!) 'আপনি বলুন, ওহে মানুষ জাতি, অবশ্যই আমি তোমাদের সকলের দিকে রাসুল হিসাবে প্রেরিত হইয়াছি। অতএব, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) হইলেন গুটা মানব মন্ডলীর নবী। তিনি হইলেন বিশ্ব নবী। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, ইহুদী, খৃষ্টান সমস্ত জাতির নবী। তাঁহার রাখিয়া যাওয়া কুরআন ও সুন্নাহ যে বা যাহারা মানিয়া চলিবে,তাহারাই সঠিক সরল পথ প্রাপ্ত হইবে। আর যে বা যাহারা মানিবে না, তাহারা মুসলমানের সন্তান হইলেও পথভ্রষ্ট, কাফির হইয়া যাইবে। তাঁহার রাখিয়া যাওয়া আদর্শ পূর্ণ ভাবে বিশ্বাস করিতে হইবে। কোন অংশকেও অবিশ্বাস করিলে মুসলমান ও মুমিন থাকা যাইবে না। সূরা বাকারার ৮৫ নং আয়াতই ইহার স্পষ্ট দলীল। সর্ব শক্তিমান আল্লাহ পাক আরও ইরশাদ করেন:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِىْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا- (সূরাঃ নিছা-৬৫)

অর্থঃ 'অতএব তোমার রবের শপথ, তাহারা ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হইতে পারিবেনা, যতক্ষণ না তোমাকে তাহাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে ন্যায় বিচারক মানিয়া লইবে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে তাহাদের অন্তরে কোন রূপ সংকীর্ণতা বোধ করিবেনা। আর তোমার ফয়সালাকে সন্তুষ্ট চিত্তে মানিয়া লইবে'। বিশ্ব জাহানের রব, পবিত্র কুরআনের সূরা আহযাবের ৩৬ নং আয়াতে আরও ফরমান জারী করিয়া বলেন:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَمَنْ يَّعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا -

অর্থঃ 'আল্লাহ বা তাঁহার রাসূল (সঃ) যখন ঈমানদারদের কোন ব্যাপারে কোন ফয়সালা বা আদেশ দিবেন তখন ইহা অমান্য করার

www.pathagar.com

কোন স্বধীনতা তাহাদের নাই। অতঃপর যে কেহ আল্লাহ বা তাঁহার রাসূলের আদেশ অমান্য করিবে সে প্রকাশ্য ভাবে পথভ্রষ্ট, গুমরাহ হইয়া যাইবে'। সূরা নিছার ৬৪ নং আয়াতে আল্লাহ তায়া'লা ঘোষণা করিয়াছেন: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ- 'রাসূল পাঠইবার আমার একমাত্র উদ্দেশ্য এই যে, আমার নির্দেশে রাসূলের অনুসরণ করা হইবে।'

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ اُمَّتِي يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ أَبَى قِيْلَ وَمَنْ ابَى؟ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِيْ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِيْ فَقَدْ أَبَى - (بُخَارِى، عَنْ أَبِى هريرة رضـ)

অর্থঃ 'হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত নবী করীম (সঃ) বলিয়াছেন, যে আমাকে অস্বীকার করিল, সে ব্যতীত আমার সব উম্মত বেহেশতে যাইবে। প্রশ্ন করা হইল, কোন উম্মত আপনাকে অস্বীকার করিবে? তখন তিনি বলিলেন: যে আমার আনুগত্য করিবে সে বেহেশতে যাইবে। আর যে আমার না ফরমানি করিবে সে (দোযখে যাইবে) আমাকে অস্বীকার করিল। (বুখারী, মুসলিম) হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হইতে বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضـ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَطَاعَنِيْ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ عَصَى نِى فَقَدْ عَصَى اللهَ-

অর্থঃ 'রাসুল (সঃ) বলিয়াছেন যে আমার আনুগত্য করিল সে আল্লাহর আনুগত্য করিল, আর যে আমার অবাধ্যতা করিল সে আল্লাহর অবধ্যতা করিল।' পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়া'লা ঘোষণা করিয়াছেন:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْىٌ يُّوْحَى- (সূরাঃ নযম-৩,৪)

অর্থঃ 'রাসুল (সঃ) নিজে দ্বীন সম্পর্কে কিছুই বলেন না। যাহাই বলেন ওহি পাইয়া বলেন।'

www.pathagar.com

অতএব, মুহাম্মদ (সঃ) সম্বন্ধে এই বিশ্বাসই রাখিতে হইবে, তিনি কুরআন সুন্নাহ এর মাধ্যমে যে শরীয়ত, জীবন বিধান ও আইন কানুন রাখিয়া গিয়াছেন, ইহার সব টুকু আমাদের জন্য সর্ব যুগে অবশ্য পালনীয় ও অপরিবর্তন যোগ্য। *তিনিই সর্ব শেষ নবী। তাঁহার পরে যাহারাই নবী হওয়ার দাবী করিয়াছে, তাহারা সবাই ও তাহাদের অনুসারীগণ নিশ্চিত কাফির। যেমন পাঞ্জাবের গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ও তাহার ধর্মের অনুসারী কাদিয়ানীরা সবাই নিঃ সন্দেহে কাফির।*

(৫) তাক্বদীরের উপর ঈমান।

তাক্বদীর অর্থ ভাগ্য। যাহা মহা জ্ঞানী, সর্বোচ্চ, মহা বিজ্ঞানী, যহার কাছে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সব কিছুই সমান। যাহার জ্ঞানের কোন সীমা পরিসীমা নাই। সেই সর্ব শক্তিমান আল্লাহ তায়া'লা মানুষ সহ সব কিছুর ভাগ্য, বিশ্ব জাহান সৃষ্টির ৫০ হাজার বছর পূর্বে ঠিক করিয়াছেন : عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضـ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَتَبَ اللهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ اَنْ يَّخْلُقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ بِخَمْسِينَ اَلْفَ سَنَةٍ قَالَ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ – (مسلم)
অর্থঃ 'আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত রাসূল (সঃ) বলিয়াছেনঃ আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির ৫০ হাজার বছর পূর্বে সমস্ত সৃষ্টির ভাগ্য আল্লাহ পাক লিখিয়া রাখিয়াছেন।' (মুসলিম শরীফ)

عَنِ ابْنِ الدَّيْلَمِي رحـ قَالَ اَتَيْتُ اُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ رضـ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ وَقَعَ فِي نَفْسِي شَيْئٌ مِنَ الْقَدْرِ فَحَدِّثْنِي لَعَلَّ اللهَ اَنْ يَّذْهَبَ مِنْ قَلْبِي فَقَالَ لَوْ اَنَّ اللهَ عَذَّبَ اَهْلَ سَمٰوَاتِهِ وَ اَهْلَ اَرْضِهِ عَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ وَلَوْ اَنْفَقْتَ مِثْلَ اُحُدٍ ذَهَبًا فِي سَبِيلِ اللهِ مَا قَبِلَهُ اللهُ مِنْكَ حَتّٰى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ وَتَعْلَمَ اَنَّ مَا اَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَاَنَّ مَا اَخْطَاَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَلَوْ مُتَّ عَلٰى غَيْرِ هٰذَا لَدَخَلْتَ النَّارَ- قَالَ ثُمَّ اَتَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مسعود فقال مِثْلَ ذٰلِكَ

www.pathagar.com

قال ثم اتيتُ حذيفةَ بنِ اليمانَ فقال مثلَ ذلكَ ثم اتيتَ زيدَ بنَ ثابتٍ فحدثني عن النبيِّ صلى الله عليه وسلمَ مثلَ ذلكَ- (احمد- ابوداود- ابن ماجه)

অর্থঃ 'হযরত ইবনে দায়লমী (রঃ) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) এর কাছে আসিয়া বলিলাম, তাক্বদীরের ব্যাপারে আমার মধ্যে কিছু খটকার সৃষ্টি হইয়াছে। অতএব, আপনি এই ব্যাপারে আমাকে কোন হাদীস শুনান, হয়তোবা আল্লাহ তায়া'লা আমার অন্তরের সন্দেহ দূর করিয়া দিবেন। তখন তিনি বলিলেন, আল্লাহ তায়া'লা যদি তাঁহার সমস্ত আকাশ বাসী ও তাঁহার সমস্ত জমীন বাসীকে শাস্তিদেন, তবে তাঁহার এই শাস্তি দেওয়া জুলুম হইবে না। আর যদি তাহাদের প্রতি দয়া করেন, তবে তাঁহার এই দয়া তাহাদের জন্য তাহাদের আমল হইতে উত্তম হইবে। আর তুমি যদি উহুদ পাহাড়ের সমান স্বর্ণ আল্লাহর পথে ব্যয় কর, আল্লাহ তায়া'লা ইহা কবুল করিবেন না, যতক্ষণ না তুমি তাক্বদীরের উপর ঈমান (বিশ্বাস) আন। আর জানো যে তোমার উপর যাহা ঘটিয়াছে, তাহা কোন অবস্থাতেই না ঘটিবার নহে। আর যাহা তোমার উপর আপতিত হয় নাই, তাহা কোন ভাবেই তোমার উপর আপতিত হইবার ছিলনা। এই বিশ্বাস ছাড়া যদি তোমার মৃত্যু হয়, তবে তুমি অবশ্যই আগুনে (দুযখে) প্রবেশ করিবে। বর্ণনাকারী বলেন: অতঃপর আমি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের (রাঃ) কাছে গেলাম। তিনিও একই ভাবে বলিলেন। অতঃপর হুযাইফা (রাঃ) ইবনে এমানের কাছে গেলাম, তিনিও একই ভাবে বলিলেন। অতঃপর যায়দ ইবনে ছাবিত (রাঃ) এর কাছে আসিলাম তিনিও একই ভাবে নবী (সঃ) এর কাছ হইতে বর্ণনা করিলেন। (মুসনদে আহমদ, আবু দাউদ ও ইবনে মা'জাহ) সূরা শু'রা এর ১২ নং আয়াতে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন:

لَه مَقَالِيدُ السموٰاتِ وَالْاَرْضِ يَبْسُطُ الرِزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِر-

www.pathagar.com

অর্থঃ 'আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীর চাবি তাঁহারই হাতে, তিনি যাহার ইচ্ছা রিজেক বাড়াইয়া দেন, আবার যাহার ইচ্ছা কমাইয়া দেন।'

اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ - (সূরাঃ রা'দ-২৬)

অর্থঃ 'আল্লাহ্ তায়া'লা যাহার ইচ্ছা রিজেক বাড়াইয়া দেন, আবার যাহার ইচ্ছা কমাইয়া দেন'।

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ (সূরাঃ আন্আম-১৫১)

অর্থঃ 'অভাবের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানাদিকে হত্যা করিও না। আমি তোমাদের রিজেক দান করিয়া থাকি, আর তাহাদেরও'। এই ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে অসংখ্য দলীল বিদ্যমান। তবে ভাগ্য দুই প্রকার।

(১) مُبْرَمْ (অপরিবর্তনীয় ভাগ্য)।
(২) مُعَلَّقْ (পরিবর্তনশীল ভাগ্য)।

অপরিবর্তনশীল ভাগ্য, কোন অবস্থাতেই বদলানো হয় না। আর পরিবর্তনশীল ভাগ্য দান খয়রাত বা দুয়া-দরূদ ইত্যাদির কারণে বদলাইতে পারে। এই ব্যাপারে জ্ঞান আল্লাহ তায়া'লা ব্যতীত আর কাহারও নাই। বিপদ আপদের সময় মূমিন বান্দাহর দান-দক্ষিণা বা দুয়া দরূদের ফল বৃথা যায়না। পৃথিবীতে কোন ভাবে ইহার ফল না পাইলেও আখেরাতে ইহার ফল পাইবে।

(৬) পরকালের উপর ঈমান আনা। وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ

يُوْقِنُوْنَ (সূরাঃ বাকারা-০৪) আর তাহারা (মুত্তাকীরা) আখেরাতের উপর ঈমান আনে। মানুষ মরিয়া গেলে তাহার পরকাল আরম্ভ হইয়া যায়। এমন এক সময় আসিবে যখন সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়া'লার নির্দেশে সমস্ত সৃষ্টি জগত ধ্বংশ হইয়া যাইবে। যখন ক্বিয়ামতের ঘটনা ঘটিবে। যাহার বাস্তবতায় কোন সন্দেহ

www.pathagar.com

নাই। (সূরাঃ ওয়াকেয়া-০১, ০২) আবার এক সময় আসিবে যখন আল্লাহ পাকের নির্দেশে সমস্ত মানুষ ও প্রাণীকূল জীবিত হইয়া হাশরের মাঠের দিকে যাইবে সেই দিনকে বলে يَوْمَ الْقِيَامَةِ (কিয়ামতের দিন) وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰى اَشَدِّ الْعَذَابِ (সূরাঃ বাকারা-৮৫) অর্থ 'যাহারা কুরআনের কিছু অংশ বিশ্বাস করে আর কিছু অংশ অস্বীকার করে, কিয়ামতের দিন তাহা দিগকে কঠিনতম আযাবের দিকে প্রত্যাবর্তিত করা হইবে।'

আখেরাতের প্রথম মন্‌জিল হইল কবরের জীবন বা আ'লমে বরযখ। কবরের জীবনে ৩টি প্রশ্নের উত্তর যে দিতে পারিবে সে কিয়ামত পর্যন্ত গভীর নিদ্রায় বিভোর থাকিবে। আর যে উত্তর দিতে পারিবে না তাহার উপর কঠিন শাস্তি আরম্ভ হইয়া যাইবে।

শেষ নবী (সঃ) এর আদর্শের উপর থাকিয়া ঈমানের সহিত যাহাদের মৃত্যু হইবে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহাদিগকে হাওযে কাওছারের পানি কিয়ামতের দিন পান করিতে দিবেন। তাহাদিগকে পিপাসা কখনও স্পর্শ করিতে পারিবে না। পাপী-তাপী ও বেঈমানেরা হাশরের ময়দানে ভীষণতম গরমের মধ্যে পুড়িতে থাকিবে। এই দিন ৫০ হাজার বছর লম্বা হইবে। আল্লাহ তায়া'লার প্রিয় ৭ (সাত) দল মানুষ তাঁহারই খাস মেহমান হিসাবে আরশের ছায়ায় স্থান পাইবে। অবশেষে বিশ্ব নবী মুহাম্মদ (সঃ) এর সুপারিশে বিচার আরম্ভ হইবে। প্রাণীকূলের মধ্যে জালিম মজলুমের বিচার সংক্ষেপে শেষ হইয়া যাইবে। অতঃপর তারা মৃত্যু বরণ করতঃ মাটিতে পরিণত হইয়া যাইবে। ইহা দেখিয়া কাফির মুশরিকরা বলিতে থাকিবে يٰلَيْتَنِى كُنْتُ تُرَابًا অর্থঃ 'হায় আক্ষেপ আমি যদি মাটি হইয়া যাইতাম।' (সূরাঃ নাবা) শেষ আয়াত।

বেহেশতীদের ডান হাতে আমল নামা দেওয়া হইবে। আর দুযখীদের বাম হাতে। অতঃপর মাহাপরাক্রমশালী বাদশাহ প্রত্যেক ব্যক্তিকে বলিবেন:

www.pathagar.com

(সূরাঃ ইস্‌রা-১৪) اِقْرَأْ كِتٰبَكَ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا -

'পড় তোমার কিতাব। আজিকার দিন তোমার হিসাবের জন্য তোমার কিতাবই যথেষ্ট।' সূরাঃ (اَلْحَاقَّةُ) আল- হা'ক্কাহ এর ১৮নং আয়াত হইতে ৩২ নং আয়াতের অর্থ নীচে প্রদত্ত হইল।

(১৮) 'যে দিন তোমাদিগকে উপস্থিত করা হইবে, তোমাদের কোন আমলই গোপন থাকিবে না'।

(১৯) 'অতঃপর যার আমল নামা ডান হাতে দেওয়া হইবে, সে বলিবে নাও, তোমরা আমার কিতাব পড়িয়া দেখ'।

(২০) 'আমি জানিতাম যে আমাকে হিসাবের সম্মুখীন হইতে হইবে'।

(২১) 'অতঃপর সে সুখের জীবন যাপন করিবে'।

(২২) 'সুউচ্চ জান্নাতে'।

(২৩) 'তাহার ফল সমূহ অবনমিত থাকিবে'।

(২৪) (বলা হইবে) 'বিগত দিনে তোমরা যাহা প্রেরণ করিয়াছিলে, তাহার প্রতিদান স্বরূপ তোমরা তৃপ্তি সহকারে খাও আর পান কর।'

(২৫) 'আর যার আমল নামা তার বাম হাতে দেওয়া হইবে, সে বলিবে, হায় আমার আমল নামা যদি আমার হাতে দেওয়া না হইত।'

(২৬) 'আমি যদি আমার হিসাব না জানিতাম'।

(২৭) 'হায়, আমি যদি মরিয়া যাইতাম'।

(২৮) 'আমার ধন-সম্পদ আমার কোন কাজে আসিল না'।

(২৯) 'আমার ক্ষমতা বরবাদ হইয়া গেল'।

www.pathagar.com

(৩০) (ফিরিশতা দিগকে বলা হইবেঃ) 'ধর, ইহাকে গলায় বেড়ী পরাইয়া দাও'।

(৩১) 'অতঃপর জাহান্নামে নিক্ষেপ কর'।

(৩২) 'অতঃপর তাহাকে ৭০ (সত্তর) গজ লম্বা শিকলে শৃঙ্খলিত কর'।

নেকী ও বদী ওজন করা হইবে। যাহার নেকীর পাল্লা ভারী হইবে, সে সুখের জীবন যাপন করিবে। (সূরা আল ক্বারিয়া- ০৬,০৭) আর যাহার (নেকীর) পাল্লা হালকা হইবে, তাহার ঠিকানা হাবিয়া (দুযখ)। (সূরা আল ক্বারিয়া- ০৮,০৯) অতঃপর পুলসিরাতের উপর দিয়া নেককারগণ জান্নাতে চলিয়া যাইবে। আর বদকারগণ দোযখে পড়িয়া যাইবে। আখেরাত সম্বন্ধে কুরআন ও হাদীছে অনেক কথা আসিয়াছে ঐসবের উপর ঈমান আনিতে হইবে।

বেহেশতের বর্ণনা

...فَرِيْقٌ فِى الْجَنَّةِ وَ فَرِيْقٌ فِى السَّعِيْرِ. (সূরাঃ আশ্ শু'রা-০৭)

অর্থঃ এক দল লোক জান্নাতে যাইবে আর এক দল জহান্নামে।

..فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ.

(সূরা আলে ইমরান-১৮৫) অর্থঃ যাহাকে দুযখ হইতে দূরে রাখা হইবে, আর জান্নাতে প্রবেশ করানো হইবে। সেই ব্যক্তিই সফল কাম হইবে।

لَهُمْ مَّا يَشَاءُوْنَ فِيْهَا وَلَدَيْنَا مَزِيْدٌ. (সূরাঃ ক্বাফ-৩৫)

অর্থঃ 'জান্নাত বাসীরা সেখানে যাহা কিছু চাইবে, সবই পাইবে, আর আমার কাছে চাওয়ার বাহিরে অনেক কিছু পাইবে।'

www.pathagar.com

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ تَعَالَى اَعْدَدْتُ لِعِبَادِىَ الصَّالِحِيْنَ مَالاَ عَيْنٌ رَاَتْ وَلاَ اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ- (بخارى – مسلم)

অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন: 'রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন: আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করিয়াছেন: আমি আমার অনুগত বান্দাদের জন্য (জান্নাতে) এমন সব আরামের সামগ্রী তৈরী করিয়া রাখিয়াছি, যাহা কোন চোখ দেখে নাই, যাহা কোন কান শুনে নাই, কোন মানুষের চিন্তায়ও আসে নাই'। (বুখারী ও মুসলিম)।

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: مَوْضِعُ سَوْطٍ فِى الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا- (بخارى و مسلم)

অর্থঃ বেহেশ্‌তে একটি ছড়ি রাখার পরিমাণ স্থান ও সমস্ত দুনিয়া ও তাহার সমস্ত সম্পদরাজি হইতেও উত্তম (বুখারী ও মুসলিম)

عَنْ اَنَسٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: لَوْاَنَّ امْرَاَةً مِّنْ نِّسَاءِ اَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ اِلَى الْاَرْضِ لَاَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلَاَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيْحًا وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَاْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا- (رواه البخارى)

অর্থঃ হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত: রাসুলুল্লাহ (সঃ) ফরমাইয়াছেন; জান্নাতি কোন মহিলা যদি পৃথিবীর দিকে উঁকি মারিত, তবে জান্নাত ও পৃথিবীর মধ্যভাগ তাহার চেহারার আলোতে আলোকিত হইয়া যাইত, আর তাহার চেহারার খুশবুতে অনন্ত শূণ্যমার্গ ভরিয়া যাইত, আর তাহার মাথার রোমাল সমস্ত দুনিয়া ও দুনিয়ার সমস্ত ধন-সম্পদ হইতেও মূল্যবান ও উত্তম। (বুখারী শরীফ)

www.pathagar.com

عَنْ اَنَسٍ رضـ : عَنِ النَّبِيِّ صَلى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ : قَالَ : يُعْطَى الْمُؤْمِنُ فِى الْجَنَّةِ قُوَّةَ كَذَا وَكَذَا مِنَ الْجِمَاعِ قِيلَ يَارَسولَ اللهِ اَوَ يُطِيقُ ذَالِكَ قَالَ يُعطَى قُوَّةَ مِائَةٍ (رواه الترمذى)

অর্থঃ 'হযরত আনছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত: নবী (সঃ) ফরমাইয়াছেন; জান্নাতে মুমিন দিগকে (স্ত্রী-সহবাসের) এত এত ক্ষমতা দেওয়া হইবে। প্রশ্ন করা হইল, ওহে আল্লাহর রাসূল (সঃ) এত শক্তির কি অধিকারী হইবে? রাসুল (সঃ) বলিলেন একশত গুণ বেশী শক্তি দেওয়া হইবে।' ইহার অর্থ এই হইতে পারে যে, একজনকে একশত জনের শক্তি দেওয়া হইবে। আর এই অর্থও হইতে পারে যে, যতবার ইচ্ছা মিলিতে পারিবে। শেষোক্ত অর্থই পবিত্র কুরআনের সহিত সামঞ্জস্যশীল। দয়াময় আল্লাহ তায়া'লা কুরআন কারীমে ইরশাদ ফরমাইয়াছেন:

لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا---------- وَلَدَيْنَا مَزِيد- (সূরাঃ ক্বাফ-৩৫)

অর্থঃ 'জান্নাতিগণ সেখানে যাহা চাহিবে তাহাই পাইবে, আর আমার কাছে রয়েছে আরও অধিক।'

কুরআনে পাকে বহু আয়াতে ও রাসূল (সঃ) বহু হাদীছে বেহেশত সম্বন্ধে অনেক বর্ণনা পেশ করিয়াছেন। মোট কথা দয়াময় আল্লাহ, তাঁহার অনুগত বান্দাদের জন্য অকল্পনীয় নিয়ামত সমূহ তৈরী করিয়া রাখিয়াছেন। ইহার উপর ঈমান (বিশ্বাস) স্থাপন করিতে হইবে। আরও বিশ্বাস করিতে হইবে যে, দয়াময় আল্লাহর দয়া ব্যতীত কেউ জান্নাতে যাইতে পারিবে না।

দুযখের বর্ণনা

وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عذاب مهين- (সূরাঃ নিসা-১৪)

www.pathagar.com

অর্থঃ 'আর যে কেহ আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের (সঃ) (আইন) অমান্য করিবে, আর তাঁহার (শরীয়তের) সীমা লঙ্ঘন করিবে, তাহাকে (আল্লাহ-তায়া'লা) আগুনের (জাহান্নামের) মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিবেন। সে চিরকাল সেখানে থাকিবে, আর তাহার জন্য অসম্মান জনক শাস্তির ব্যবস্থা থাকিবে।'

نَارُ اللهِ الْمُوْقَدَةُ الَّتِىْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْئِدَةِ (সূরাঃ হুমাযাহ-০৭)

অর্থঃ 'আল্লাহর প্রজ্জলিত আগুন (দুযখ) যাহা হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছিয়া যাইবে।'

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعُوْنَ اَلْفَ زِمَامٍ مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَكٍ يَجُرُّوْنَهَا (رواه مسلم)

অর্থঃ 'হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিতঃ তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেনঃ সেই দিন (ক্বিয়ামতের দিন) জাহান্নামকে ৭০ হাজার লাগাম লাগাইয়া এমন অবস্থায় উপস্থিত করা হইবে যে প্রত্যেকটি লাগামে ৭০ হাজার ফিরিশতা টানিয়া ধরিয়া রাখিবে। (মুসলিম শরীফ)

عَنْ اَنَسٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يُؤْتَى بِاَنْعَمِ اَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ اَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَيُصْبَغُ فِى النَّارِ صَبْغَةً ثُمَّ يُقَالُ يَا ابْنَ اٰدَمَ هَلْ رَاَيْتَ خَيْرًا قَطُّ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيْمٌ قَطُّ فَيَقُوْلُ لَا وَاللهِ يَا رَبِّ وَيُؤْتَى بِاَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِى الدُّنْيَا مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِى الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ يَا ابْنَ اٰدَمَ هَلْ رَاَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ وَهَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ فَيَقُوْلُ لَا وَاللهِ يَا رَبِّ مَا مَرَّ بِىْ بُؤْسٌ قَطُّ وَلَا رَاَيْتُ شِدَّةً قَطُّ (رواه مسلم)

অর্থঃ হযরত আনছ (রাঃ) হইতে বর্ণিতঃ রাসুলুল্লাহ (সঃ) ফরমাইয়াছেন; ক্বিয়ামতের দিন একজন জাহান্নামী ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হইবে, যে দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বেশী সুখী ছিল। অতঃপর

www.pathagar.com

তাহাকে জাহান্নামের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গে উঠানো হইবে। অতঃপর বলা হইবে, ওহে আদম সন্তান! তুমি কি (জীবনে) কোন কল্যাণের সহিত সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছ? তুমি কি কখনও কোন নিয়ামত লাভ করিয়াছিলে? তখন সেই ব্যক্তি বলিবে, ওহে আল্লাহ! তোমার শপথ, আমি জীবনে কখনও কোন সুখের মুখ দেখিনাই। অতঃপর, এমন এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হইবে, যে জান্নাতি, কিন্তু পৃথিবীতে সে সবচেয়ে বেশী দূরবস্থার মধ্যে ছিল। তখন তাহাকে (আল্লাহ তায়া'লা) বলিবেন, ওহে আদম সন্তান! তুমি কি জীবনে কখনও কষ্টের ও অভাব-অনটনের সম্মুখীন হইয়াছ? তখন সে বলিবে ওহে রব, আমি কখনও অভাব-অনটন বা কষ্টের সম্মুখীন হইনাই। (মুসলিম শরীফ)

এই হাদীসের সার শিক্ষা হইল: দুনিয়ার সীমাহীন সুখ-শান্তি ও সম্পদ জান্নাতের এক সেকেন্ডের আরাম আয়াসের মুকাবিলায় কিছুই নহে। তদ্রূপ দুযখের মুহূর্তের কষ্টের মুকাবিলায়, সারা দুনিয়ার কষ্ট কিছুই নহে।

عَنِ ابنِ عباسٍ اَنَّ رسولَ اللهِ صَلى اللهُ عليهِ وسلمَ قَرَأَ هٰذِهِ الْاٰيةَ وَاتَّقُوْا اَللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوْتُنَّ اِلاَّ وَاَنتمْ مُّسْلِمُوْنَ- قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ اَنَّ قَطْرَةً مِّنَ الزَّقُّوْمِ قُطِرَتْ فِى دَارِ الدُّنْيا لاَ فْسَدَتْ عَلىٰ اَهْلِ الْاَرْضِ مَعَايِشَهُمْ فَكَيفَ بِمَنْ يَّكُوْنُ طَعَامَه- (الترمذى)

অর্থঃ হযরত ইবে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত: 'রাসুলুল্লাহ (সঃ) সূরাঃ আ'লে ইমরানের ১০২ নং আয়াত পড়িলেন। যাহার অর্থ এই- (ওহে ঈমানদার গণ) আল্লাহকে ভয় কর, যেমন তাহাকে ভয় করা উচিৎ; আর আল্লাহর পূর্ণ অনুগত না হইয়া কখনও মৃত্যু বরণ করিয়ও না। অর্থাৎ সদা-সর্বদা, সর্বাবস্থায়, সর্ব-ব্যাপারে, মহা পরাক্রমশালী সর্বশক্তিমান, দয়াময় অতুলনীয় দাতা, আল্লাহ তায়া'লার সমস্ত আদেশ-নিষেধ মানিয়া চলিও। কারণ কখন, কোন

www.pathagar.com

অবস্থায় তোমার প্রাণ বায়ূ চলিয়া গিয়া ভব-লীলা সাংগ করিয়া দিবে, তাহা তুমি মোটেই জান না। অতঃপর রাসুলুল্লাহ (সঃ) ফরমাইলেন, জাহান্নামীদের খাদ্য 'জক্কুমের' সামান্যতম অংশও যদি পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত হইত, তবে সমস্ত পৃথিবীবাসীর জীবন-জীবিকা লন্ডভন্ড ও বিনষ্ট হইয়া য়াইত। অতএব, যাহাদের খাদ্য এই গুলি হইবে, তাহাদের অবস্থা কেমন হইবে? (তিমিযি শরীফ)

عَنْ اَبِى اُمَامَةَ رضـ عَنِ النبي صَلى اللهُ عليهِ وَسَلمَ : فِىْ قَوْلِه
يُسقى مِنْ مَاء صَدِيْد يَتَجَرَّعُه قَال يَقْرَبَ اِلىْ فِيْه فَيَكْرَهَه فَاذا اَدْنَى
مِنْهَ شَوَى وَجْهَه وَوَقَعَتْ فَرْوَةُ رَأْسِهِ فَاذا شَرِبَهُ قَطَعَ اِمْعَاءَه حَتى
يَخْرَجَ مِن دُبرِه يَقوْلُ اللهَ تَعَالىْ وَسَقوْا مَاءً حَمِيْمًا فَقَطَعَ اَمْعَاءَهُمْ
وَيَقوْلُ وَاِنْ يَسْتَغِيْثوْا يَغَاثوْا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِى الوَجوْه-بِئسَ
الشَّرَابُ- (رواه الترمذى)

অর্থঃ হযরত আবু উমামাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত: নবী (সঃ) দুযখীদের শাস্তির ব্যাপারে উপরোল্লিখিত কুরআন পাকের আয়াত সমূহ সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন: দুযখীগণ তাহাদের শরীরস্থ ব্রণ, ফোঁড়া ইত্যাদি হইতে নির্গত দুর্গন্ধময় পূঁয, দূষিত রক্ত ও পানি পান করিতে থাকিবে। নবী (সঃ) বলিলেন, এই গুলি মুখের কাছে নিতে অপছন্দ করিবে, যখন মুখের কাছে নিবে, তখন তাহাদের চেহারা গুলি সিদ্ধ হইয়া যাইবে এবং মথার খুলি পর্যন্ত খসিয়া যাইবে। যখন তাহারা পান করিবে, তখন তাহার নাড়ী-ভূড়ী টুকরা-টুকরা হইয়া যাইবে। এমনকি ঐগুলি পিছনের রাস্তাদিয়া বাহির হইয়া যাইবে। আল্লাহ তায়া'লা কুরআনে কারীমে ফরমাইয়াছেন: তাহাদিগকে এমন গরম পানি পান করানো হইবে যে তাহাদের নাড়ী-ভূড়ী টুকরা-টুকরা হইয়া যাইবে। আরও ইরশাদ করিতেছেন যে, যখন তাহারা পানি চাহিবে তখন এমন পানি দেওয়া হইবে, যাহা পুঁজের মত হইবে, আর এত ভীষণ গরম হইবে যে, মুখমন্ডল দগ্ধ হইয়া যাইবে। কত খারাপ পানীয়। (তিরমিজী শরীফ)।

www.pathagar.com

প্রিয় পাঠক! একবার ভাবিয়া দেখুন, যাহারা মহাপরাক্রমশালী বাদশাহ, সর্বশক্তিমান আল্লাহ জাল্লা জালালুহুর আদেশ নিষেধ ও হালাল-হারামকে অবজ্ঞা ও অমান্য করিয়া এই ধরাধামে ইহুদী-খৃষ্টানদের অনুসরণ করিয়া চলে ও নিজের আমল বরবাদ করে, ইহাদের উচিৎ শাস্তির জন্য তিনি কেমন জাহান্নামের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন, জানিয়া রাখুন, এই অকল্পনীয় জেলখানার উপর ঈমান অবশ্যই রাখিতে হইবে। পবিত্র কুরআন ও হাদীছ শরীফে এই ব্যাপারে বেশুমার বর্ণনা মওজুদ আছে।

(৭) দয়াময় আল্লাহ তায়া'লার সাথে সর্বাধিক মহব্বত রাখা ঈমানের অঙ্গ।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللهِ اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللهِ – وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ – وَلَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ – اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا وَّاَنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ- (সূরাঃ বাকারা-১৬৫)

অর্থঃ 'আর এমন ও লোক আছে। যাহারা অন্যান্যকে আল্লাহ তায়া'লার সমকক্ষ সাব্যস্ত করে এবং তাহাদের প্রতি তেমনি ভালবাসা পোষণ করে, যেমন ভালবাসা আল্লাহ তায়া'লার প্রতি পোষণ করে। কিন্তু মুমিনগণ আল্লাহ তায়া'লাকে সর্বাধিক ভালবাসিয়া থাকে। আর এই জালিমরা যদি ঐ শাস্তি (পৃথিবীতে) দেখিত, যাহা ক্বিয়ামতের দিন দেখিতে পাইবে। তাহা হইলে তাহারা বুঝিতে পারিত যে, সমস্ত শক্তির মালিক একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাবারাকাও তায়া'লা।'

প্রিয় ঈমানদারগণ! মাথা হইতে পা পর্যন্ত, আকাশ হইতে পাতাল পর্যন্ত যেখানে যত নিয়ামত বা ভোগের দ্রব্য আছে, সবই একমাত্র আল্লাহর দান। ইহকালীন সুখ-শান্তি, পরকালীন চিরকল্যাণ, সবই একমাত্র আল্লাহ তায়া'লার হাতে। তিনিই আমাদের সব কিছু। আমরা তাঁহারই দাসানুদাস। সর্বাবস্থায়, সর্বব্যাপারে তাঁহারই

www.pathagar.com

মুখাপেক্ষী। অতএব, তাঁহাকে সর্বাপেক্ষা ভালবাসা ঈমানের অন্যতম বৃহত্তম অঙ্গ।

(৮) মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর সাথে সমস্ত মাখলুকের চেয়ে বেশী মহব্বত রাখা।

রাব্বুল আ'লামীন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

قل ان كان ابائكم وابناءكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال ن اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومسكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فتربصوا حتى يأتى الله بامره والله لا يهدى القوم الفسقين- (সূরাঃ তাওবা-২৪)

অর্থঃ 'বলুন হে রাসুল (সঃ): যদি তোমাদের পিতা-মাতা, তোমাদের ছেলে-মেয়ে, তোমাদের ভাই-বোন, তোমাদের স্বামী-স্ত্রী, তোমাদের গুষ্টি-বিরাদর, তোমাদের অর্জিত মাল-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, যাহাতে ক্ষতি দেওয়া অপছন্দকর, তোমাদের পছন্দনীয় বাসস্থান সমূহ, আল্লাহ ও তাঁহার রাসুল ও তাঁহার দ্বীনের পথে সংগ্রাম হইতে বেশী পছন্দনীয় হয়, তাহা হইলে তোমরা অপেক্ষা কর যতক্ষণ না আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে তাঁহার নির্ধারিত ফয়সালা নিয়া আসেন। আর আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে হেদায়ত করেন না।'

সুপ্রিয় মুসলিম, একটু গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখুন, দুনিয়ার সমস্ত ভালবাসার বস্তু ও ব্যক্তি হইতে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল (সঃ) কে বেশী ভালবাসিতে হইবে। অর্থাৎ তাঁহার দ্বীন, শরীয়ত ও আদর্শ কে বেশী ভালবাসা ঈমানের এক বিরাট অঙ্গ। নবী (সঃ) ইরশাদ ফরমাইয়াছেন: قال : عن انس رضى الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احد كم حتى اكون احب اليه من والده و ولده والناس اجمعين – (বুখারী শরীফ)। অর্থঃ হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত: রাসূল (সঃ) বলিয়াছেন

www.pathagar.com

'তোমাদের কেহ মুমিন হইতে পারিবে না, যতক্ষণ না সে আমাকে তাহার পিতা-পুত্র এবং সমস্ত মানুষ হইতে বেশী ভালবাসিবে।' (বুখারী মুসলিম)

(৯) একমাত্র আল্লাহ তায়া'লার ওয়াস্তে কাহারও সাথে ভালোবাসা ও শত্রুতা রাখা। عن ابى ذر رضـ قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتدرون اى الاعمال احب الى الله تعالى قال قائل الصلواة والزكواة وقال قائل الجهاد- قال النبى صلى الله عليه وسلم : ان احب الاعمال الى الله تعالى الحب فى الله والبغض فى الله – (مسند احمد وابوداود) অর্থঃ আবুজর (রাঃ) হইতে বর্ণিত: তিনি বলেন: 'একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের নিকট বাহির হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি জান? আল্লাহ তায়া'লার কাছে কোন্ আমলটি সবচেয়ে প্রিয়। কেহ বলিলেন, নামাজ ও যাকাত, আবার কেহ বলিলেন জিহাদ, নবী (সঃ) বলিলেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কাহাকেও ভালোবাসা, আবার আল্লাহকে খুশী করার উদ্দেশ্যেই কাহারো সাথে শত্রুতা রাখা। (মুসনদে আহমদ, আবু দাউদ শরীফ)

عن ابن عباس رضـ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بى ذر يا ابا ذر اى عرى الايمان اوثق قال : الله ورسوله اعلم قال: الموالاة فى الله والحب فى الله والبغض فى الله- (رواه البيهقى فى شعب الايمان)

অর্থঃ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত: রাসুল (সঃ) (একদিন) আবুজর (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করিলেন, ওহে আবুজর ঈমানের সবচেয়ে মজবুত বন্ধন কোনটি? তিনি বলিলেন আল্লাহ ও তঁহার রাসূল (সঃ) এই ব্যাপারে বেশী জানেন। তখন রাসূল (সঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়া'লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই কাহারো সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখা, আল্লাহর জন্যই কাহারো সাথে শত্রুতা রাখা (ঘৃণা করা)। খারাপ সম্পর্ক রাখা (বয়হকী-শুয়বুল ঈমান) মুমিনের সব কার্যকলাপই মহান আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টিকে কেন্দ্র করিয়াই আবর্তিত হইতে হইবে। ইহা ঈমানের একটি সুদৃঢ় শাখা।

www.pathagar.com

(১০) দানশীলতা (সাখাওত)

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ (সূরাঃ আ'লে ইমরান-১৩৪)

অর্থ ঃ (ঈমানদার গণ) সচ্ছলতায় ও অভাবের সময় (ভাল কাজে) দান খয়রাত করে। পবিত্র কুরআনে আরও ইরশাদ হইয়াছে :

هَاأَنْتُمْ هَاؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوْا فِى سَبِيْلِ اللهِ ج فَمِنْكُمْ مَّنْ يَّبْخَلُ ج وَمَنْ يَّبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَّفْسِهٖ – والله الغنى وانتم الفقراء- (সূরা ঃ মুহাম্মদ-৩৮)

অর্থঃ 'শুন, তোমরাই তো সেইলোক, যাহাদেরকে আল্লাহর পথে ব্যয় করার জন্য আহ্বান জানানো যাইতেছে, অতঃপর তোমাদের কেহ কেহ কৃপণতা করিতেছে। তাহারা নিজেদের প্রতি কৃপণতা করিতেছে, আল্লাহ তায়া'লাই অভাব মুক্ত এবং তোমরা অভাব গ্রস্ত। সূরা 'হাশর' এর শেষাংশে ইরশাদ হইয়াছে :

..وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ – (সূরা হাশর : ৯)

অর্থ ঃ 'আর যাহারা মনের কার্পণ্য হইতে মুক্ত তাহারাই সফল কাম।'

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلسَّخِىُّ قَرِيْبٌ مِّنَ اللهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْجَنَّةِ قَرِيْبٌ مِّنَ النَّاسِ بَعِيْدٌ مِّنَ النَّارِ وَالْبَخِيْلُ بَعِيْدٌ مِّنَ اللهِ بَعِيْدٌ مِّنَ النَّاسِ وَقَرِيْبٌ مِّنَ النَّارِ- وَلَجَاهِلٌ سَخِىٌّ اَحَبُّ اِلَى اللهِ مِنْ عَابِدٍ بَخِيْلٍ- (তিরমিজি)

অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত : রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: 'দানশীল ব্যাক্তি আল্লাহর নিকটে, জান্নাতের নিকটে, মানুষের নিকটে, (প্রিয়) জাহান্নাম হইতে দূরে। আর কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ হইতে দূরে, মানুষ হইতে দূরে, আর জাহান্নামের নিকটে। আর মূর্খ দানশীল আল্লাহর কাছে কৃপণ দরবেশ হইতে বেশী প্রিয়।'

দানশীলতা দয়াময় আল্লাহ তায়া'লার কাছে অতি প্রিয় আমল। মুমিনের একটি বৈশিষ্ট।

www.pathagar.com

(১১) ভাল কাজ করিতে পারিলে খুশী হওয়া ও মন্দ কাজ করিলে অনুতপ্ত হওয়া।

ইমাম আবু দাউদ (রঃ) তাঁহার বিশ্ব বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থে হযরত উমর (রাঃ) এর মাধ্যমে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেনঃ যে কেহ তাহার ভাল আমলের উপর খুশি হয় এবং তাহার দ্বারা কোন গুণাহের কার্য সংঘটিত হইলে অনুতপ্ত হয়, সে একজন ঈমানদার। ইহা দ্বারা বুঝা গেল যে, মনের এই অবস্থা ঈমানেরই লক্ষণ। আতএব, ইহা ঈমানের একটি উল্লেখ যোগ্য শাখা।

(১২) ধার্মিক লোকদের সহিত বন্ধুত্ব।

عَنْ مُعَاذِبْنِ جَبَلٍ رَضِ : قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ قَالَ اللهُ تَعَالٰى : وَجَبَتْ مَحَبَّتِىْ لِلْمُتَحَابِّيْنَ فِىَّ وَالْمُتَجَالِسِيْنَ فِىَّ وَالْمُتَزَاوِرِيْنَ فِىَّ وَالْمُتَبَاذِلِيْنَ فِىَّ (رَوَاه مَالك وَفِى رِوَايَةِ التِّرْمِيْذِى : قَالَ يَقُوْلُ اللهُ تَعَالٰى اَلْمُتَحَابُّوْنَ فِىَّ جَلَالِى لَهُمْ مَنَابِرَ مِنْ نُوْرٍ يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّوْنَ وَالشُّهَدَاءُ۔

অর্থঃ হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ) হইতে বর্ণিত : রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেনঃ আল্লাহ তায়া'লা ইরশাদ করিয়াছেনঃ ঐ লোকদের জন্য আমার মুহাব্বত ওয়াজিব হইয়া যায়, যাহারা একে অন্যকে শুধু আমার জন্য ভালবাসে, শুধু আমার মুহব্বতে এক সাথে বসে, আর আমার মহব্বতেই একে অন্যের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে, আর একে অন্যের জন্য ব্যয় করে। (ইমাম মালিক এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন) আর তিরমিজির রেওয়ায়তে আসিয়াছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেনঃ আল্লাহ তায়া'লা ইরশাদ করিয়াছেন, আমার মাহাত্ম্য ও মর্যাদার খাতিরে যে সব মুমিন একে অন্যের সাথে মহব্বত রাখে তাহাদের জন্য (কিয়ামতের দিন) নূরের মিম্বর থাকিবে। নবীগণ ও শহীদগণ ইহার প্রতি লোভ প্রকাশ করিবেন। সুতরাং খাঁটি আল্লাহর জন্য কাহারো সাথে বন্ধুত্ব, ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা।

www.pathagar.com

(১৩) এখলাছ।

(সূরা ঃ বাইয়্যিনা-০৫) ইরশাদ হইয়াছে।

وَمَا اُمِرُوْا اِلاَّ لِيَعْبُدُوْا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ- حُنَفَاءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ-

অর্থ ঃ 'তাহাদিগকে ইহা ব্যতীত কোন নির্দেশ করা হয় নাই যে, তাঁহারা খাঁটি মনে, একনিষ্ঠ ভাবে আল্লাহর এবাদত করিবে, নামায ক্বাইম করিবে এবং যাকাত দিবে। ইহাই সঠিক দ্বীন (ইসলাম)।

قَالَ اللهُ تَعَالٰى : اَلاَ لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ- (সূরা ঃ যমুর- ০৩)

অর্থঃ 'জানিয়া রাখ, এখলাছ ও নিষ্ঠাপূর্ণ এবাদতই আল্লাহর জন্য। অর্থাৎ ইহাই আল্লাহ তায়া'লার কাছে গ্রহণ যোগ্য। পূর্ববর্তী আয়াতে রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে যে, আল্লাহর এবাদত ও আনুগত্যকে তাঁহারই জন্য খাঁটি করুন, যাহাতে প্রদর্শনেচ্ছা, শির্ক ও রিয়ার নাম-গন্ধের লেশমাত্র না থাকে। সূরা বায়্যিনার ৫নং আয়াতে ইরশাদ করা হইয়াছে যে, তাহাদেরকে ইহা ব্যতীত অন্য কোন নির্দেশ করা হয় নাই যে তাহারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ তায়া'লার ইবাদত করিবে। নামাজ কাইম করিবে ও যাকাত দিবে। ইহাই সঠিক জীবন ব্যবস্থা।'

عَنْ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ وَاِنَّمَا لِاِمْرِأٍ مَّا نَوٰى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى دُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ اِلَى مَاهَاجَرَ اِلَيْهِ- (বুখারী শরীফ)

ৎঅর্থঃ হযরত উমর (রাঃ) বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে বলিতে শুনিয়াছি, তিনি বলিয়াছেনঃ আমলের ফল লাভ করা (সঠিক) নিয়তের উপরই নির্ভর করে। আর প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার নিয়ত অনুযায়ীই তাহার কাজের ফলাফল লাভ করিয়া থাকে। অতএব, যে

www.pathagar.com

ব্যক্তির হিজরত আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের দিকে হইবে, তাহার হিজরত আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের দিকেই হইবে। আর যাহার হিজরত কোন পার্থিব উদ্দেশ্যে অথবা কোন মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে হইবে, তাহার দেশত্যাগ দ্বারা সেই উদ্দেশ্যই সফল হইতে পারে। (বুখারী শরীফ)। মোট কথা কোন মুবাহ, ভালকাজ বা এবাদত, একমাত্র ছওয়াবের বা আল্লাহ তায়া'লাকে খুশী করার জন্য করিলে আল্লাহ তায়া'লার কাছে গ্রহণ যোগ্য হইবে। কিন্তু কোন নেক কাজ যেমন- নামাজ, রোজা, দান-খয়রাত ইত্যাদিতে যদি ছওয়াবের সাথে সাথে মানুষের প্রশংসা বা অন্য কোন পার্থিব স্বার্থ ও মনের মধ্যে থাকে, তবে ইহা হইবে এখলাছের পরিপন্থি। এই রূপ আমল দ্বারা ছওয়াব না হইয়া আজাবেরই ব্যবস্থা হইবে বলিয়া কুরআন, হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। ইহা শির্‌ক। অতএব, বিশ্বাস রাখিতে হইবে, এখলাছ্ ঈমানের একটি বিশেষ শাখা।

(১৪) তওবা করা।

কুরআনে হাকীমে আল্লাহ তায়া'লা ইরশাদ করিয়াছেন:

وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ- (সূরাঃ নূর-৩১)

অর্থঃ 'ওহে ঈমানদার গণ! তোমরা সকলে আল্লাহর দিকে তওবা কর, যাহাতে তোমরা সফল কাম হইতে পার। তওবার অর্থ নিজ গুনাহর জন্য অনুতপ্ত হইয়া, বিনীত ভাবে আল্লাহ পাকের দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করা। ভুল সংশোধন করা। আল্লাহর হক, বান্দার হক, যাহাই হউকনা কেন, আদায় করার আপ্রাণ চেষ্টা করা। রাব্বুল আ'লামীন কুরআন মাজীদে আরও ইরশাদ করেন:

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ – (সূরাঃ বাকারা-২২২)

অর্থঃ 'নিশ্চিত আল্লাহ ঐ লোকগুলিকে ভালবাসেন, যাহারা বেশী বেশী তাওবা করে, আর ঐ লোকগুলিকে ভালবাসেন, যাহারা খুব পাক-পবিত্র থাকে। স্বয়ং আল্লাহর রাসূল (সঃ) নিষ্পাপ হওয়া সত্ত্বেও

www.pathagar.com

দৈনিক ৭০/১০০ বার তওবা করিতেন। কুরআন হাকীমে ও হদীস শরীফে তওবার জন্য খুব বেশী উৎসাহিত করা হইয়াছে।'

عَنِ الْاَغَرِّ الْمُزَنِى : قَالَ قَالَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ : يَاَيُّهَا النَاسُ تُوبُوْا اِلَى اللهِ فَاِنِّىْ اَتُوْبُ اِلَيهِ فِى الْيَوْمِ مِئَةَ مَرَّةٍ- (رواه مسلم)

অর্থঃ হযরত আগর্‌রিল মুজনী (রাঃ) হইতে বর্ণিতঃ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেনঃ তোমরা আল্লাহর দিকে তওবা কর। কেননা আমি তাঁহার দিকে দৈনিক ১০০ বার তওবা করি। (মুসলিম)

রাব্বুল আ'লামীন পবিত্র কুরআনে কারীমে আরও ইরশাদ করেন :

اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُوْنَ مِنْ قَرِيبٍ فَاُولٰئِكَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ ـ وَكَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا – وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ج حَتّٰى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّى تُبْتُ الْاٰنَ وَلَاالَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ ط اُولٰئِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا –

অর্থঃ অবশ্যই আল্লাহ তাহাদের তওবা কবুল করিবেন, যাহারা ভূলবশতঃ গুণাহর কাজ করিয়া ফেলিবে, অতঃপর দেরী না করিয়া তওবা করে, ইহারাই হইল সেই সব লোক যাহাদেরকে আল্লাহ মাফ করিয়া দেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞ। আর এমন লোকদের জন্য কোন ক্ষমা নাই, যাহারা মন্দ কাজ করিতেই থাকে, এমনকি যখন তাহাদের কাহারো কাছে মৃত্যু আসিয়া পৌঁছে, তখন বলিতে থাকে, আমি এখন তওবা করিতেছি। আর যাহারা কুফ্‌রী অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে, তাহাদের তওবা কবুল হয়না। আমি তাহাদের জন্য কষ্টদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি। (সূরাঃ নিছা-১৭,১৮)

(১৫) আল্লাহ তায়া'লার ভয় সর্বদা মনের মধ্যে রাখা।

www.pathagar.com

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ-
(সূরাঃ আলে-ইমরান-১০২)

অর্থঃ ওহে মুমিন গণ! আল্লাহ কে ভয় কর, যে ভাবে ভয় করা উচিত। আর পূর্ণ মুমিন না হইয়া মৃত্যু বরণ করিও না। রাব্বুল আ'লামীন আরও ইরশাদ করিয়াছেন-

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ- وَاتَّقُوا اللهَ-
اِنَّ اللهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ- (সূরা ঃ হাশর-১৮)

অর্থঃ 'ওহে মুমিন গণ! আল্লাহকে ভয় কর, আর প্রত্যেকের চিন্তা করা উচিৎ, আগামী কালের (পরকালের) জন্য কি পাঠাইয়াছে। আর আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চিত আল্লাহ তোমাদের আমল সম্বন্ধে অবগত আছেন। সূরাঃ আন- নাহালের শেষ আয়াতে আল্লহ পাক ইরশাদ করেনঃ নিঃসন্দেহে আল্লাহ ঐ লোকদের সাথে আছেন, যাহারা আল্লাহ ভীরু ও যাহারা (প্রকৃত) নেককার'। মহান মালিক আরও ইরশাদ করেনঃ

وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا (٢) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
(সূরা ঃ আত্ তালাক) (৩)

অর্থঃ 'আর যে ব্যাক্তি আল্লাহকে ভয় করিবে, তিনি তাহার সমস্যার সমাধান করিয়া দিবেন। আর তাহার ধারণার বাহিরে রিজেক দিবেন।' (সূরা ঃ তালাক-২,৩)

কুরআনে পাকে আল্লাহ তায়া'লা আরও ইরশাদ করিয়াছেনঃ
(সূরাঃ আনআম-১৫) قُلْ اِنِّيْ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ-
অর্থঃ 'হে নবী (সঃ) আপনি বলুন, যদি আমি আমার রবের নাফরমানি করি, তবে ভীষণ দিনের (কিয়ামতের) আজাবের জন্য ভয় করি।'

www.pathagar.com

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قال اَبُوْالْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عليه وَسلمَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا اَعْلَمُ لَبَكَيْتَمْ كَثِيْرًا وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً (رواه البخارى)

অর্থঃ 'আবু হুরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আবুল ক্বাসিম (সঃ) বলিয়াছেনঃ যাঁহার কুদ্রতের হাতে আমার জান, তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি আখেরাত ও মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ সম্বন্ধে যাহা জানি, তাহা তোমরা যদি জানিতে, তবে নিঃসন্দেহে তোমরা বেশী কাঁদিতে আর কম হাঁসিতে।' (বুখারী শরীফ)

عَنْ اُمِّ الْعَلاَءِ الاَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ: قَالَ رَسولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ : وَاللهِ لاَ اَدْرِىْ وَاللهِ لاَادْرِىْ وَاَنَا رَسُولُ اللهِ مَايُفْعَلُ بِىْ وَلاَ بِكُمْ (رواه البخارى)

অর্থঃ 'উম্মুল আ'লা আনছারিয়া (রাঃ) হইতে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রাসূল (সঃ) হইতে বর্ণিত, আল্লাহর শপথ, আমি জানিনা, আল্লাহর শপথ আমি জানিনা, অথচ আমি আল্লাহর রাসূল; আমার সাথে পরকালে কি আচরণ করা হইবে, আর তোমাদের সাথে কি আচরণ করা হইবে।' (বুখারী শরীফ)।

সু-প্রিয় মু'মিন ভাই ও বোনেরা জানিয়া রাখুন, আল্লাহ তায়া'লার ভয় সর্বদা অন্তরে রাখা ঈমানের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ ইহারই মধ্যে নিহিত।

(১৬) আল্লাহ পাকের রহমতের আশা (رِجَاء)

قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللهِ- اِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا- اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ – (সূরা ঃ যুমার-৫৩)

অর্থঃ হে নবী (সঃ) আপনি আমার বন্দাদেরকে বলিয়া দিন, যাহারা (গুনাহের মাধ্যমে) নিজের জানের উপর বাড়া-বাড়ি করিয়া ফেলিয়াছে; তোমরা আল্লাহর দয়া হইতে নিরাশ হইও না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের সমস্ত গুনাহ মাফ করিয়া দিবেন। নিঃ সন্দেহে

www.pathagar.com

তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অসীম দয়াবান। (সূরা ঃ যুমার-৫৩) পরবর্তী আয়াতে ইরশাদ হইয়াছে :

وَاَنِيْبُوْا اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوْا لَهٗ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ- (সূরাঃ যুমার-৫৪)

অর্থঃ 'আর তোমরা তোমাদের রবের (দাসত্তের) দিকে ফিরিয়া আস, আর তাঁহার আযাব আসার পূর্বে তাঁহার অনুগত হইয়া যাও, এর পরে আর তোমাদিগকে সাহায্য করা হইবে না'। কুরআনে হাকীমে আরও ইরশাদ হইয়াছেঃ

اِنَّهٗ لَا يَيْاَسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ- (সূরা ঃ ইউসুফ-৮৭)

অর্থঃ 'কাফির ব্যতীত কেহই আল্লাহর রহমত হইতে নিরাশ হইতে পারে না।' (সূরা ঃ ইউসূফ-৮৭) اَلْاِيْمَانُ بَيْنَ الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ- অর্থঃ মহা পরাক্রমশালী আল্লাহর আযাবের পূর্ণ ভয়-ভীতি ও অসীম দয়ার আশা এই দুই এর মধ্যেই ঈমানের স্থান। এই দুইটিই ঈমানের দুইটি বিরাট শাখা। দয়াময় আল্লাহ আমাদিগকে আমলের তওফিক দান করুন।

(১৭) লজ্জা শীলতা।

اَلْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْاِيْمَانِ – (متفق عليه) অর্থঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন লজ্জা, ঈমানের একটি বড় শাখা। (বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ) লজ্জাহীন বা নিলর্জ্জ মানুষ অনেক মানুষের সম্মুখে ও অশ্লীল কথা বলিতে পারে ও গর্হিত কাজ নির্দ্বিধায় করিতে পারে। লজ্জাশীল মানুষ লজ্জাজনক ও শরমের কাজ অন্য মানুষের সম্মুখে করিতে পারে না। মহান আল্লাহ সদা সর্বদা আমাদিগকে দেখিতেছেন। অতএব, যে ব্যক্তির মধ্যে লজ্জা যত বেশী হইবে সে গুনাহ বা লজ্জাজনক কাজ করিতে ততই বাঁধা গ্রস্থ হইবে। অতএব, লজ্জা মু'মিনের অলংকার। ঈমানের একটি বড় শাখা। দয়াময়

www.pathagar.com

আল্লাহ আমাদিগকে লজ্জাশীল হওয়ার তাওফিক দান করুন। আ'মীন।

(১৮) শুক্‌র (شُكْر) বা কৃতজ্ঞতা

শুক্‌র অর্থঃ উপকার কারীর উপকার স্বীকার করা, প্রশংসা করা, গুণ গাওয়া, উপকার করা, তাহার সাথে ভালো ব্যবহার করা। মন্দ আচরণ না করা, তাহার অসন্তুষ্টি জনক কাজ হইতে বিরত থাকা, তিনি বড় হইলে তাঁহার আদেশ নিষেধ মানিয়া চলা ইত্যাদি। ইহা দুই প্রকার।

১। আল্লাহ তায়া'লার শুক্‌র।

২। বান্দা বা মানুষের শুক্‌র।

আল্লাহ তায়া'লার শুক্‌র আবার দুই প্রকার। ১ম প্রকার শুক্‌র্ হইল যেহেতু আল্লাহ পাকের অসংখ্য অগণিত নিয়ামত দিবা-রাত্রি ২৪ ঘন্টা অহ-রহ আমরা ব্যবহার করিতেছি। অতএব, তাঁহার দাসত্ব, আনুগত্য, শরীয়তের আইন বিধান সর্বাবস্থায় মানিয়া চলিতে হইবে। তাহা রাজনৈতিক, সামাজিক অথবা ব্যক্তিগত পর্যায়েই হউক। ২য় প্রকার শুক্‌র হইল আল্লাহ তায়া'লার সমূহ নিয়ামত বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম বলিয়া সুন্নতী পদ্ধতিতে ব্যবহার করিতে হইবে। অতঃপর তাঁহার প্রশংসা মূলক শব্দ সুবহানাল্লাহ, আল্ হামদুলিল্লাহ ইত্যাদি মুখে ব্যবহার করিতে হইবে। মহান মালিক এরশাদ করেন وَاشْكُرُوْا لِىْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ- (সূরা ঃ বাকারাহ-১৫২) অর্থাৎ আমার দানের শুক্‌র আদায় কর, আর কুফরী করিও না। তিনি অন্যত্র এরশাদ করেন لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيْدَنَّكُمْ- অর্থাৎ শুকর আদায় করিলে নিয়ামত আরও বাড়াইয়া দিব।

২য় প্রকার শুকর বান্দাহ বা অন্য মানুষের শুকর। এই ব্যাপারে বিশ্বনবী (সাঃ) বলেনঃ مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللهَ অর্থাৎ যে

www.pathagar.com

মানুষের শুকরিয়া আদায় করে না, সে আল্লাহর শুকরিয়া ও আদায় করে না।

অত এব, আল্লাহ পাকও মানুষের শুকরিয়া বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ঈমানের বিশেষ ১টি শাখা।

(১৯) 'ছবর صَبْرٌ كَرْنَا মহান আল্লাহ এর্‌শাদ করেন وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اِلَّا بِاللهِ অর্থ ঃ আর ছবর কর, আর আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত তোমার পক্ষে ছবর করা সম্ভব হইবে না।' ছবর ঃ অর্থ ধৈর্য ধারণ করা, কাউকে সাহায্য করা। যে কোন মন্দ কাজ হইতে বাঁচিতে হইলে ধৈর্যের প্রয়োজন হয়। বিপদ- আপদ অসুখ-বিসুখ, অন্য লোকের খারাপ আচরণ ইত্যাদির মোকাবিলায় ধৈর্য ধারণ করা, লাভ জনক ও ছওয়াবের কাজ। আবার যে কোন প্রয়োজনীয় কাজ, এবাদাত-বন্দেগী, পরোপকার প্রভৃতিতে ও কষ্ট সহ্যের প্রয়োজন হয়। সব ধরণের ছবর বা ধৈর্য মুমিনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ইহা ঈমানের ১টি বিরাট শাখা। মহান মালিক পবিত্র কুরআনে এরশাদ করিয়াছেন ঃ اِنَّ اللهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ (সুরা বাকারা আয়াত ১৫৩)

'নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে থাকেন।' পবিত্র কুরআনে আরো এরশাদ হইয়াছে ঃ

وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ الَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالُوْا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ- اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ- (বাক্কারা আয়াত ১৫৫-১৫৭)

অর্থ ঃ 'আর শুসংবাদ দান কর, ঐ ধৈর্যশীলদেরকে, যাহাদের উপর যখনই কোন বিপদ আপতিত হয়, তখনই তাহারা (ধৈর্যধারণ করে), আর বলে, নিঃসন্দেহে আমরা আল্লাহর (গুলাম), আর নিশ্চত আমরা সবাই তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্তন করিব।'

www.pathagar.com

ঐ লোক গুলির উপরই তাহাদের রবের পক্ষ হইতে দান ও অনুগ্রহ নির্ধারিত। আর ঐ লোকগুলিই সৎপথ প্রাপ্ত। রমজান মাসকে প্রিয় নবী (সঃ) বলিয়াছেন ঃ

وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ (মিশকা'আত শরীফ)

অর্থ ঃ রমজান মাস ধৈর্যের মাস। আর ধৈর্যের প্রতিফল জান্নাত।

عَنْ صُهَيْبٍ رض قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ اِنَّ اَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِاَحَدٍ اِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ اِنْ اَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَاِنْ اَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ (مسلم)

অর্থ ঃ হযরত রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম ফরমাইয়াছেন ঃ মুমিনের ব্যাপার বড়ই আশ্চর্য্য জনক। তাহার প্রত্যেক অবস্থাই তাহার জন্য মঙ্গলজনক। আর মুমিন ব্যতীত অন্য কাহারও জন্য এমন অবস্থা নহে। ভাল অবস্থার সম্মুখীন হইলে মুমিন আল্লাহ তায়া'লার শুকর আদায় করে, ইহা তাহার জন্য লাভ জনক হয়। আর যদি মন্দ অবস্থার সম্মুখীন হয়, তবে ছবর করে, আর ইহাও তাহার জন্য মঙ্গল জনক হয়। (মুসলিম শরীফ)

মোট কথা, শুকর ও ছবর ঈমানের ২টি বিশাল শাখা। কুরআনে হাকীম ও হাদীসে রাসূল (সঃ) ইহার ফজিলত ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনায় ভরপুর। দয়াময় আল্লাহ আমাদিগকে শাকীর ও ছাবিরদের মধ্যে শামিল করুন। (আমীন)

(২০) বৈধ ও ভালো কাজের ওয়াদা' পূর্ণ করা। يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ٥ (সুরাঃ মায়েদা আয়াত- ১) অর্থ ঃ ওহে মু'মিনগণ, অঙ্গিকারাদি পূর্ণ কর। ..... وَبِعَهْدِ اللهِ اَوْفُوْا .... (সুরা আনআম আয়াত ১৫২) আল্লাহর সাথের অঙ্গীকার পূর্ণ কর। وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلاً (আলে- ইমরান আয়াত ৩৪) অর্থ ঃ 'আর

www.pathagar.com

(বৈধ) অঙ্গীকার পূর্ণ কর। নিঃসন্দেহে (শেষ বিচারের দিন) তোমরা অঙ্গীকার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইবে।'

عَنْ اَنَسٍ رض قَالَ قَلَّمَا خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلاَّ قَالَ: لاَ اِيْمَانَ لِمَنْ لاَ اَمَانَةَ لَهُ وَلاَ دِيْنَ لِمَنْ لاَ عَهْدَ لَهُ.

(رَوَاهُ البيهقي فى شعب الايمان)

অর্থ ঃ 'আনাস (রাঃ) বলেন ঃ 'রাসুলুল্লাহ (সাঃ) প্রায়ই আমাদিকে উপদেশ দিতে গিয়া বলিতেন ঃ "যাহার মধ্যে আমানত দারী নাই, তাহার মধ্যে ঈমান নাই, আর যে, অঙ্গীকার রক্ষা করেনা, তাহার কোন দ্বীন নাই।' (বায়হাকী ফি শুয়াবীল ঈমান।) অতএব, অঙ্গীকার রক্ষা করা, আল্লাহ পাকের সাথেই হউক অথবা কোন মানুষের সাথেই হউক। যদি না অঙ্গীকার অবৈধ ব্যাপারে হইয়া থাকে, তবে তাহা পূর্ণ করা, ঈমানের ১টি গুরুত্ব পূর্ণ শাখা। জানা উচিত, আমরা মহান মা'বুদ আল্লাহ তায়া'লার সাথে তাঁহার সকল আদেশ-নিষেধ, আইন-বিধান সর্বযুগে, সর্বাবস্থায় মানিয়া চলিতে ওয়াদাবদ্ধ। অতএব, বৈধ ওয়াদা রক্ষা করা মু'মিনের জন্য অত্যন্ত জরুরী। ইহা আল্লাহর সহিত হউক অথবা মানুষের সহিত হউক।

(২১) "তাওয়াযু" অর্থাৎ বিনয়। রাব্বুল আ'লামীন এরশাদ করিয়াছেন :

وَلاَ تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلاَتَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا - اِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ - (সূরা ঃ লুকমান-১৮)

অর্থঃ 'অহংকার বশত মানুষকে অবজ্ঞা করিওনা এবং পৃথিবীতে গর্বভরে চলাফেরা করিও না, নিঃসন্দেহে আল্লাহ দাম্ভিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না।'

www.pathagar.com

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى: اَلْكِبْرِيَاءُ رِدَاءِىْ وَالْعَظْمَةُ اِزَارِىْ فَمَنْ نَازَعَنِىْ وَاحِدًا مِنْهُمَا اَدْخَلْتُهُ النَّارَ- وَفِىْ رِوَايَةٍ قَذَفْتُهُ فِى النَّارِ- (مسلم)

অর্থঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত: 'রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন: আল্লাহ তায়া'লা বলেন : গৌরব ও অহংকার আমার চাদর, আর বড়ত্ব, বড়াই, গরীমা আমার পোষাক অর্থাৎ এই গুলি আমার জন্যই শোভনীয়, অতএব, যে কেহ এই গুলির কোন একটি নিয়া আমার সাথে টানা-টানি করিবে, আমি তাহাকে আগুনে (জাহান্নামে) ঢুকাইয়া দিব। অন্য বর্ণনায় আসিয়াছে আগুনে ফেলিয়া দিব। (মুসলিম শরীফ)।

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ اللهُ فَهُوَ فِىْ نَفْسِهٖ صَغِيْرٌ وَفِىْ اَعْيُنِ النَّاسِ عَظِيْمٌ (بيهقى)

অর্থঃ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ও সাল্লাম বলিয়াছেন: 'যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য নম্রতা অবলম্বন করিবে, আল্লাহ তাহার মর্যাদা বাড়াইয়া দিবেন, সে নিজের কাছে ছোট ও মানুষের কাছে বড় মনে হইবে। (বয়হকী)। অতএব, কুরআন হাদীস দ্বারা বুঝা গেল অহংকারের বিপরীত বিনয় ও নম্রতা ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। দয়াময় আল্লাহ আমাদিগকে বিনয়ী হওয়ার তওফিক দান করুন।

(২২) তাকদীরের উপর সন্তুষ্ট থাকা (رِضَاءٌ بِالْقَضَاءِ)

তাক্বদীর অর্থ ঠিক করা, নির্ধারিত করা, ভাগ্য, যাহা দুনিয়া জাহানের মালিক, নভোমন্ডল ও ভুমন্ডলের সৃষ্টির পঞ্চাশ (৫০) হাজার বছর পূর্বে ঠিক করিয়া ফেলিয়াছেন। সূরা হাদীদের ২২-২৩ নং আয়াতদ্বয়ে ইরশাদ হইয়াছে :

مَا اَصَابَ مِنْ مُصِيْبَةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا- اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْرٌ- (٢٢) لِكَيْلَا تَاْسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوْا بِمَا اٰتٰكُمْ- (٢٣) (سورة الحديد)

(সূরাঃ আল-হাদীদ)

www.pathagar.com

অর্থঃ পৃথিবীতে এবং তোমাদের উপর কোন বিপদ আসে না বরং তাহা বিশ্ব সৃষ্টির পূর্বেই একখানা কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। নিশ্চয় ইহা আল্লাহর পক্ষে সহজ। (২২) 'ইহা এই জন্য বলা হয়, যাহাতে তোমরা হারানো বস্তুর জন্য দুঃখিত না হও এবং তিনি তোমাদেরকে যাহা দিয়াছেন, তাহার জন্য উল্লসিত না হও।' (২৩) (সূরাঃ আল-হাদীদ)। সূরা বাকারার ১৫৫ নং আয়াতে ইরশাদ হইয়াছেঃ "আর অবশ্যই আমি তোমাদিগকে (ঈমানী) পরীক্ষা করিব, কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, সম্পদ ও প্রাণের ক্ষতি ও ফল-ফসলাদি বিনষ্টের মাধ্যমে"।

قَالَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسلمَ: مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ اٰدَمَ رِضَاهُ بِمَا قَضَى اللهُ لَهُ وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ اٰدَمَ تَرْكُهُ اِسْتِخَارَةَ اللهِ وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ اٰدَمَ سَخَطُهُ بِمَاقَضَى اللهُ لَهُ. (ترمذى – احمد)

অর্থঃ 'রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেনঃ আল্লাহর ঠিক করা (ভাগ্য) বস্তুর উপর খুশী থাকা আদম সন্তানের জন্য সৌভাগ্য, আর অল্লাহর পছন্দ করা বস্তুকে ছাড়িয়া দেওয়া (অপছন্দ করা) আদম সন্তানের জন্য দূর্ভাগ্য। আল্লাহর ঠিক করা ভাগ্যের উপর অসন্তুষ্ট হওয়া আদম সন্তানের জন্য দুর্ভাগ্য (তিরমিযী ও আহমদ)।' (অর্থাৎ কুফরী ও ঈমান বিধ্বংসী) হাঁ, তবে বিপদ-আপদ আসিলে প্রাকৃতিক ভাবে মানুষের অন্তরে কষ্ট বা চুখে অশ্রু আসিতে পারে, ইহা জন্মগত ভাবে মানুষের দুর্বলতা। মহান আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন, 'خلق الانسان ضعيفا' মানুষ জাতিকে দুর্বল করিয়াই সৃষ্টি করা হইয়াছে। অনিচ্ছাকৃত মনের কষ্ট দোষনীয় নহে। মোট কথা ভাগ্যের উপর রাজি থাকা ঈমানের অঙ্গ। তবে কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য বৈধ তদবীর করা, আল্লাহর দরবারে বিপদ মুক্তির জন্য চাওয়া দুষনীয় নহে, বরং ছওয়াবের কাজ। জনৈক বজুর্গ বলেনঃ 'আল্লাহ তায়া'লার সন্তুষ্টির উপর যদি তুমি সন্তুষ্ট থাক, তবে তুমি পৃথিবীতে বসবাসরত অবস্থায়ই জান্নাতের স্বাধ উপভোগ করিতে পারিবে। মহান আল্লাহ আমাদিগকে তাক্বদীরের উপর সদা সর্বদা সন্তুষ্ট থাকার তওফিক দান করুন।'

www.pathagar.com

(২৩) দয়া ও স্নেহ ঃ

عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضـ : قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم : 'لَا يَرْحَمُ اللهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ' – (متفق عليه)

অর্থঃ জারির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন: 'আল্লাহ তাহাদের উপর দয়া করেন না, যাহারা মানুষের উপর দয়া করে না।' (বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمَرَ رَضـ قَالَ: قَالَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عُلَيْهِ وَسَلم اَلرَّاحِمُوْنَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمٰنُ اِرْحَمُوْا مَنْ فِىْ اَلْاَرْضِ يَرْحَمُكُمْ مَنْ فِىْ السَّمَاءِ – (ابوداود)

অর্থঃ আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন: 'যাহারা দয়াশীল, তাহাদিগকে দয়াময় আল্লাহ দয়া করিয়া থাকেন। তোমরা পৃথিবী বাসীর উপর দয়া কর, তাহা হইলে আকাশবাসী তোমাদের উপর দয়া করিবেন। (আবুদাউদ শরীফ)

عن ابى هريرة رضـ قال قال رسول الله صلى الله عيه وسلم : لَاتَنْزَعَ الرَّحْمَةَ اِلَّا مِنْ شَقِيٍّ- (ترمذى)

অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত: রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন: 'হতভাগা ব্যক্তিই নির্দয় হইয়া থাকে। অতএব, সকল প্রাণীর প্রতি দয়া করা ঈমানের একটি বড় শাখা।'

(২৪) তাওয়াক্কুল, আল্লাহর উপর ভরসা করা।

وَعَلَى اللهِ فَالْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ- (সূরাঃ মুজাদালাহ-১০) 'মুমিনদের উচিত,মহান আল্লাহ পাকের উপর ভরসা রাখা।' وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ- وَكَفٰى بِاللهِ وَكِيْلاً- (সূরাঃ আহাযাব-০৩) অর্থঃ আর আল্লাহর উপর ভরসা কর; কার্য্যনির্বাহীরূপে আল্লাহই যথেষ্ট। – قَالَ اللهُ تَعَالٰى وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ- সূরা ফাতেহায় ইরশাদ হইয়াছে (মু'মিনগণ, আল্লাহ তায়া'লার কাছে বল) হে রাব্বুল আ'লামীন, আর আমরা একমাত্র

www.pathagar.com

আপনারই কাছে সাহায্য চাই। প্রিয় ঈমানদার গণ! কুরআনে পাক ও হাদীসে নবী (সঃ) এর মধ্যে এক মাত্র আল্লাহ তায়া'লার উপর সব ব্যাপারে ভরসা করার জন্য জোর তাকিদ দেওয়া হইয়াছে। মক্কা বিজয়ের পরে হুনাইন যুদ্ধে নবী (সঃ) এর সেনা পতিত্বে ১২ হাজার সৈন্য অংশ গ্রহণ করিয়া ছিলেন। সংখ্যাধিক্যের কারণে কিছু সংখ্যক সাহাবী উৎসাহ বোধ করায় মহান আল্লাহ সাময়িক পরাজয় দান করিয়া, জনবল ও অস্ত্র বলের উপর আংশিক ভাবে ও ভরসা না করার জন্য শক্ত ভাবে শিক্ষা দিয়া ছিলেন। তবে মহান বিজ্ঞানময় আল্লাহ পাক কুরআনে এই নির্দেশও দিয়াছেন :

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللهُ يَعْلَمُهُمْ-

(সূরা ঃ আনফাল-৬০)

অর্থঃ 'আর ইসলামের দুশমনদের সাথে যুদ্ধের জন্য তোমাদের সাধ্য অনুযায়ী প্রস্তুতি নাও, আর অশ্বপালন করিয়া, আল্লাহ ও তোমাদের শত্রু দিগকে ভীত শস্ত্রস্ত করিয়া দাও, আর ইহাদের ছাড়া অন্যদিগকে যাহা দিগকে তোমরা জাননা, আল্লাহ জানেন।' (সূরাঃ আন্‌ফাল-৬০)

প্রিয় মু'মিন! ভরসা করার অর্থ এই নহে যে, পার্থিব তদ্‌বীর ও সাধ্যমত বিপদ মুসিবত হইতে বাঁচার জন্য, সুখ-শান্তি লাভের জন্য, বৈধ চেষ্টা করিবেনা, বরং প্রকৃত অর্থ এই যে, প্রত্যেক পার্থিব ব্যাপারে নিজ সাধ্যমত চেষ্টা করা, যথাবিহীত ব্যবস্থা করিতে হইবে। তবে বিশ্বাস রাখিতে হইবে যে আল্লাহ সর্বশক্তিমান বাদশার ইচ্ছা ও সাহায্য ছাড়া তাঁহারই নির্ধারিত তাক্‌দীর বাদলানো সম্ভব নয়। কৃষক যথা নিয়মে কৃষিকার্য করিবে, তবে ফসল আল্লাহর নির্ধারিত তাক্বদীর অনুযায়ীই ঘরে উঠাইতে পারিবে।

অতএব, আল্লাহর উপর ভরসা করা ঈমানের একটি গুরুত্ব পূর্ণ শাখা।

www.pathagar.com

(২৫) নিজেকে বড় মনে না করা।

রাব্বুল আ'লামীন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন فَلَا تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ অর্থঃ তোমরা নিজেকে নিজে পাক পবিত্র মনে করিও না। আল্লাহ তায়া'লা যখন শয়তান কে প্রশ্ন করিয়া ছিলেন-

مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ- قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِىْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ – (সূরাঃ আরাফ-১২)

'যখন আমি আদমকে সজদা করার জন্য নির্দেশ দিয়াছিলাম, তখন তোকে কে বারণ করিয়াছিল, "সে বলিয়া ছিল আমি আদম হইতে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন, আর তাহাকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন।" শয়তান নিজেকে বড় মনে করার জন্য আল্লাহ তায়া'লার কাছে ধীকৃত, অভিশপ্ত হইয়া কাফির ও চির জাহান্নামী হইয়া গেল।'

অতএব, দয়াময় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়া'লা যদি কাহাকেও কোন বিশেষ যোগ্যতা বা নিয়ামত দান করিয়া থাকেন তবে ইহা নিজের কৃতিত্ব মনে না করিয়া মহান আল্লাহর দান মনে করিয়া তাঁহার শুক্র আদায় করিয়া ছওয়াব হাসিল করার চেষ্ঠা করা উচিৎ। আর নিজেকে বড় মনে করা শয়তানের কাজ মনে করিতে হইবে। জানিয়া রাখিতে হইবে যে, নিজেকে বড় মনে না করা ঈমানের একটি বিশেষ শাখা।

(২৬) কীনা বা মানোমালিন্য ত্যাগ করা ঃ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:اِنَّ النَّمِيْمَةَ وَالْحِقْدَ فِى النَّارِ-لَا يَجْتَمِعَانِ فِىْ قَلْبِ مُسْلِمٍ – (طبرانى)

অর্থঃ রাসুলুল্লাহ (সঃ) ফরমাইয়াছেনঃ পরনিন্দা ও মনোমালিন্যতা মানুষকে দুযখে লইয়া যায় ইহা মুসলমানের অন্তরে একত্রিত হইতে

www.pathagar.com

পারে না। (তবরানী) অতএব, এই জাতীয় মন্দ স্বভাব হইতে মু'মিন গণের বাঁচিয়া থাকা উচিৎ। ইহা ঈমানের একটি শাখা বিশেষ।

(২৭) হাছদ অর্থাৎ হিংসা বিদ্বেষ পরিত্যাগ করা।

রাসুলুল্লাহ (সঃ) ফরমাইয়াছেন-

اِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَاِنَّ الْحَسَدَ يَاْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا يَاْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ (طبرانى)

অর্থ ঃ 'সাবধান, তোমরা কখনো হিংসা বিদ্বেষ করিওনা। কারণ হিংসা-বিদ্বেষ মানুষের নেকীকে এই ভাবে জ্বালাইয়া ফেলে, যে ভাবে আগুন কাঠ পুড়াইয়া ফেলে।' (তবরানী)

অতএব, পরস্পর হিংসা বিদ্বেষ হইতে মুক্ত থাকা ঈমানের একটি শাখা। ইহা হইতে বাঁচিয়া থাকা অতীব জরুরী।

(২৮) রাগ দমন করা।

قَالَ اللهُ تَعَالَى : اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ- وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ- (সূরাঃ আলে-ইমরান-১৩৪)

অর্থঃ 'বেহেশতী মুত্তকীদের প্রশংসায় আল্লাহ তায়া'লা সূরা আলে ইমরানের ১৩৪ নং আয়াতে আল্লাহ তায়া'লা ইরশাদ করিয়াছেনঃ যাহারা (ভাল কাজে) ব্যয় করে স্বচ্ছল ও অস্বচ্ছল অবস্থায়, আর রাগ দমন করে, আর মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে, বস্তুতঃ আল্লাহ সৎকর্মশীলদের পছন্দ করেন।' (সূরা ঃ আলে- ইমরান-১৩৪) বুখারী শরীফে আসিয়াছে-

اِنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْصِنِىْ قَالَ لَاتَغْضَبْ فَرَدَّدَ مِرَارًا قَالَ لَا تَغْضَبْ (بخارى شريف)

অর্থঃ 'এক ব্যাক্তি নবী (সঃ) কে বলিলেন, আমাকে উপদেশ দিন, নবী (সঃ) বলিলেন, রাগ দমন করিও। ঐ ব্যক্তি কয়েকবার

www.pathagar.com

বলিলেন, আমাকে উপদেশ দিন, নবী (সঃ) প্রত্যেকবার বলিলেন, রাগ দমন করিও। (বুখারী শরীফ) নবী (সঃ) আরও ফরমাইয়াছেন':

إِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ (ابوداود)

অর্থঃ 'রাগ শয়তানের পক্ষ হইতে আসে, আর শয়তান আগুন হইতে সৃষ্ট। আর আগুন নিভানো যায় পানি দ্বারা। অতএব, তোমাদের কাহারও রাগ আসিলে অজু করিয়া নিবে।' (আবু দাউদ শরীফ) নবী (সঃ) আরও ফরমাইয়াছেনঃ

إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَإِلَّا فَلْيَضْطَجِعْ- (আবু দাউদ শরীফ)

অর্থঃ 'তোমাদের কাহারও রাগ আসিলে যদি সে দাঁড়ানো অবস্থায় থাকে, তবে যেন বসিয়া পড়ে। ইহাতে যদি রাগ চলিয়া যায়, তবেতো ভালো। আর যদি রাগ না যায়, তবে সে যেন শুইয়া পড়ে।'

রাগ হইতে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট হয়। শত্রুতা ও ঝগড়া-ফাসাদের আশংকা সৃষ্টি হয়। ইহাতে সামাজিক শান্তি ও উন্নতি বিনষ্ট হয়। আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন হয়। আর এই সব ত্রুটি ঈমান বিধ্বংসী। একটি মারাত্মক চারিত্রিক রোগ।

অতএব, রাগ দমন করা ঈমানের একটি অঙ্গ।

(২৯) কাহারও অমঙ্গল কামনা না করা।

তামীমে দারী (রাঃ) হইতে বর্ণিতঃ
قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ ثَلَاثًا : قِيْلَ لِمَنْ يَا رَسُوْلَ اللهِ – قَالَ لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِاَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ- (رواه البخارى)

রাসুল (সঃ) ফরমাইয়াছেন, 'দ্বীন হইল মঙ্গল কামনা, এই কথাটি রাসুল (সঃ) তিন বার ফরমাইলেন।' প্রশ্ন করা হইল, কাহার জন্য হে

www.pathagar.com

আল্লাহর রাসূল? তখন তিনি বলিলেন আল্লাহর জন্য, তাঁহার রাসূলের জন্য, আর মুসলিম নেতাদের জন্য, এবং তাহাদের জনসাধারণের জন্য। (বুখারী শরীফ) এই হাদীসটি মুসলিম শরীফেও আসিয়াছে। তবে মুসলিম শরীফে একটি কথা বেশী আছে। তাহা হইল "আল্লাহর কিতাবের জন্য"।

এই হাদীস দ্বারা বুঝাগেল ধর্মপ্রাণ মানুষ কাহারও অমঙ্গল কামনা করিতে পারেনা। সবারই মঙ্গল ও কল্যাণ কামনা করে। আরও বুঝাগেল, কাহারও অমঙ্গল বা ক্ষতি কামনা করা কোন ঈমানদার করিতে পারে না। ইহা দ্বীন ও ঈমানের পরিপন্থি। পবিত্র কুরআনে এরশাদ হইয়াছে-

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ- (সূরাঃ আলে ইমরান-১১০)

অর্থঃ 'তোমরা শ্রেষ্ট উম্মত, তোমাদিগকে মানুষের (মঙ্গলের) জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে। তোমরা মানুষকে ভাল কাজের আদেশ দিবে আর মন্দ কাজ হইতে নিষেধ করিবে, আর আল্লাহর উপর ঈমান রাখিবে।'

কুরআন ও হাদীছের আলোচনা হইতে ইহা অত্যন্ত পরিস্কার ভাবে প্রমানিত হয় যে মানুষের অমঙ্গল কামনা হইতে বিরত থাকা, ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা।

(৩০) দুনিয়ার মহব্বত ত্যাগ করা।

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيْمًا تَذْرُوْهُ الرِّيٰحُ- وَكَانَ اللهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا- (সূরা ঃ কাহাফ-৪৫)

অর্থঃ ('হে নবী (সঃ) যাহারা দুনিয়ার জীবনকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দেয়) তাহাদেরকে একটি উপমার মাধ্যমে দুনিয়ার হাকীকত

www.pathagar.com

বুঝাইয়া দিন। যেন আকাশ হইতে পানি বর্ষণ করিলাম। ঐপানি পাইয়া (মৃত প্রায়) গাছ-পালা শ্যামল সবুজ রং ধারণ করিল। (আবার অল্পদিন পরেই) ঐ পতা গুলি মরিয়া, শুকাইয়া গিয়া খড় কোটায় পরিণত হইয়া যায়, যাহা বাতাস উড়াইয়া লইয়া যায়। (তাহার কোন ওজন বা মূল্যই থাকেনা। সর্বশক্তিমান আল্লাহ যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন।' রাব্বুল আ'লামীন পবিত্র কুরআনে আ'খেরাতের তুলানায় এই জগত্ ও তাহার সুখের সামগ্রী সমূহ যে কত হীন ও তুচ্ছ তাহা বুঝাইবার জন্য বলিয়াছেন-

وَلَوْلَا اَنْ يَّكُوْنَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَنْ يَّكْفُرُ بِالرَّحْمٰنِ لِبُيُوْتِهِمْ سُقُفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَّمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُوْنَ – (٣٣) وَلِبُيُوْتِهِمْ اَبْوَابًا وَّسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُوْنَ – (٣٤) وَزُخْرُفًا- وَاِنْ كُلُّ ذٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا –وَالْاٰخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِيْنَ- (٣٥) (সূরাঃ আয্ যুখরুফ)

'যদি সমস্ত মানুষের একই মতাবলম্বী (নাস্তিক) হইয়া যাওয়ার আশংকা না থাকিত, তবে যাহারা দয়াময় আল্লাহকে অস্বীকার করে, আমি তাহাদেরকে (এতবেশী ধন-সম্পদ) দিতাম, যাহাতে তাহারা তাহাদের ঘরের ছাদ ও সিঁড়ি গুলি রৌপ্যের দ্বারা নির্মাণ করিত, যাহার উপরদিয়া তাহারা (ছাদে) চড়িত এবং তাহাদের ঘরের জন্য দরজা ও পালংক দিতাম; যাহার উপর তাহারা হেলান দিত, আর অঢেল স্বর্ণ দিতাম। এই গুলিতো পার্থিব জীবনের বিলাস সামগ্রী মাত্র। আর পরকালের অকল্পনীয় ভোগের সামগ্রী তোমার রবের কাছে শুধু আল্লাহ ভীরুদের জন্য সংরক্ষিত।' সহল ইবনে সা'দ (রাঃ) হইতে বর্ণিত : নবী (সঃ) বলিয়াছেন:

لَوْكَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ مَاسَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةً (مسند احمد ترمذى –ابن ماجة)

অর্থ ঃ আল্লাহর নিকট সমস্ত দুনিয়ার মূল্য যদি ১টি মশার ডানারও সমান হইত, তবে কোন কাফিরকে ১ঢোক পানিও পান করিতে দিতেন না। মুস্তওরিদ ইবনে শাদ্দাদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত: তিনি

www.pathagar.com

বলেনঃ আমি রাসুল্লাহ (সঃ) কে বলিতে শুনিয়াছি, আল্লাহর শপথ, আখেরাতের তুলনায় দুনিয়া এত স্বল্প যে, যেমন মনে কর একজন লোক যদি তাহার ১টি অঙ্গুলী সমুদ্রের পানিতে ডুবায়, তবে সমুদ্রের পানির তুলনায় তাহার হাতে কতটুকু পানি লাগিবে? (মুসলিম)

সুপ্রিয় পাঠক! মায়ের উদরের সাথে বিশ্ব-জাহানের যেমন কোন তুলনা হইতে পারে না, তেমনি পরকালের সাথে এই জগতের কোন তুলনা হইতে পারেনা। পবিত্র কুরআন ও হাদীছ শরীফে ইহার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। তবে আলোচনার অর্থ এই নহে যে, আমরা মুসলমানরা দুনিয়াকে তালাক দিয়া বৈরাগী হইয়া যাইব। দয়াময় আল্লাহ আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন- আমরা তাঁহার দরবারে চাহিবঃ

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ –
(সূরা ঃ বাকারা-২০১)

অর্থ ঃ 'ওহে আমাদের মালিক, প্রতিপালক ও বাদশাহ আমাদিগকে দুনিয়া ও পরকালে কল্যাণ দান কর। পবিত্র কুরআনে আরও ইরশাদ হইয়াছেঃ

اَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ- (আলে ইমরান- ১৩৯)

সকল জাতীর উপরে তোমাদের স্থান হইবে, যদি তোমরা প্রকৃত ঈমানদার হও। মোট কথা আমাদের দুনিয়ার সম্পদের ও প্রয়োজন আছে। তাহা না হইলে আমরা হজ্ব, জাকাত, খয়রাত, জনসেবা ইত্যাদি ভালকাজ করিতে পারিবনা। মিডিয়া জগত ও পারমাণবিক অস্ত্রের মালিক হইতে পারিবনা। মজলুম অত্যাচারিত, বঞ্চিত মানবতাকে দাম্ভিক, শোষক জালিমদের অত্যাচার হইতে হেফাজত ও সাহায্য করিতে পারিব না। দুনিয়ায় ন্যায় বিচার ও মহান আল্লাহর খিলাফত প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিব না। মোট কথা ভোগ বিলাসিতার জন্য আমরা দুনিয়ার পিছনে ছুটিবনা। আল্লাহ পাকের দ্বীনের স্বার্থেই হইবে আমাদের দুনিয়া।

www.pathagar.com

প্রিয় পাঠক! আলোচনার সার কথা হইল, ঈমানের নৌকা পানির উপরে থাকিবে। পানি নৌকার উপরে উঠিবে না। আখেরাতে সাফল্য ও মাওলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই আমাদের সব কাজ আল্লাহ পাকের চির সত্য কিতাব, বিজ্ঞানময় কুরআনে করীম, বিশ্বনবী (সঃ) এর সুন্নাহ ও খোলাফায়ে রাশিদীনের আদর্শই হইবে আমাদের পথপ্রদর্শক। اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ- 'হে আল্লাহ! আমাদিগকে সরল রাস্তার হেদায়ত দান কর; ঐরাস্তা যে রাস্তায় তোমার পুরস্কৃতরা চলিয়া গিয়াছেন।' আ'মীন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঈমানের যে সব কাজ জ্বিহবার সাথে সম্পর্কিত তহার বর্ণনা।

ঈমানের ৭টি শাখা জ্বিহবার সাথে সম্পর্কিত। যথাঃ (১) কালিমা পড়া। (২) কুরআন তিলাওয়াত করা। (৩) দ্বীনি ইল্‌ম্‌ শিক্ষা করা। (৪) দ্বীনি ইল্‌ম্‌ শিক্ষা দেওয়া। (৫) দুয়া করা। (৬) যিক্‌র্‌ (স্মরণ) করা। (৭) অনর্থক ও নাজায়েয কথা হইতে জ্বিহবাকে রক্ষা করা।

(৩১) কালিমা পড়া। অর্থাৎ তাওহীদের (একত্ববাদের) কালিমা لَآاِلٰهَ اِلاَّ اللهُ অর্থ ও ব্যাখ্যা সহ ভাল করিয়া বুঝিয়া, বিশ্বাস করিয়া মুখে স্বীকার করা ও পড়া।

এই কালিমা সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়া'লার সহিত একটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি বাক্য। চুক্তির ২য় পক্ষঃ মহা পরাক্রমশালী, দয়াময় আল্লাহর ঈমানদার বান্দাহ (দাস) গণ। পবিত্র কুরআনে মহান মা'বুদ (معبود) ইরশাদ করিয়াছেন।

اِنَّ اللهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ – يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى التَّوْرٰاةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ- وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِىْ بَايَعْتُمْ بِهٖ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ- (١١١) اَلتَّائِبُوْنَ الْعٰبِدُوْنَ الحمدون السَّائِحُوْنَ الرّٰاكِعُوْنَ السّٰاجِدُوْنَ الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ

www.pathagar.com

وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحٰفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ- (التوبة) (١١٢)

অর্থঃ 'নিশ্চয় আল্লাহ জান্নাতের বিনিময়ে মু'মিনদের কাছ হইতে তাহাদের জান ও মাল ক্রয় করিয়া লইয়াছেন। তাহারা সংগ্রাম করে আল্লাহর পথে।' [১]

অতঃপর (ইসলামের শত্রুদিগকে) মারে ও নিজেরা প্রাণ দেয়। (আল্লাহর দ্বীনের জন্য) শহীদ হয়। তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে তাঁহার এই সত্য ওয়াদা লিপিবদ্ধ আছে। আর ওয়াদা রক্ষায় আল্লাহর চেয়ে কে অধিক? সুতরাং তোমরা তাঁহার সাথে যে লেনদেনে আবদ্ধ হইয়াছ, তাহার উপর আনন্দিত হও। ইহাই হইল মহান সাফল্য। (১১২) তাহারা তওবাকারী, এবাদত কারী আল্লাহ তায়া'লার প্রশংসাকারী, রুজাপালনকারী, সৎকাজের আদেশদানকারী ও মন্দ কাজ হইতে বারণকারী, আর আল্লাহর দেওয়া সীমা সমূহের হেফাজত কারী। (সূরা ঃ তাওবা-১১২) ইমাম বুখারী (রঃ) বলেনঃ اَلْعِلْمُ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ অর্থাৎ একত্ববাদের বা ঈমানের পবিত্র কালিমা لا اله الا الله মুখে বলার পূর্বে ইহার মর্ম সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করা জরুরী। যেহেতু বিশ্ব জাহানের মালিক সূরা মুহাম্মদ এর ১৯ নং আয়াতে আদেশ দিয়াছেন فَاعْلَمْ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ মুখে বলার পূর্বে এই কালিমার মর্ম কথা অনুধাবন কর।

প্রিয় মু'মিন! গভীরভাবে ভাবিয়া দেখুন, এই কালিমা কোন সাধারণ কথা নহে। ইহা মাহাপরাক্রমশালী সর্ব শক্তিমান বাদ্‌শাহ, সীমাহীন মহা বিশ্বের স্রষ্টা ও পরিচালক, আল্লাহ তায়া'লার সাথে এক বিরাট চুক্তি। ইহা বুঝিয়া সুঝিয়াই মুখে বলিতে হইবে। না বুঝিয়া বলিতে থাকিলে চুক্তির শর্তাদি পালন করা কি সম্ভব হইবে? আর পালন করিতে না পারিলে কি ফল বিপরীত দাঁড়াইবে না? মুসলিম

[১] নোট ঃ সসস্ত্র যুদ্ধ করার দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্রের উপর বর্তায়। মুসলমানদের দায়িত্ব জনমত সৃষ্টি করিয়া ইসলামী রাস্ট্র গঠনের পথে নিয়ম তান্ত্রিক ভাবে সংগ্রাম করা।

www.pathagar.com

ভাই বোনদের অধিকাংশই নাবুঝিয়া এই মহা মূল্যবান কালিমা পাঠ ও জপ করিতে থাকেন। গ্রন্থের প্রথমেই যেহেতু এই সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে, তাই এখানে বেশী কিছু বলার প্রয়োজন নাই।

قَالَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : جَدِّدُوْا اِيْمَانَكُمْ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَكَيْفَ نُجَدِّدُ اِيْمَانَنَا قَالَ اَكْثِرُوْا مِنْ قَوْلِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ- (مسند احمد)

অর্থঃ 'রাসূল (সঃ) বলিয়াছেনঃ তোমরা তোমাদের ঈমানকে নবায়ন করিতে থাকিবে। প্রশ্ন করা হইল, ইয়া রাসুলাল্লাহ আমরা কি ভাবে আমাদের ঈমানকে নবায়ন, তাজা করিব? হুযুর (সঃ) বলিলেন لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ বেশী করে বল। (মুসনদে আহমদ) সু-প্রিয় মুমিন! চুক্তির সার কথা হইল قَبِلْتُ جَمِيْعَ اَحْكَامِهٖ আমি মহান মা'বুদের গুলাম। তাঁহারই জমিনে বাস করি। আলো-বাতাস, খাদ্য-পানি সবই তাঁহার দান। সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাঁহারই অবদান। এতদসত্বে ও অকল্পনীয়, অসংখ্য নিয়ামত রাজি সম্বলিত বিশাল বিশাল অট্টালিকা ও বাগান বাড়ী, চির সুখের, চিরস্থায়ী বেহেশ্‌ত এর বিনিময়ে আমাদের সাথে চুক্তি। চুক্তির ব্যাখ্যা হইল, তাঁহারই প্রেরিত বিশ্বনবী, আল আমীন হযরত মুহাম্মদ (সঃ) তাঁহার ২৩ বছরের নবী জীবনে যে বাস্তব আদর্শ ও পবিত্র কুরআন-সুন্নাহর আইন বিধি-বিধান, আদেশ-নিষেধ রাখিয়া গিয়াছেন তাহার সমস্তটাই আমরা আমাদের বাস্তব জীবনে মানিয়া চলিব।

দয়ালু মওলা তাঁহার নিজ দয়াগুণে আমাদের মত দূর্বল গুলাম দিগকে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ এর মত অসীম গুরুত্ব পূর্ণ চুক্তি বাক্য قَبِلْتُ جَمِيْعَ اَحْكَامِهٖ (তাঁহার সমস্ত আদেশ-নিষেধ মানিয়া নিলাম, মানিয়া চলিব) এর আলোকে যেন, আমরা বেশী বেশী করিয়া তাহার নাম স্মরণ করিতে পারি, জপ করিতে পারি। আল্লাহ যেন এই তওফিক দান করেন।

www.pathagar.com

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلشَّيْطَانُ جَاثِمٌ عَلَى قَلْبِ ابْنِ اٰدَمَ فَاِذَا ذَكَرَ اللهَ خَنَسَ وَاِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ- (بخارى)-

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত : 'রাসুলুল্লাহ (সঃ) ফরমাইয়াছেন: শয়তান আদম সন্তানের দিলের মধ্যে হাটু গাড়িয়া বসিয়া আছে। যখন বান্দা আল্লাহকে স্মরণ করে, তখন সরিয়া যায়। আবার যখন আল্লাহকে ভূলিয়া যায়, তখন কুমন্ত্রনা দিতে থাকে।' (বুখারী)

(৩২) কুরআন তিলাওয়াত করা।

وَقَالَ الرَّسُوْلُ يٰرَبِّ اِنَّ قَوْمِى اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا- (সূরাঃ ফুরকান-৩০)

অর্থঃ "আর রাসূল (সঃ) বলিলেন: ওহে আমার রব্! নিঃসন্দেহে আমার সম্প্রদায়, এই কুরআনকে পরিত্যাগ করিয়াছে। (সূরাঃ ফুরকান-৩০) বিশ্ব বিখ্যাত মুফাস্সির আল্লামা ইমাদুদ্দীন ইবনে কাছীর (রঃ) এই আয়াতের তাফসীর, তাঁহার 'তাফসীরে ইবনে কাছীর' গ্রন্থে এই ভাবে লিখিয়াছেন: এই কিতাবকে পরিত্যাগ করা বলিতে বুঝায়, সম্পূর্ণ কুরআনের উপর ঈমান না আনা, ইহার সমস্ত বিধান, আদেশ-নিষেধ, অপরিবর্তনীয় বলিয়া বিশ্বাস না করা। ইহার আয়াত গুলির উপর চিন্তা গভেষণা না করা। কুরআন বুঝার চেষ্টা না করা। ইহার আহকাম ও বিধান গুলির উপর আমল না করা। কুরআনের আলোচনার মাহফিল ত্যাগ করা, ইহাতে বাঁধা সৃষ্টি করা। কুরআনের সম্পর্ক ও সংস্পর্শ ত্যাগ করিয়া বিভিন্ন জাগতিক শিল্প সাহিত্য নিয়া ব্যস্ত থাকা। ২১ পারার প্রথম আয়াতে رب العالمين ইরশাদ করিয়াছেন: اُتْلُ مَا اُوْحِىَ اِلَيْكَ "তোমার দিকে যাহা অহি করা হইয়াছে, তাহা তিলাওয়াত কর"।

তিলাওয়াত শব্দ কুরআন মজিদের সহিত নির্দিষ্ট। ইহার মূল অর্থ পিছনে চলা। ইহার রহস্য হইল, কুরআন তিলাওয়াতের মূল

www.pathagar.com

উদ্দেশ্য হইল যাহা পড়িবে তাহার উপর আমল করিবে। আমলই আসল উদ্দেশ্য। না বুঝিয়া কোন কিছু বলিলে, তাহার উপর আমল করাকি সম্ভব? কুরআনে পাক মহান আল্লাহ্ পাকের কালাম। না বুঝিয়া পড়িলে ও এক একটি অক্ষরের জন্য অন্তত: ১০টি করিয়া নেকী মিলিবে, কিন্তু মহান আল্লাহর আদেশ নিষেধ মান্য না করিলে আজাব কতটুকু হইবে? গভীর ভাবে ভাবিয়া দেখা উচিৎ। সারা রাত ধরিয়া যদি তিলাওয়াত করিতে থাকে-

اُتْلُ مَا اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ-

অর্থঃ 'তোমার প্রতি অবতীর্ণ কিতাব তিলাওয়াত কর, আর নামাজ যথা রীতি কাইম কর'। কিন্তু ফজরের নামাজই পড়িল না। তবে এই তিলাওয়াতের দ্বারা কবরের আযাব হইতে কি বাঁচিতে পারিবে? জজ্ সাহেব সারা সকাল তিলাওয়াত করিলেন-

مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ- (সূরা ঃ মায়েদা-৪৪)

অর্থঃ 'যাহারা আল্লাহর অবতীর্ণ করা আইন অনুযায়ী বিচার করে না, তাহারাই কাফির। অথচ আদালতে হাজির হইয়া ইয়াহুদী নাসারার আইনে বিচার কার্য্য পরিচালনা করিলেন। সকাল ভর তিলাওয়াতের ছওয়াব কি তাহলে দুযখের শাস্তি হইতে বাঁচাইতে পারিবে? দিন-রাত ৩০ রাকা'য়াত নামাজে দাঁড়াইয়া সকল মুসল্লি ৩০ বার মহান মা'বুদের দরবারে হাত জুড় করিয়া অঙ্গীকার করেন 'اياك نعبد' আমরা সবাই এখনও একমাত্র তোমারই দাসত্ব ও আনুগত্য করিতেছি এবং ভবিষ্যতেও করিব।' অথচ জীবন ভর নামাজের বাহিরে আল্লাহ্ পাকের কুরআনের আইনের বিরোধিতা করিতে থাকিল। এই ধরণের তেলাওয়াতে কথা ও কাজের গরমিল বিদ্যমান। সুহৃদ পাঠক! বিষয়টি গভীর ভাবে ভাবিয়া দেখুন।

كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ مُبٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْٓا اٰيٰتِهٖ- (সূরাঃ সওয়াদ-২৯)

www.pathagar.com

অর্থঃ মহান মালিক ইরশাদ করিতছেনঃ (হে নবী (সঃ) এমন কল্যাণময় কিতাব, যাহা, আমি আপনার কাছে অবতীর্ণ করিয়াছি, যাহাতে তাহারা ইহার আয়াত গুলির মধ্যে চিন্তা করে। আরও ইরশাদ করিয়াছেনঃ

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ-
(সূরাঃ নহল-৪৪)

অর্থঃ 'আর আমি আপনারই কাছে এই উপদেশ নামা (আল্ কুরআন) অবতীর্ণ করিয়াছি, যাহাতে আপনি ইহা ব্যাখ্যা সহকারে মানুষ জাতিকে বুঝাইয়াদেন, যাহা তাহাদেরই উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ করিয়াছি। আর যাহাতে তাহারা ইহার মধ্যে চিন্তা ফিকির করে।' পবিত্র কুরআনের সূরাহ বাকারাহ এর ১২৯, ১৫১ নং, সূরাহ আলে ইমরান এর ১৬৪ নং ও সূরা জুময়ার ২ নং আয়াত, এই চারটি আয়াতেই পরিষ্কার ভাষায় মহান আল্লাহ তায়া'লা সুবহানাহু তাঁহার রাসুলের (সঃ) উপর প্রাথমিক ভাবে ৪টি দায়িত্ব বলিয়া দিয়াছেন। (১) উম্মতকে কুরআন তেলাওয়াতের শিক্ষা দেওয়া, (২) অর্থ শিক্ষা দেওয়া, (৩) হিক্‌মত্ (ব্যাখ্যা বা তাফসীর) শিক্ষা দেওয়া, (৪) কুরআনের আলোকে (আকিদা ও আমলের) পরিশুদ্ধি করা। নবী (সঃ) এর পরে নাইবে নবী, উলামায়ে কেরামের উপর এই দায়িত্ব গুলি আসিয়াছে। রাব্বুল আ'লামীন পবিত্র কুরআন মাজীদে ইরশাদ করিয়াছেনঃ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ
وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ- (সূরাঃ ইউনুছ-৫৭)

অর্থঃ 'ওহে মানব মন্ডলী! তোমাদের কাছে তোমাদের প্রভূ-প্রতিপালকের কাছ হইতে উপদেশ নামা, অন্তরের রোগসমূহ নিবারণকারী, হেদায়ত নামা ও মুমিনদের জন্য রহমত (কুরআনে হাকীম) আসিয়াছে।' পবিত্র কুরআনে আরও ইরশাদ হইয়াছেঃ

www.pathagar.com

الٓرٰ ۚ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ- (সূরাঃ ইব্‌রাহীম-০১)

অর্থঃ 'আলিফ-লাম-রা, ইহা (কুরআন মজীদ) এমন একখানি কিতাব, যাহা আপনার (নবীর সঃ) প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছি, যাহাতে আপনি মানুষ জাতিকে তাহাদের রবের নির্দেশে জমাট বাঁধা অন্ধকার (কুফর, শিরক, বিদয়াত, কুসংস্কৃতি, অপসংস্কৃতি) হইতে মহা পরাক্রমশালী, প্রশংসার যোগ্য, আল্লাহর পথের আলোর দিকে বাহির করিয়া লইয়া আসিবেন।' কালাম শরীফে আরও ইরশাদ হইয়াছে :'

قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا- (সূরাঃ বনি ইসরাইল-৮৮)

অর্থঃ (ওহে নবী সঃ) 'আপনি বলুন, সমস্ত মানুষজাতি ও সমস্ত জিনেরা একত্রিত হইয়া, একে অন্যকে যদি সাহায্য কর, তবুও এই কুরআনের মত একখানা গ্রন্থ রচনা করিতে পারিবে না।' পবিত্র কালামে আরও ইরশাদ হইয়াছে :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَآفَّةً ۖ وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ- فَاِنْ زَلَلْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ الْبَيِّنٰتُ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ- (সূরাঃ বাকারা-২০৮, ২০৯)

অর্থঃ 'ওহে মুমিনগণ! তোমরা ইসলামে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ কর, আর শয়তানের পদাংক অনুসরণ করিওনা। আর তোমাদের কাছে স্পষ্ট দলীল-প্রমাণ আসার পরেও যদি তোমাদের পদস্খলন হয়, তবে জানিয়া রাখ, নিশ্চিত আল্লাহ পরাক্রমশালী ও বিজ্ঞ।'

অর্থাৎ আল্লাহ তায়া'লার দেওয়া পূর্ণাঙ্গ ইসলামী জীবন-ব্যবস্থাকে মানিয়া চল। শয়তানের মত-মহা পরাক্রমশালী ও মহা বিজ্ঞ আল্লাহ তায়া'লার একটি আদেশ নিষেধ বা আইনকেও অমান্য করিও না। চাই তাহা জীবনের যে কোন ব্যাপারেই হউক না কেন। অন্যথায় তোমাদের পরিণতি খুবই খারাপ হইবে। জানিয়া রাখ,

www.pathagar.com

মহাগ্রন্থ কুরআনে করীম তিলাওয়াতের আসল উদ্দেশ্যই হইল, তদনুযায়ী আমল করা, জীবন গড়া, সমাজ ও দেশ পরিচালনা করা। মহা বিশ্বের মালিক পবিত্র কুরআনে আরও ইরশাদ করিয়াছেন :

مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا- (সূরাঃ জুমুয়া-০৫)

অর্থঃ যাহাদেরকে (ইয়াহুদী জাতি) তাওরাতের মত (গুরুত্বপূর্ণ) কিতাব (জীবন-জীবিকার পথনির্দেশনা হিসাবে) দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা ইহার উপর আমল করে নাই। তাহারা হইল ঐ গাঁধার পালের মত, যাহাদের পিঠের উপর (মহা মূল্যবান গ্রন্থাদির) বিরাট বুঝা চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে..... শায়খুল ইসলাম, আল্লামা শিব্বির আহমদ উছমানি (রঃ) এই আয়াতের তাফসীরে লিখিয়াছেন: 'একটি গাধার পিঠে যদি শতাধিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রন্থ ভান্ডার উঠাইয়া দেওয়া হয়, ইহাতে তাহার বোঝার ভারে নত হইয়া যাওয়া ব্যতীত কোন লাভ হইবে না। সে তো শুধু তাযা ঘাসের তালাশেই থাকে। ইহাতে তাহার কোন প্রয়োজন নাই যে- তাহার পিঠে মণি-মুক্তার ভান্ডার রাখা হইয়াছে, অথবা মাটির ভান্ড ও পাথরের নুড়ি। যদি সে শুধু এই কথা বলিয়া গৌরব করে যে দেখো আমার পিঠে কত উত্তম ও মূল্যবান গ্রন্থ ভান্ডার রাখা হইয়াছে; অতএব আমি একজন বিরাট আলিম ও সম্মানের যোগ্য। তাহা হইলে এমন উক্তি তাহার জন্য আরও বড় গাধা হওয়ার পরিচায়ক হইবে।'

উপরোক্ত মহামূল্যবান আয়াত ও ভারবাহী গাধার দৃষ্টান্ত দ্বারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়া'লা মুসলিম জাতিকে বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, ইয়াহুদীগণ মহান আল্লাহর কিতাবের উপর আমল না করায় যেমন গাধা সদৃশ হইয়া গিয়াছে। তোমরা সর্বশ্রেষ্ট নবীর সর্বশ্রেষ্ট উম্মত। তোমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে সর্বশ্রেষ্ট কিতাব, কুরআনে মাজীদ, ফুরকানে হামীদ। তোমরা যদি ইহা সারা জীবন অর্থ ও মর্ম না বুঝিয়া, বুঝার চেষ্টা না করিয়া তিলাওয়াত করিতে থাকো, যাহার

www.pathagar.com

ফলে ইহার অত্যাবশ্যকীয় আদেশ-নিষেধ গুলির উপর ব্যক্তি-সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে আমল করিতে নাপার তবে তোমরা তো আরও বড় গাধায় পরিণত হইয়া যাইবে। ইহাতো মোটেই শোভনীয় নয়।

রাসুলে করীম (সঃ) এর দায়িত্বের ব্যাপারে পবিত্র কুরআন শরীফে আরও ইরশাদ হইয়াছেঃ

يَا أَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ۖ وَإِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ- (সূরা মায়েদা-৬৭)

অর্থঃ 'অহে রাসুল (সঃ) তোমার মালিক ও প্রতিপালকের কাছ হইতে যাহা কিছু (সম্পূর্ণ কুরআন) অবতীর্ণ করা হইয়াছে, (মানুষের) কাছে পৌছাইয়া দাও। আর যদি এই কাজ না কর, তবে রাসুল হিসাবে তোমার দায়িত্ব পালন করা হইবে না। আর আল্লাহ তোমাকে মানুষের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবেন।'

এই ভাবে সমস্ত কুরআনের তাবলীগ ও প্রচারের পর যখন কিছু সংখ্যক আল্লাহর অনুগত বান্দা ও কুরআনে পাকের আলোকে আলোকিত মুমিন তৈরী হইয়া একটি মুসলিম সংখ্যাধিক, স্বাধীন ভূখন্ড (রাষ্ট্র) লাভ হইবে। তখন মহাপরাক্রমশালী, মাহা বিশ্বের মালিক ও প্রকৃত বাদশাহ আল্লাহ তায়া'লার ভাষ্য অনুযায়ী রাসুলে মকবুলের দায়িত্ব হইবেঃ

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْ بَّعْضِ مَا أَنْزَلَ اللهُ إِلَيْكَ ط------ (সূরাঃ মায়েদা-৪৯)

অর্থঃ 'ওহে রাসুল! আপনি আল্লাহর অবতীর্ণ করা আইন-বিধান অনুযায়ী মানুষের মধ্যে বিচার ফয়সালা ও দেশ শাসন করুন, আর মানুষের তৈরী, তাহাদের মনগড়া কোন আইন-বিধানের অনুসরণ করিবেন না, আর সতর্ক থাকুন, যেন তাহারা আপনাকে আপনার প্রতি আল্লাহর অবতীর্ণ করা কিছু আইন-বিধান হইতে বিচ্যুত না করে।'

www.pathagar.com

বিশ্ব নবী (সঃ) এর পরবর্তী দায়িত্বের ব্যাপারে সূরায়ে তওবার ৩৩ নং আয়াতে, সূরায়ে ফত্হের ২৮ নং আয়াতে ও সূরায়ে ছফ্ এর ৯নং আয়াতে মহান মালিক ইরশাদ করিয়াছেনঃ

هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ-

অর্থঃ তিনিই সেই সত্তা (আল্লাহ) যিনি তাঁহার আপন রাসুলকে (সঃ) হেদায়ত (নির্ভূল কুরআন) ও সত্য দ্বীন ইসলামী জীবন ব্যবস্থা সহকারে পাঠাইয়াছেন, যাহাতে তিনি অন্যান্য সমস্ত দ্বীনের উপর এই দ্বীনকে বিজয়ী করেন। সূরা শু'রার ১৩নং আয়াতে নবীর (সঃ) দায়িত্বের ব্যাপারে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবে ইরশাদ ফরমাইয়াছেনঃ তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের ব্যাপারে সেই পথই নির্ধারিত করিয়াছেন, যাহার আদেশ দিয়াছিলেন নূহ (নবী আঃ) কে, আর যাহা আমি আপনার প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছি এবং যাহার আদেশ দিয়াছিলাম, ইব্রাহীম (আঃ) মূসা (আঃ) ও ঈসা (আঃ) কে, এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীন (ইসলামী জীবন ব্যবস্থা) প্রতিষ্ঠিত কর, আর ইহার মধ্যে পার্থক্য করিও না--- অর্থাৎ মহাপরাক্রমশালী মালিকের কিছু কিছু আদেশকে মানিবে, আর কিছু কিছু আদেশ-নিষেধকে কোন গুরুত্বই দিবেনা, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে বিরোধিতাই করিতে থাকিবে। যাহা স্পষ্ট কুফরী কাজ।

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর ইন্তেকালের পর যেহেতু আর কোন নবীর আগমন হইবে না, তাই তাঁহার উপর অর্পিত দায়িত্ব গুলি পরবর্তী উলামায়ে কেরামের প্রতি অর্পণ করা হইয়াছে। উলামায়ে কেরামগণ প্রিয় নবী (সঃ) এর অনুকরণে সম্পূর্ণ কুরআন মজীদ প্রচার (তবলীগ) করিবেন। তিলাওয়াত, অর্থ ও ব্যাখ্যা সহকারে উম্মতকে শিক্ষা দিবেন। কুরআনের আলোকে জাতির ঈমান, আকিদা ও চরিত্র গঠনে সর্বাত্বক চেষ্টা প্রচেষ্টায় ব্রতী হইবেন। অতঃপর আল্লাহ তায়া'লার বান্দাদিগকে সঙ্গে লইয়া তাঁহারই

www.pathagar.com

মনোনীত ও একমাত্র গ্রহণ যোগ্য জীবন-ব্যবস্থা ইসলামকে আল্লাহ তায়া'লার যমিনে প্রতিষ্ঠিত ও ক্বাইম করার আপ্রাণ চেষ্ঠা ও সংগ্রাম করিবেন।

রাব্বুল আ'লামীন পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারার ১৫৯ নং আয়াতে বড়ই শক্ত ভাবে ধমক দিয়া ঘোষণা করিয়াছেনঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّهُ لِلنَّاسِ فِى الْكِتٰبِ أُولٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ-

অর্থঃ 'নিশ্চয় যাহারা গোপন করে (জন সাধারনের কাছে প্রচার করেনা) আমি যে সব হেদায়তের কথা ও বিস্তারিত তথ্য মানুষের জন্য কিতাবের মধ্যে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার পরও, সেই সমস্ত লোকের প্রতিই আল্লাহর লা'নত ও অন্যান্য অভিসম্পাত কারী গণের অভিশম্পাত।'

মুহতারাম মুবাল্লিগীনে কেরাম ও হযরাত উলামায়ে এযামের খেদমতে এই অধমের বিনীত আরজ এই যে,মেহেরবানী করিয়া উপরোক্ত মহা মূল্যবান আয়াত গুলির প্রতি গভীর ভাবে মনোনিবেশ করুন ও নিজ নিজ দায়িত্বের প্রতি সচেতন হউন।

قَالَ اللهُ جَلَّ وَعَلٰى تَبَارَكَ وَتَقَدَّسَ: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِّنْ مُّدَّكِرٍ-

মহান পরওর দিগার পবিত্র কুরআনের সূরাহ আল ক্বমরে ৪ (চার) বার এই গুরুত্বপূর্ণ আয়াতটি পেশ করিয়াছেন। যাহার অর্থ হইলঃ নিশ্চিত আমি আল কুরআনকে সহজ করিয়া দিয়াছি। অতএব, (এই কুরআন হইতে) উপদেশ গ্রহণ করার (মত লোক) কেউ আছে কি? পবিত্র কালামে আরও ইরশাদ হইয়াছেঃ

كِتٰبٌ أَنْزَلْنٰهُ إِلَيْكَ مُبٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْا اٰيٰتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ-

(সূরাঃ ছওয়াদ-২৯)

www.pathagar.com

অর্থঃ 'ইহা একখানা কল্যাণময় কিতাব, যাহা আপনার কাছে অবতীর্ণ করিয়াছি, যাহাতে তাহারা (মুমিন গণ) এই কিতাবের আয়াত গুলির মধ্যে চিন্তা-গবেষণা করে, আর বুদ্ধি মানরা ইহা হইতে উপদেশ গ্রহণ করে।'

عَنْ عُثْمَانَ رَضـ : قَالَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ-

অর্থঃ বুখারী, মুসলিম সহ ছেহাহ ছিত্তার ৬ কিতাবেই হযরত উছমান (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসুল (সঃ) ফরমাইয়াছেন: তোমাদের মধ্যে উত্তম মানুষ তাহারাই যাহারা কুরআনের জ্ঞান লাভ করে ও অন্যকে তাহা শিক্ষা দেয়।

عَنْ عُمَرَ رَضـ قَالَ: قَالَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِيْنَ- (مسلم)

অর্থঃ 'উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত: রাসুলুল্লাহ (সঃ) ফরমাইয়াছেন: নিশ্চিত আল্লাহ তায়া'লা এই কিতাবের মাধ্যমে একদল মানুষের মর্যাদা বাড়াইয়া দেন, আর একদল মানুষকে অতি নীচে নামাইয়া ফেলেন। রাহমানুর রাহীম আমাদিগকে যেন মহাগ্রন্থ আল-কুরআনুল কারীমের হক আদায় করিয়া বেশী বেশী তিলাওয়াতের তওফিক দান করেন। আ'মীন, ছুম্মা আ'মীন। ইয়া রাব্বাল আ'লামীন।

(৩৩) দ্বীনি ইল্‌ম্ শিক্ষা করা।

নবুউওয়াত লাভের প্রথম অবস্থায়ই আল্লাহ তায়া'লা তাঁহার প্রিয় নবী (সঃ) কে আদেশ দিলেন, اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ- অর্থঃ ওহে নবী (সঃ) 'তোমার প্রভূর নাম লইয়া পড়, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন।' পবিত্র কুরআনে আরও ইরশাদ হইয়াছে: اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ অর্থঃ 'দয়াময় আল্লাহ কুরআনের জ্ঞান দান করিয়াছেন।'

www.pathagar.com

কুরআন মাজীদে আরও ইরশাদ হইয়াছেঃ

قُلْ هَلْ يَسْتَوِىْ الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَايَعْلَمُوْنَ- (সূরাঃ আর রহমান-৯)

অর্থঃ 'বল যাহাদের (দ্বীনের) ইলম্ আছে, আর যাহাদের (দ্বীনের) ইলম্ নাই, তাহারা উভয় কি সমান? ইমাম বুখারী (রঃ) বলেন,

رَحَلَ جَابِرٌ رَضـ مَسِيْرَةَ شَهْرٍ اِلٰى عَبْدِ اللهِ بْنِ اُنَيْسٍ رَضـ فِىْ حَدِيْثٍ وَاحِدٍ-

অর্থঃ 'ছাহাবী হযরত জাবির (রাঃ) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস (রাঃ) এর নিকট হইতে রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর একটি হাদীস জানিবার জন্য এক মাসের পথ অতিক্রম করিয়া গিয়াছিলেন। এই জাতীয় অসংখ্য ঘটনা হাদীছের কিতাবে পাওয়া যায়।'

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلى الله عليه وَسلمَ مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ- (مسلم)

অর্থঃ 'যে ব্যক্তি ইল্মের অন্বেষণে একটি রাস্তা অতিক্রম করে দয়াময় আল্লাহ তাহার জন্য জান্নাতের দিকে একটি রাস্তা সহজ করিয়া দেন।' ~~একটি হাদীসে আসিয়াছে:~~ (মুসলিম শরীফ)

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ- (ابن ماجه) .

'ইলম তালাশ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয'। (ইবনে মাযাহ) তবে ফরজ দুই প্রকার : যথা ঃ (১) ফরজে আইন। (২) ফরজে কেফায়া। ফরজে আইন যাহা প্রত্যেকের উপর ফরজ। যেমন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, উযু ইত্যাদি। অতএব নামজ, পবিত্রতা ইত্যাদি সম্বন্ধে দ্বীনের ইলম্ শিক্ষা করা ফরজে আইন, ব্যবসা সম্বন্ধে মাসলা মাসাইল জানা ব্যবসায়ীদের জন্য ফরজ। বয়স্কদের জন্য বিবাহ, তালাক সম্পর্কে জরুরী মাসাইল শিক্ষা করা ফরজ। প্রত্যেক মহল্লায় বা পাড়ায় কমপক্ষে একজন বিজ্ঞ আলিম থাকা ফরযে কেফায়া। জাগতিক জ্ঞান লাভ করা যদি ইসলাম, দেশ, মানবতার খেদমত ও

www.pathagar.com

আল্লাহ তায়া'লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হইয়া থাকে তবে তাহাও নিয়ত অনুযায়ী ছওয়াবের কাজ ও আবশ্যকীয় ।

(৩৪) দ্বীনি ইলম শিক্ষা দেওয়া ।

রাসুলুল্লাহ (সঃ) ফরমাইয়াছেন:

إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَاَهْلَ السَّمٰوٰاتِ وَالْاَرْضِ حَتّٰى النَّمْلَةَ فِىْ جُحْرِهَا وحتى الْحُوتَ فِىْ مَاءِ الْبَحْرِ يُصَلُّونَ عَلٰى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ- (ترمذى)

অর্থঃ 'যে ব্যক্তি ভাল কথা অর্থাৎ দ্বীনের ইল্‌ম্‌ মানুষকে শিক্ষা দেয় আল্লাহ তায়া'লা তাঁহার উপর রহমত নাযিল করেন এবং তাঁহার ফেরেশতা গণ, আকাশবাসীগণ, জমিন বাসীগণ, এমনকি গর্তের পিপীলিকাও সমূদ্রের পানির মাছ পর্যন্ত সবাই তাঁহার জন্য রহমত ও বরকতের দুয়া করিতে থাকেন ।' (তিরমিজি শরীফ) ।

عَنْ عُثْمَانَ رضــ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهُ (ছিহাহ সিত্তা)

অর্থঃ রাসুল (সঃ) ফরমাইয়াছেন: 'তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম মানুষ তাহারা যাহারা কুরআনের জ্ঞান অর্জন করে ও শিক্ষা দেয় ।'

দ্বীনি ইল্‌ম্‌ শিক্ষা দেওয়া ঈমানের একটি শাখা । তাই প্রিয় নবী (সঃ) ফরমান (বুখারী) -بَلِّغُوْا عَنِّى وَلَوْ اٰيَةً 'আমার কাছ হইতে দ্বীনের একটি কথা জানিলেও অন্যকে পৌছাও ।'

يَااَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ- (সূরাঃ মায়েদা-৬৭)

অর্থঃ ওহে রাসূল! (সঃ) তোমার রবের কাছ হইতে যাহা কিছু অবতীর্ণ হইয়াছে (সমস্ত কুরআন) উম্মতের কাছে পৌছাও । নবী (সঃ) সমস্ত কুরআন উম্মতকে অর্থ ও ব্যাখ্যা সহ শিক্ষা দিয়াছেন । এই শিক্ষা অনুযায়ী আকিদা ও আমল পরিশুদ্ধ করিয়াছেন । অতএব নায়ীবে নবী উলামায়ে কেরামের ও দায়িত্ব হইবে প্রতিটি পাড়ায়, মহল্লায় নবী (সঃ) এর তরিকায় ও পদ্ধতিতে কুরআনে পাক ও

www.pathagar.com

ইল্‌মে দ্বীনের শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা। শুধু ছোটদেরকে নহে বরং বড়দের কেও। ৬০/৭০ বছর ধরে একজন নামাজী, সূরা ফাতেহা, সূরা এখলাছ, সূরা আছর, সূরা ফল্‌ক ও সূরা নাছের মত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সূরা গুলি দৈনিক নামাজের মধ্যে বার বার শুনে ও তিলাওয়াত করে। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয়, এই অমূল্য রত্ন গুলির কোন মর্ম বুঝিতে পারে না। তাই ইহার কোন স্বাদ বা মজা ও আস্বাদন করিতে পারেনা। দয়াময় আল্লাহ হযরাত উলামায়ে কেরামকেও এই কথা ও আবেদনের ব্যাপারে চিন্তা করার তওফিক দান করুন। আ'মীন।

৩ টি শাখা জিহবা ও মনের সহিত সম্পর্কিত।

(৩৫) দুয়া বা আল্লাহ তায়া'লার নিকট চাওয়া। আল্লাহ তায়া'লাকে ডাকা। রাব্বুল আ'লামীন পবিত্র কুরআন শরীফে ইরশাদ করিয়াছেন:

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً اِنَّهٗ لَايُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ--------- وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا---------- (সূরাঃ আল্ আ'রাফ-৫৫,৫৬)

অর্থঃ 'তোমাদের রবকে ডাক ও তাঁহার কাছে চাও, বিনয়ের সহিতও গোপনে গোপনে, নিশ্চিত তিনি সীমা লঙ্গন কারীদিগকে পছন্দ করেন না। (সূরাঃ আল- আ'রাফ-৫৫) পরবর্তী আয়াতে ইরশাদ করিয়াছেন: তাঁহার কাছে চাও, ভয় ভীতি ও আশা-লালসার মাধ্যমে। কালামে পাকের অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে:

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ-
(সূরাঃ আল-বাকারা-১৮৬)

অর্থঃ (ওহে রাসূল)'আমার বান্দারা যখন আমার সম্বন্ধে প্রশ্ন করে, তখন বলিয়া দিন, নিশ্চয় আমি অতি নিকটে, বান্দাহ যখন আমাকে ডাকে তখন আমি তাহার ডাকে, সাড়া দেই। হযরত আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত : রাসুলুল্লাহ (সঃ) ফরমাইয়াছেন اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ

www.pathagar.com

(তিরমিজি) অর্থঃ "দুয়া ইবাদতের সার"। শাহ ওলি উল্লাহ (রঃ) 'লুম্‌য়াত' কিতাবে এর ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেনঃ দুয়ার এই ফজিলত এই জন্য যে এবাদতের হাকীকত হইলঃ

هُوَ الْخُضُوْعُ وَالتَّذَلُّلُ وَهُوَ حَاصِلٌ فِى الدُّعَاءِ اَشَدُّ الْحُصُوْلِ-

অর্থঃ বিনয় ও আকুতি। আর এই বিনয় ও আকুতি দুয়ার মধ্যেই প্রবল ভাবে পাওয়া যায়। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলিয়াছেনঃ

مَنْ لَمْ يَسْاَلِ اللهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ (তিরমিজি)

অর্থঃ 'যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে চায়না (দুয়া করেনা) আল্লাহ তায়া'লা তাঁহার উপর রাগ করেন।' (তিরমিজী শরীফ) আল্লামা মুল্লা আলী ক্বারী (রঃ) তাঁহার মিরকাত্ গ্রন্থে এর ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেনঃ

لِاَنَّ تَرْكَ السُّؤَالِ تَكَبُّرٌ وَ اِسْتِغْنَاءٌ وَهٰذَا لَايَجُوْزُ لِلْعَبْدِ-

অর্থঃ 'কেননা দয়াময় আল্লাহর কাছে না চাওয়া, অহংকার ও বেপরওয়াই এর পরিচয়, আর বান্দার জন্য ইহা জায়েয নহে।'

সুপ্রিয় মুমিন! উপরোক্ত কুরআন ও হাদীছের আলোচনা হইতে জানা গেল দুয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ এবাদত। ইহা ঈমানের একটি গুরুত্ব পূর্ণ শাখা। তবে ইহা হইতে হইবে আল্লাহ তায়া'লা ও তাঁহার রাসূল (সঃ) এর শিখানো তরীকাও পদ্ধতিতে ও শর্তানুযায়ী। বাপ-দাদার প্রচলিত রস্‌ম ও রেওয়াজ অনুযায়ী হইলে দুয়া ইবাদত না হইয়া বিদ্‌য়াত ও সীমা লঙ্ঘন হইয়া যাইবে। আর মহান আল্লাহ উপরোক্ত আয়াতের মধ্যেই দুয়ার আদব শিক্ষা দিয়া বলিয়া দিয়াছেন, নিশ্চিত তিনি সীমা লঙ্ঘন কারীকে পছন্দ করেন না।

উপরোক্ত আয়াত দ্বয়ের তাফসীরে আল্লামা মুফতি শফী (রঃ) তাফসীরে মায়ারিফুল কুরআনে লিখিয়াছেনঃ 'تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً' বিনয়ের সহিত ও গোপনে) এই দুইটি শব্দের মধ্যে দুয়া ও যিকির এর জন্য অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ দুইটি আদব শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে।

www.pathagar.com

১ম টি হইল, দুয়া কবুল হওয়ার জন্য ইহা জরুরী যে মানুষ আল্লাহ তায়া'লার সম্মুখে নিজের দূর্বলতা। ২য় টি হইল, বিনয় ও দৈন্য প্রকাশ করিয়া দুয়া করিবে। দুয়ার শব্দ গুলিও বিনয় ও দৈন্যের প্রকাশকারী হইবে। দুয়া চাওয়ার ভঙ্গিও এই ভাবে চেহারার মধ্যে ফুটিয়া উঠিবে।'

ইহা দ্বারা জানা গেল যে, বর্তমান যুগে সাধারণ মানুষ যে ভাবে দুয়া করে প্রথমত তো ইহাকে দুয়া চাওয়া বলা যায়না বরং দুয়া পড়া বলা যাইতে পারে। কেননা অধিকাংশ লোকেরা এই কথা ও জানেনা যে মুখে যে শব্দ গুলি বলিতেছে ইহার অর্থই বা কি? যেমন বর্তমান যুগে প্রায় সব (বিশেষত পাক-ভারত-বাংলাদেশ) মসজিদের ইমাম সাহেবের কিছু আরবী দুয়ার শব্দ মুখস্ত থাকে। নামাজ শেষে ঐ গুলি তাঁহারা পড়িয়া নেন। অধিকাংশ ইমামতো নিজেই এই শব্দ গুলির অর্থ বুঝেননা। আর যদি তাঁহারা নিজে বুঝেও পড়েন তবুও আরবী না জানা মুক্তদিগণতো শব্দ গুলির অর্থ মোটেই বুঝেন না। তাহারা কিছুই না বুঝিয়া ইমামের পড়া শব্দ গুলির উপর আ'মীন আ'মীন বলিতে থাকে। আর যদি কোন ব্যক্তি এমন হয় যে তাহার কথার অর্থ সে জানে এবং বুঝিয়াও বলে, কিন্তু তাহার চেহারাও সার্বিক অবস্থার মধ্যে বিনয় ও নম্রতা প্রাকাশ না পায়, তা হইলে ইহা দুয়া না হইয়া দাবীতে পরিণত হইয়া যাইবে; অথচ আল্লাহ তায়া'লার উপর বান্দার কোন দাবীর অবকাশই নাই।

মুফস্সীর (রঃ) একটু সামনে অগ্রসর হইয়া লিখিয়াছেন আমাদের যুগের মসজিদের ইমামগণকে আল্লাহ তায়া'লা হেদায়েত করুন, তাঁহারা কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষা ও পূর্ববর্তী বুজুর্গানের পথপ্রদর্শন একেবারেই পরিত্যাগ করিয়া বসিয়াছেন। তাঁহারা প্রত্যেক নামাজের পরে দুয়ার এক বানানো পদ্ধতি চালু করিয়াছেন, তাঁহারা উচ্চ আওয়াজে শব্দ পড়িতে থাকেন, যাহা দুয়ার আদবেরে পরিপন্থী। এ ছাড়াও মসবুক নামাজিগণের নামাজের মধ্যে ব্যাঘাত সৃষ্টিকারী।

www.pathagar.com

রসুমের পাধান্য এই সমস্ত মন্দ ও ফাসাদ গুলি তাঁহাদের দৃষ্টির আড়াল করিয়া ফেলিয়াছে।

যদি কোন বিশেষ অবস্থায়, বিশেষ দুয়ার প্রয়োজন হয়, তবে এক ব্যক্তি কিছুটা উচ্চ স্বরে দুয়ার শব্দ গুলি বলিবেন, অন্যেরা আমীন বলিবেন, তবে শর্ত হইল- ইহার দ্বারা যেন অন্য কোন নামাজি বা ইবাদতকারীর ইবাদতে ব্যাঘাত না ঘটে। (তাফসীরে মায়ারিফুল কুরআন-৫৭৬-৫৭৮, তৃতীয় খন্ড সূরাঃ আ'রাফ ৫৬-৫৭ নং আয়াত)

এই সমস্ত তামাশার সার হইল কিছু শব্দ পড়া। দুয়া চাওয়ার যে উদ্দেশ্য, এখানে ইহার কোন অস্তিত্বই নাই।'

সুপ্রিয় মু'মিন! জানিয়া রাখুন দুয়া কবুলের জন্য আরও দুইটি শর্ত দ্বিতীয় আয়াতে উল্লেখ করা হইয়াছে। দুয়া হইতে হইবে خَوْفًا وَّطَمَعًا অর্থাৎ (১) আল্লাহর ভয় ও (২) কবুল হওয়ার আশা লইয়া দুয়া করিতে হইবে। পঞ্চম শর্ত হইল হালাল খাদ্য খাইতে হইবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি একবার নবী (সঃ) এর সামনে এই আয়াতঃ

يَا اَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلَالاً طَيِّبًا- (সূরাঃ বাকারা-১৬৮)

তিলাওয়াত করিলাম। অর্থঃ 'ওহে মানব মন্ডলী! পৃথিবীতে যত হালাল ও পবিত্র বস্তু আছে তাহা হইতে খাও।' তখন সা'দ ইবনে ওয়াক্কাস (রাঃ) দাঁড়াইয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সঃ)! আপনি আমার জন্য আল্লাহর কাছে দুয়া করুন যেন আল্লাহ আমার সব দুয়া' কবুল করেন। তখন রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলিলেনঃ

يَا سَعْدُ اَطِبْ مَطْعَمَكَ تَكُنْ مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ اِنَّ الرَّجُلَ لَيَقْذِفُ اللُّقْمَةَ الْحَرَامَ فِىْ جَوْفِهِ مَا يُتَقَبَّلُ مِنْهُ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا وَاَيُّمَا عَبْدٍ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنَ السُّحْتِ وَالرِّبَا فَالنَّارُ اَوْلَى بِهِ- (رواه الحافظ ابن مردويه عن عطاء عن ابن عباس – كما فى ابن كثير)

www.pathagar.com

অর্থঃ 'ওহে সা'দ তোমার খাবার যেন পাক পবিত্র হয়, তাহা হইলে তোমার সব দুয়া কবুল হইবে। যাহার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, তাঁহার শপথ, একজন মানুষ যখন এক লুকমা হারাম খাবার তাহার পেটে ঢালে, তখন হইতে ৪০দিন পর্যন্ত তাহার কোন দুয়া বা এবাদত কবুল হয়না। আর যে কোন বান্দার শরীরের মাংস হারাম দ্রব্য ও সুদ খাইয়া বর্দ্ধিত হইবে, জাহান্নামের আগুনই তাহার জন্য উত্তম স্থান। (তাফসীরে ইবনে কাছির)। দুয়া কবুলের জন্য ৬ষ্ঠ শর্ত হইল, রাসূল (সঃ) এর অনুস্মরণে হইতে হইবে। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সঃ) যে সময় যে ভাবে দুয়া করিয়াছেন, সেই সময় সেই ভাবেই দুয়া করিতে হইবে। যেমন রাসুলুল্লাহ (সঃ) আজানের পর হাত না তুলিয়া দুয়া করিয়াছেন। সাহাবীগণও (রাঃ) হাত না তুলিয়া একা একা দুয়া করিয়াছেন। হাত তুলিয়া সম্মিলিত ভাবে দুয়া করেন নাই। অতএব, পরবর্তী কালে কোন দেশের ইমামগণ যদি মুসল্লিগণকে লইয়া হাত তুলিয়া সম্মিলিত ভাবে আজানের পর দুয়া করেন, তবে ইহা বিদয়াত হইবে। বিদয়াতে হাসানা বলিয়াও ইহা চালানো যাইবে না। জানাযার নামাজের সলাম ফিরানোর পর রাসুলুল্লাহ (সঃ) মুসল্লিগণকে লইয়া হাত তুলিয়া দুয়া করেন নাই। অথচ মুর্দা ব্যক্তি এই সময় উপস্থিত মুসল্লিদের দুয়ার খুবই মুখাপেক্ষী। কিন্তু যেহেতু নবী (সঃ) এই রূপ করেন নাই, তাই আমরা এই রূপ করিলে ইহা হইবে বিদ্‌য়াত। মুর্দাকে দাফনের পরে সবাইকে নিয়া দুয়া করিয়াছেন, অতএব, আমরাও সেই সময় করিব। ইহা হইবে সুন্নত। কেউ যদি বলেন, জানাযার নামাজইতো (itself) দুয়া। তাই সালাম ফিরানোর পর দু'য়ার প্রয়োজন হয় নাই। আমি বলিব, ওয়াক্তি নামাজও তো দুয়া দিয়াই আরম্ভ হয়, আর দুয়া'র মাধ্যমেই শেষ হয়। সালাত মানেইতো দুয়া।

জানাযার নামাজের পরে হাত তুলিয়া সম্মিলিত ভাবে দুয়া করিলে বিদ্‌আত্‌ হইবে, আর ওয়াক্তি নামাজের পর ইমাম সাহেব সবাইকে লইয়া হাত তুলিয়া দায়িমী ভাবে দুয়া করিলে ইহা বিদ্‌আত না হইয়া

www.pathagar.com

সুন্নত হইয়া যাইবে। যদিও রাসূল (সঃ) ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ), তাবিয়ীন, তবে তাবিয়ীন, আইম্মায়ে মুয্তহিদীন (রঃ) কেহই এমনটি করেন নাই। ইহা কি মন গড়া ফৎওয়া নহে? ইহা কি শরীয়ত বিকৃতি নহে? বিশ্ব বিখ্যাত মুহাদ্দিছ আল্লামা মুল্লা আ'লী ক্বারী (রঃ), তিবি, আং হক মুহাদ্দিসে দেহলবী গং মুহাদ্দিছ গণের সর্ব সম্মত কথা হযরত রাসূল (সঃ) কোন কোন বিশেষ পরিস্থিতি ব্যতীত কোন দিনই জামায়াতে নামাজের পর সম্মিলিত ভাবে হাত তুলিয়া দুয়া করেন নাই। আল্লামা মুল্লা আলী ক্বারী সাহেব (রঃ) তাঁহার বিশ্ব বিখ্যাত 'মিরকাত' গ্রন্থে আরও লিখিয়াছেন:

اَلْمُتَابِعَةَ كَمَا تَكُوْنُ فِىْ الْفِعْلِ تَكُوْنُ فِى التَّرْكِ اَيْضًا- فَمَنْ وَاظَبَ عَلٰى فِعْلٍ لَمْ يَفْعَلْهُ الشَّارِعُ – فَهُوَ مُبْتَدِعٌ- (مرقاة)

অর্থঃ 'রাসূলুল্লাহ (সঃ) যে কাজ যে ভাবে করিয়াছেন, সেই কাজ সেই ভাবে কারার মধ্যে যেমন তাঁহাকে অনসরণ করা জরুরী; যে কাজ তিনি করেন নাই, সেই কাজ না করার মধ্যেই তাঁহাকে অনুস্মরণ করিতে হইবে। ইহাও জরুরী, অতএব যে ব্যক্তি এমন কাজ সবসময় করিতে থাকিবে, যাহা শরীয়ত প্রবর্তক করেন নাই, সেই ব্যক্তি বিদয়াতী।' (মিরকাত)

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلمَ مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِىْ فَلَيْسَ مِنِّىْ- (متفق عليه)

অর্থঃ 'রাসুলুল্লাহ (সঃ) ফরমাইয়াছেন: যে ব্যক্তি আমার সুন্নত হইতে মুখ ফিরাইয়া নিবে, সে আমার উম্মত নহে।' (বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ)।

প্রিয় মু'মিন! দুয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ ঈমানের শাখা। ইহা পুরোপুরি ভাবে নবী (সঃ) এর অনুসরণে, বাবা-দাদার রসম ত্যাগ করিয়া করা উচিৎ। দায়ময় আল্লাহ তওফিক দিলে এই বিষয়ের উপর স্বতন্ত্র এক খানা বই লিখার ইচ্ছা পোষণ করি।

www.pathagar.com

(৩৬) আল্লাহর যিক্‌র বা স্মরণ করা।

فَاذْكُرُوْنِىْٓ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِىْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ- (সূরাঃ বাকারা-১৫২)

অর্থঃ 'তোমরা আমাকে (মুখে, মনে ও আনুগত্য-দাসত্বের মাধ্যেমে) স্মরণ কর, তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে (দয়া ও রহমতের মাধ্যমে) স্মরণ করিব। আর (আমার অফুরন্ত দানের জন্য) আমার (মুখেও এবাদতের মাধ্যমে) শুক্‌র্ আদায় কর, আর নাশুক্‌রী (কুফরী) করিও না।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا-(সূরাঃ আল- আহযাব-৪১)

অর্থঃ 'ওহে মুমিনগণ! আল্লাহকে খুব বেশী করিয়া (মনে, মুখে ও আনুগত্যের মাধ্যমে) স্মরণ কর।'

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَآاَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ- (সূরাঃ মুনাফিকুন-৯)

অর্থঃ 'ওহে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! আল্লাহর স্মরণ হইতে তোমাদিগকে যেন তোমাদের সম্পদও সন্তানাদি ভুলাইয়া না রাখে; যাহার সম্পদ ও সন্তানাদি আল্লাহ হইতে তাহাকে ভুলাইয়া রাখিবে, তাহারাই ক্ষতি গ্রস্ত হইবে।'

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ اَنَا مَعَ عَبْدِىْ اِذَا ذَكَرَنِىْ وَتَحَرَّكَتْ بِىْ شَفَتَاهُ- (رواه البخارى)

অর্থঃ 'হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেনঃ রাসুলুল্লাহ (সঃ) ফরমাইয়াছেনঃ নিশ্চিত আল্লাহ তায়া'লা ইরশাদ করিয়াছেনঃ আমি আমার বান্দার সঙ্গে থাকি, যখন সে আমাকে স্মরণ করে, আর তাহার ঠোঁট দুইটি নড়িতে থাকে।' (বুখারী শরীফ)

আল্লাহ তায়া'লা ফরমাইয়াছেনঃ

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَ ابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ- (সূরাঃ আল- জুমুয়া)

www.pathagar.com

অর্থঃ যখন নামায শেষ হইয়া যায়, তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়, আর আল্লাহর অনুগ্রহ (রিয্ক) তালাশ কর। আর আল্লাহকে খুব বেশী করিয়া স্মরণ কর, যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার।

عَنْ جُوَيْرِيَةَ رَضِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكْرَةً حِيْنَ صَلَى الصُّبْحَ وَهِيَ فِيْ مَسْجِدِهَا ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ اَنْ اَضْحَى وَهِيَ جَالِسَةٌ قَالَ مَازِلْتِ عَلَى الْحَالِ الَّتِيْ فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا قَالَتْ نَعَمْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لو) لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ اَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ لَوْزِنَتْ بِمَاقُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمَ لَوَزَنَهُنَّ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ عَدَدَ خَلْقِهٖ وَرِضَا نَفْسِهٖ وَزِنَةَ عَرْشِهٖ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهٖ- (مسلم)

অর্থঃ (উম্মুল মু'মিনিন) হযরত জুয়ায়রিয়া (রাঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন তিনি ফজরের নামাজের পর মুসল্লায় বসা ছিলেন, এমন সময় নবী (সঃ) তাঁহার কাছ হইতে বাহিরে গেলেন। বেলা দেড় প্রহরের সময় প্রত্যাবর্তন করিয়া তাঁহাকে ঐ বসা অবস্থায়ই পাইলেন। তিনি বলিলেন, তোমাকে আমি যে অবস্থায় রাখিয়া গিয়াছিলাম, এখনও সেই অবস্থায় আছ না কি? আমি বলিলাম, জি হাঁ। তখন নবী (সঃ) বলিলেন তোমার কাছ থেকে যাওয়ার পর আমি ৪টি কথা ৩ বার (মাত্র) বলিয়াছি, তোমার কথাগুলির সহিত আমার কথা গুলির ওজন করা হইলে তবে এই গুলি ভারি হইয়া যাইবে। ৪টি কথা এই: (১) سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ عَدَدَ خَلْقِهٖ অর্থঃ 'আমি আল্লাহর পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করিতেছি তাঁহার সৃষ্টির সংখ্যার সমপরিমাণ। (২) وَرِضَا نَفْسِهٖ অর্থঃ 'এতটুকু পবিত্রতা ও প্রশংসা যতটুকুতে তিনি রাজিও খুশী হইয়া যান।' (৩) وَزِنَةَ عَرْشِهٖ অর্থঃ 'আর তাঁহার আরশের ওজনের সমপরিমাণ।' (৪) وَمِدَادَ كَلِمَاتِهٖ অর্থঃ 'আর তাঁহার গুণ-গান লিখিতে যে পরিমাণ কালি লাগিবে সেই পরিমাণ।' (অর্থাৎ সীমাহীন) (মুসলিম শরীফ)।

উপরোক্ত তাছবিহকে আমি বলি বৈজ্ঞানিক যুগের, বৈজ্ঞানিক নবী (সঃ) এর বৈজ্ঞানিক তসবিহ। যাহা তিনি তাঁহার প্রিয়তমা সহধর্মীনির মাধ্যমে প্রিয় উম্মত গণের কাছে পৌছাবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

www.pathagar.com

বন্ধুগণ, জিক্‌রের ফজিলত বর্ণনায় পবিত্র কুরআনও হাদীছে নবী (সঃ), ভরপূর। প্রিয় নবী (সঃ) রাত-দিন, সকাল-সন্ধ্যা মহান আল্লাহর স্মরণে, জিকিরে-ফিকিরে, এবাদতে, দ্বীনের কাজে ব্যস্ত থাকিতেন। হুজুর (সঃ) এর জিকির-আজকার ছিল, ব্যাপক অর্থ বোধক (جَامِعْ)। হযরত জুয়ায়রিয়া (রাঃ) কে নবী (সঃ) যে জিক্‌র শিখাইয়াছিলেন, এই জাতীয় আরও অনেক জিকির্‌ও তাসবীহ নবী (সঃ) পাঠ করিতেন। দুনিয়া ব্যাপী কাফির, ফাসিকরা শয়তানের খিলাফত প্রতিষ্ঠা করিয়া মুসলমানদের উপর অত্যাচারের ষ্টীম রোলার চালাইয়া উল্লাসে ফাটিয়া পড়িতেছে। নারীদেরকে উলঙ্গ করিয়া নাচাইতেছে। গ্রামে-গঞ্জে, ঘরে ঘরে সুদ-মদ-জুয়া, বেহায়া বেলেল্লাপনা পৌঁছাইতেছে। আল্লাহ তায়া'লা বাবা আদম (আঃ) কে সৃষ্টির পূর্বে ফিরিশতা গণকে এই সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি? বলিয়া ছিলেন দয়া করিয়া একবার স্মরণ করুণ। বলিয়াছিলেন, اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً- (সূরাঃ বাকারা-৩০) অর্থঃ নিশ্চিত পৃথিবীতে আমি খলিফা (প্রতিনিধি) পাঠাইব। সূরা তওবার ১১১ নং আয়াত আর একবার মনযোগের সহিত পড়ুন। চিন্তা করুন, মহা পরাক্রম শালী মা'বুদের সাথে কি চুক্তি করিয়াছেন? বসিয়া থাকার আর সময় নাই। দয়া করিয়া জাগুন। দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ঝাপাইয়া পড়ুন। সমস্ত মুমিন ভাই-ভাই। اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ- ঐক্যবদ্ধ হউন। জোট বদ্ধ হউন। জিকিরে, জিকিরে 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনিতে দুনিয়ার ইসলাম দুশমনদের বুক কাঁপাইয়া তুলুন। আল্লাহ তায়া'লা আমাদের সহায়ক হইবেন। اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ যদি তোমরা আল্লাহর (দ্বীনের) সাহায্য কর, তবে আল্লাহ্ তোমাদের কে সাহায্য করিবেন। (সূরা ঃ মুহাম্মদ-০৭) اَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ- (আলে ইমরান-১৩৯) আমরা ঈমানের দাবী পূরণ করিলে, মহান আল্লাহ বিশ্বের নেতৃত্ব আমাদের হাতেই দিবেন। যেমন দিয়াছিলেন হযরত ছাহাবায়ে কেরাম কে। ইহা আল্লাহ তায়া'লারই ওয়াদা।

(৩৭) অপ্রয়োজনীয়, অনর্থক কথা হইতে নিজের জিহবার হেফাযত করা।

পবিত্র কুরআনে রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করিয়াছেনঃ

www.pathagar.com

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ- (١) اَلَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ- (٢) وَالَّذِيْنَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ- (٣) (সূরাঃ আল মু'মিনুন)

অর্থঃ মুমিনগণ সফল কাম হইয়া গিয়াছে (১) যাহারা তাহাদের নামাজ বিনয় সহকারে আদায় করেন (২) আর যাহারা অনর্থক কথাবার্তা ও কার্য হইতে বিরত থাকেন (৩) রাসুলুল্লাহ (সঃ) ইরশাদ করিয়াছেনঃ مِنْ حُسْنِ اِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهٗ مَالَا يَعْنِيْهِ অর্থঃ অনর্থক কাজ ও কথা-বার্তা হইতে বিরত থাকা মুসলমানের একটি বড় গুণ। পবিত্র কুরআনে আরও ইরশাদ হইয়াছেঃ

وَاِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ اَعْرَضُوْا عَنْهُ وَقَالُوْا لَنَا اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ وَسَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَانَبْتَغِى الْجٰهِلِيْنَ- (সূরাঃ কাসাস-৫৫)

অর্থঃ 'আর তাহারা যখন বাজে কথা শুনে, তখন (মুর্খদের দিক হইতে) মুখ ফিরাইয়া নেয়। আর বলে আমাদের কাজের ফল আমরা পাইব, আর তোমাদের কাজের ফল তোমরা পাইবে। তোমাদের প্রতি সালাম। আমরা অজ্ঞদের সহিত জড়িত হইতে চাইনা।

প্রিয় মুসলিম! কিয়ামতের দিন সমস্ত নিয়ামত সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইবে। ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ- সময় মানুষের জীবনে একটি অমূল্য সম্পদ। জীবনের প্রত্যেকটি মূহুর্তকে কাজে লাগাইয়া জীবনকে সার্থক ও সফল করিতে হইবে। জিহবা মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে একটি অমূল্য সম্পদ। এই জিহবা দ্বারা অতি মূল্যবান কথা বলিয়া ও পড়িয়া নিজের, জাতির ও পৃথিবীর মানুষের অনেক উপকার ও কল্যাণ করা যায়। আর এই জিহবা দ্বারা বাজে কথা, গুনার কথা, অলাভজনক কথা বলিয়া, বাজে গল্প গুজবে সময় নষ্ট করা, বাজে কাহিনী, নভেল-নাটক পড়িয়া জিহবার অসদব্যবহার করা ঈমানদারের জন্য মোটেই বাঞ্চনীয় নহে। বাজেও বেফায়দা কথা হইতে জিহবার হেফাজত করা ঈমানের একটি শাখা। এই গুণ লাভ করার জন্য দয়াময় আল্লাহ মুমিন দিগকে তওফিক দান করুন। আ'মীন। ছুম্মা আ'মীন, ইয়া রাব্বাল আ'লামীন।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

ঈমানের যে সমস্ত শাখা শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সহিত সম্পর্কীত তাহার ফিরিস্তি।

শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা ঈমানের মোট ৪০টি শাখা সম্পন্ন হয়। তম্মধ্যে ১৭ টি নিজেই করিতে হয়। ৪টি নিজের লোকদের সহিত করিতে হয়। ১৯টি নিজেদের মধ্যে ও অন্য জনসাধারণের সহিত করিতে হয়।

যে ১৭টি নিজে নিজেই করিতে হয়, তাহা এই (১) পাক-পবিত্র থাকা। (শরীর, কাপড় ও নামাজের স্থান পাক করা, ইহার অন্তর্গত) (২) নামাজ ক্বাইম করা। (৩) যাকাত দেওয়া। (৪) রুজা রাখা। (৫) হজ্জ করা। (৬) এতেকাফের মাধ্যমে শবেক্বদর তালাশ করা। (৭) ঈমান ও দ্বীন রক্ষার্থে স্বদেশ ত্যাগ (হিজরত) করা। (৮) মান্নত মানিলে তাহা পূর্ণ করা। (৯) জাইয কসম পূর্ণ করা। (১০) কসম ভঙ্গ করিলে কাফ্ফারা দেওয়া। কাফ্ফারার আলোচানা। (১১) ছতর ঢাকিয়া রাখা। (১২) কুরবানী করা। (১৩) মানুষ মরিয়া গেলে, কাফন দাফনের ব্যবস্থা করা। (১৪) ঋণ পরিশোধ করা। (১৫) ব্যবসা-বানিজ্য সততার সহিত করা। না-জায়েজ ব্যবসা হইতে দূরে থাকা। (১৬) সত্য সাক্ষ্য গোপন না রাখা। (১৭) বিবাহ করিয়া নিজেকে গুনাহ হইতে বাঁচানো।

যে চারটি নিজের লোকদের সহিত করিতে হয়।

(১) পরিবার বর্গের হক আদায় করা। স্বামী-স্ত্রী একে অন্যের হক আদায় করা। খাদিম, চাকরদের হক আদায় করা। (২) মাতা-পিতার খেদমত করা। তাহাদিগকে কোন রূপ কষ্ট না দেওয়া। (৩) সন্তান দিগকে লালন পালন করা ও ইসলামী শিক্ষা ও আমল-আখলাক শিক্ষা দেওয়া। (৪) আত্মীয় স্বজনদের সহিত সদ্ব্যবহার করা।

যে ১৯টি নিজেদের মধ্যে ও অন্যান্য জনসাধারণের মধ্যে করিতে হয়।

www.pathagar.com

(১) বড়কে সম্মান করা ও ছোটকে স্নেহ করা। (২) মেহমানকে সম্মান, করা। (৩) নিরপেক্ষ ন্যায় বিচার করা। (৪) ইসলামী জামায়াতের সাথে থাকা। (৫) উলুল আমরের আনুগত্য করা। (৬) লোকদের মধ্যে কোন ঝগড়া বিবাদ হইলে তাহা মীমাংসা করিয়া দেওয়া। (৭) সৎকাজে সাহায্য করা। (৮) ভাল কাজের আদেশ করা ও মন্দ কাজের নিষেধ করা। (৯) হদ (শরীয়ত) নির্ধারিত শাস্তি প্রতিষ্ঠা করা। (১০) দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করা। দেশের সীমান্তের রক্ষণা বেক্ষণ করা। যুদ্ধ লব্দ মালের ৫ ভাগের ১ ভাগ রাষ্ট্রের তহবীলে জমা দেওয়া। (১১) অভাবগ্রস্থকে ধার দেওয়া। (১২) পাড়া প্রতিবেশীর সহিত সুসম্পর্ক বজায় রাখা। (১৩) মানুষের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা। (১৪) অর্থের সদ্ব্যবহার করা, (অপব্যয় হইতে বাঁচিয়া থাকা)। (১৫) আমানতের খেয়ানত না করা। অন্যের মাল আত্মসাৎ না করা। (১৬) এক মুসলমানের উপর অন্য মুসলমানের হক। অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখিতে যাওয়া, সেবা করা। সালামের জওয়াব দেওয়া। হাঁচি দিয়া যে اَلْحَمْدُ لِلّٰه পড়ে তহাকে يَرْحَمُكَ اللّٰه বলিয়া জবাব দেওয়া। যে اللّٰه يَرْحَمُكَ বলিবে তাহার জবাবে يَهْدِيْكُمُ اللّٰه বলা। (১৭) অন্যের ক্ষতি না করা, কাহাকেও কোন কষ্ট না দেওয়া। (১৮) রং তামাসা ও নাচ-গান হইতে দূরে থাকা। (১৯) রাস্তা হইতে কষ্ট দায়ক বস্তু সরাইয়া দেওয়া। (১৭+৪+১৯) এই অধ্যায়ে মোট ৪০টি শাখার বর্ণনা দেওয়া হইবে। পূর্ববর্তী দুই অধ্যায়ে (৩০+৭) মোট ৩৭টি শাখার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। সর্ব মোট ৭৭ শাখার আলোচনা পূর্ণ হইবে ইন্‌শা আল্লাহ।

(৩৮) طَهَارَة পাক পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা।

পবিত্র কুরআনের সূরা মায়েদার ৬নং আয়াতে আল্লাহ তায়া'লা মুমিন দিগকে যে আদেশ দিয়াছেন, তাহার অনুবাদ হইলঃ ওহে মুমিনগণ! যখন তোমরা নামাজের জন্য উঠ, তখন নিজ মুখমন্ডল ও হাত সমূহ কনুই পর্যন্ত ধৌত কর এবং পা গুলি গিটসহ। আর যদি তোমরা অপবিত্র হও তবে সমস্ত শরীর ভাল করিয়া পবিত্র করিয়া লও। আর যদি তোমরা অসুস্থ হও, অথবা সফরে থাক, অথবা তোমরা কেহ প্রস্রাব পায়খানা সারিয়া আস অথবা স্ত্রীদের সহিত সহবাস কর,

www.pathagar.com

অতঃপর (ওযু বা গোসলের জন্য) পানি না পাও, তবে পাক মাটি দ্বারা তয়াম্মুম করিয়া লও। অর্থাৎ নিজ মুখমন্ডল ও হস্তদ্বয় পবিত্র মাটিতে হাত মারিয়া মুছিয়া ফেল। আল্লাহ তোমাদিগকে অসুবিধায় ফেলিতে চান না, কিন্তু তোমাদিগকে পবিত্র রাখিতে চান এবং তোমাদের প্রতি তাঁহার নিয়ামত পূর্ণ করিতে চান, যাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। সূরা বাকারার ২২২ নং আয়াতের শেষ অংশে আল্লাহ তায়া'লা ইরশাদ করিয়াছেনঃ

اِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ-

অর্থঃ 'নিশ্চয় আল্লাহ ঐ লোক গুলিকে ভালবাসেন, যাহারা বেশী বেশী তাওবা করে, আর ঐ লোক গুলিকে ভালবাসেন, যাহারা পাক পবিত্রতাকে বেশী গুরুত্ব দেয়।'

عَنْ اَبِىْ مَالِكِ الْاَشْعَرِىْ رَضـ: قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ (مسلم)

হযরত আবু মালিক আশয়ারী (রাঃ) হইতে বর্ণিতঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফরমাইয়াছেনঃ 'পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক।' (মুসলিম শরীফ) রাসূলুল্লাহ (সঃ) আরও ফরমাইয়াছেনঃ

اِنَّ اللهَ نَظِيْفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ فَنَظِّفُوْا اَفْنِيَتَكُمْ- (ترمذى)

নিশ্চয় আল্লাহ পাক ও পরিচ্ছন্ন। তিনি পরিচ্ছন্নতাকে পছন্দ করেন। অতএব, তোমরা বাড়ীর পার্শ্বস্ত জায়গাকেও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিও। (তিরমিজি শরীফ)। প্রিয় মুসলিম, পবিত্রতা ঈমানের একটি গুরুত্ব পূর্ণ শাখা। ইহা হইতে উদাসীন থাকিলে ইবাদত কবুল হইবে না। কবরের মধ্যেও শাস্তি হইবে। ইহা স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ও সহায়ক। ভদ্রতার পরিচায়ক।

(৩৯) নামাজ ক্বাইম করা।

www.pathagar.com

বিশ্ব জাহানের স্রষ্টা ও মালিক পবিত্র কুরআনের ২১ শে পারার ১ম আয়াতে তাঁহার প্রিয় নবী (সঃ) কে আদেশ দিয়া বলিতেছেন:

اُتْلُ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ ۔ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ۔ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ۔

অর্থঃ 'আপনি আপনার প্রতি অবতীর্ণ কিতাব তিলাওয়াত করুন, আর নামাজ ক্বাইম করুন। নিশ্চয় নামাজ অশ্লীল ও গর্হিত কার্য হইতে বিরত রাখে। আর আল্লাহর স্মরণ সর্ব শ্রেষ্ঠ।' হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) রাসুলুল্লাহ (সঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন: 'যে ব্যক্তির নামায তাহাকে অশ্লীল ও গর্হিত কার্য হইতে বিরত রাখেনা, সেই ব্যক্তি নামাজ পড়িয়া আল্লাহর রহমতের নিকটবর্তী না হইয়া বরং দূরে সরিতে থাকিবে।' (ইবনে কাছীর)

প্রিয় পাঠক! আল্লাহ তায়া'লা আরও ইরশাদ করিয়াছেন:

اَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ۔ (সূরাঃ হুদ-১১৪)

অর্থঃ 'দিনের দুই ভাগে ও রাত্রির এক অংশে (দৈনিক ৫ বার) নামাজ ক্বাইম কর, নিশ্চয় (নামাজের মত) সৎ কাজ গুলি গুনাহ সমূহ দূর করিয়া দেয়।'

কুরআনে পাকে ও হাদীস শরীফে নামাজ ক্বাইম করার উপর অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। নামাজ ক্বাইম করা বলিতে অনেক কিছু বুঝায়। (১) তাহারত বা পবিত্রতা সঠিক ভাবে হইতে হইবে। (২) সূরা ক্বিরাত শুদ্ধ হইতে হইবে। (৩) রিয়া (লোক দেখানো) মুক্ত হইতে হইবে। (৪) ফরজ নামাজ জামায়া'তে পড়িতে হইবে। (৫) বিনয়ের সহিত একনিষ্ট হইয়া পড়িতে হইবে। (৬) ছুরা গুলির অর্থ জানার চেষ্টা করিতে হইবে। (৭) নামাজের শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। (৮) সময় মত নামাজ আদায় করিতে হইবে। (৯) সমাজে ও দেশে নামাজ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করিতে হইবে। শাহ আব্দুল আজিজ (রঃ) সূরা 'মাউন' এর তাফসীরে লিখিয়াছেন, নামাজ ক্বাইম

www.pathagar.com

করার সার হইল নামাজের শিক্ষা গ্রহণ করা। নামাজী ব্যক্তি যদি নামাজের শিক্ষা গ্রহণ না করে অর্থাৎ মহান আল্লাহর আজমত ও বড়ত্বের সামনে মাথা নত না করে, সারেন্ডার না করে, ইসলামের সকল বিধানের সামনে আত্মসমর্পন না করে, তবে ইসলামী শরীয়তের ২য় স্তম্ভ নামাজের মত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতের পরও আল্লাহ পাকের রহমত হইতে দুরত্বই লাভ হইবে। দয়াময় মা'বুদের পক্ষ হইতে ভীষণ শাস্তির বা 'ওয়েল' দুযখের শাস্তির সুসংবাদ শুনিতে হইবে। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) রাসুলুল্লাহ (সঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ৭ দল মানুষ কিয়ামতের ভীষণ গরমের সময় ও মহান আল্লাহর আরশের ছায়ায় স্থান পাইবেন। তাহাদের মধ্যে ৩নং দল হইল, যাহারা এক ওয়াক্ত নামাজ মসজিদে আদায় করিয়া বাহির হইয়া আসিয়া পুনর্বার মসজিদে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত তাহাদের মন মসজিদের সাথে ঝুলন্ত থাকে। (বুখারী মুসলিম)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلٰوةِ- (مسلم)

হযরত যাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) রাসুলুল্লাহ (সঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন: বান্দা এবং কুফুর এর মধ্যে পার্থক্য হইল নামাজ। (মুসলিম শরীফ)

عَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ رَضـ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ فَاتَتْهُ صَلٰوةٌ فَكَاَنَّمَا وُتِرَ اَهْلَهُ وَمَالَهُ-

হযরত নওফল ইবনে মুয়াবিয়া (রাঃ) হইতে বর্ণিত নবী (সঃ) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তির এক ওয়াক্ত নামাজ ছুটিয়া যাইবে, তাহার যেন পরিবার পরিজন ও সমস্ত ধন-সম্পদ লুণ্ঠন হইয়া গেল।

عَنْ جَابِرٍ رَضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِفْتَاحُ الصَّلٰوةِ الطُّهُوْرُ وَمِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلٰوةُ- (مسند احمد)

হযরত যাবির (রাঃ) বলেন : নবী (সঃ) ফরমাইয়াছেন 'নামাজের চাবি হইল পবিত্রতা ও জান্নাতের চাবি হইল নামাজ।' অর্থাৎ পবিত্রতা ব্যতীত যেমন নামাজ হয় না, নামাজ ছাড়া ও জান্নাতে ঢুকা যাইবে না। (মুসনদে আহমদ)

www.pathagar.com

قَالَ اللهُ تَعَالَى : اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ - (সূরাঃ হজ্জ-৪১)

সূরা হজ্জের ৪১ নং আয়াতে আল্লাহ তায়া'লা ইরশাদ ফরমাইয়াছেনঃ 'মুমিন দিগকে আল্লাহ তায়া'লা কোন ভূখন্ডে স্বাধীনতা দান করিলে তাহারা সেখানে নামাজ ক্বাইম করে, আর জাকাত প্রদান করে, আর ভাল কাজের আদেশ দেয় ও মন্দ কাজ হইতে বিরত রাখে।' রাব্বুল আ'লামীন আমাদিগকে তাওফিক দান করুন, আমরা যেন আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশে তাঁহার অর্পিত দায়িত্ব গুলি পালন করিতে পারি।

(৪০) মালের যাকাত আদায় করা।

নামাজ বদনী এবাদত। ইহা আল্লাহ তায়া'লার হক। যাকাত মালী এবাদত। ইহা ধনীদের উপর গরীবদের হক। গরীবদের উপর ইহা ধনীদের অনুগ্রহ নহে। ধনীদিগকে আল্লাহ তায়া'লা মালদিয়া পরীক্ষা করেন। আল্লাহর নির্দেশ মানে কি না। গরীবকে ধন না দিয়া পরীক্ষা করেন, ছবর করে কি না। বৈধ পথে চলে কি না।

রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর আদর্শ হইল ইসলামী রাষ্ট্র ধনীদের, যাহারা (নির্দিষ্ট নেছাবের মালিক) কাছ হইতে হিসাব করিয়া শরীয়তের নির্ধারিত অংশ বছরান্তে আদায় করিবে। পরিকল্পিত ভাবে গরীবদের মধ্যে বণ্ঠন করিবে। যাহাতে গরীবদের ভাত, কাপড়, চিকিৎসা, বাসস্থান ও প্রয়োজনীয় ব্যয়ের জন্য দুর্গতি পুহাইতে না হয়। গরীবদের কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করা। যাহাতে বছর কয়েকের পর তাহাদের দারিদ্র দূর হইয়া যায়।

পবিত্র কুরআনে মহান মালিক অনেক স্থানে নামাজের আদেশের সাথেই যাকাত প্রদানের আদেশ দিয়াছেন। সূরা-মুয্যাম্মিলের শেষ আয়াতে ইরশাদ করিয়াছেনঃ

اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَقْرِضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا-

অর্থঃ 'তোমরা নামাজ ক্বাইম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও।' সূরা তাওবার ৩৪ নং আয়াতে ইরশাদ হইয়াছেঃ

www.pathagar.com

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ-

অর্থঃ 'আর যাহারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করিয়া রাখে, আর আল্লাহর পথে ব্যয় করেনা, তাহাদিগকে কঠিন আজাবের সুসংবাদ জানাইয়া দাও।' পরবর্তী আয়াতে (৩৫) ইরশাদ হইয়াছেঃ

يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ-

অর্থঃ 'সেই দিন জাহান্নামের আগুনে তাহা উত্তপ্ত করা হইবে এবং তাহার দ্বারা উহাদের ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্টদেশকে দগ্ধ করা হইবে।' হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফরমাইয়াছেনঃ

مَنْ اٰتَاهُ اللهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكٰوتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا اَقْرَعَ لَهُ زَبِيْبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- (بخارى)

অর্থঃ 'আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়া'লা' যাহাকে মাল দান করিয়াছেন, সে যদি যাকাত না দেয়, তবে কিয়ামতের দিন সেই মালের দ্বারা অতি বিষাক্ত পুরুষ সাপ বানানো হইবে, যাহার দুই চোখের উপর কালো বিন্দু হইবে, ঐ সাপকে তাহার গলায় পেঁচাইয়া দেওয়া হইবে।

জাকাত শব্দের দুইটি অর্থঃ ১ম পবিত্র হওয়া, ২য় অর্থ বর্ধিত হওয়া। মালের যাকাত সঠিক ভাবে আদায় করিলে মাল বর্ধিত হয়। কমে না। বাহ্যিক ভাবে কিছু কমিলে ও অন্য ভাবে আল্লাহ তায়া'লা মাল বাড়াইয়া দেন। অর্থনৈতিক থিয়রীও তাহাই বলে। যাকাত আদায় করিলে বাকী মাল পবিত্র হয়। অন্যথায় সবমাল অপবিত্র হইয়া যায়।

স্বর্ণ-রৌপ্য ছাড়াও ব্যবসায়িক মালের উপর ও ২.৫% হারে যাকাত দিতে হয়। ব্যবসায়িক প্রাণীর উপরও শরীয়ত নির্ধারিত হারে বছরান্তে যাকাত দিতে হয়। ফসলের যাকাতকে উশর বলে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হইয়াছেঃ

www.pathagar.com

كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ ۖ وَلَا تُسْرِفُوْا ۗ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ- (সূরাঃ আনআম-১৪১)

অর্থঃ তাহার ফসল উৎপন্ন হইলে তাহা হইতে তোমরা খাও, আর ফসল কাটার দিন তাহার হক আদায় কর এবং অপচয় করিও না। নিশ্চয় তিনি অপচয় কারীদিগকে পছন্দ করেন না। এখানে ফসলের যাকাত 'উশর' দানের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। সূরা আল-বাকারা ২৬৭ নং আয়াতে ইরশাদ হইয়াছেঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ-

অর্থঃ 'ওহে ঈমানদার গণ তোমাদের উপার্জিত পাক সম্পদ হইতে, আর যাহা কিছু আমি তোমাদের জন্য জমি হইতে বাহির করিয়াছি তাহা হইতে (আল্লাহর পথে) খরচ কর। এই আয়াতেও 'উশর' দানের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। উশর শব্দের অর্থ দশ ভাগের এক ভাগ।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُوْنُ اَوْ كَانَ عُشْرِيًّا اَلْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ- (رواه البخارى)

আব্দুল্লাহ ইবনুল উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ (সঃ) ফরমাইয়াছেন যে, 'যে সব জমি বৃষ্টির পানি ও নদী নালার পানি সিক্ত করে অথবা ঐ জমি উশরী হয় তাহা হইলে ঐ জমির ফসলের এক দশমাংশ দান করিতে হইবে। আর যে জমি সেচের মাধ্যমে সিক্ত হয়। তাহা হইতে একদশমাংশের অর্ধেক দান করিতে হইবে।' (বুখারী) ইসলামের দৃষ্টিতে জমি দুই প্রকার : খারাজী ও উশরী। হানফী গণের মতে যে সব জমি খারাজী তাহার খারাজ দেওয়া ফরজ। আর যে সব জমি উশরী তাহার ফসলের উশর ১০ ভাগের ১ ভাগ দেওয়া ফরজ্ একই জমির উপর খারাজ ও উশর ফরজ হয় না।

কোন জমি খারাজী ও কোন জমি উশরী এই ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা ফিকাহের কিতাব সমূহে মওজুদ আছে।

www.pathagar.com

আমাদের দেশের জমি খারাজী না উশরী ইহা বুঝার জন্য নিম্নে মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রঃ) ও মাওলানা মুফতি শফী (রঃ) দ্বয়ের মতা-মত পেশ করিতেছি।

মাওলানা থানভী (রঃ) লিখিয়াছেন 'মাসয়ালা নং ১' কোন দেশ কাফিরদের দখলে ছিল এবং তাহারাই সেখানে বসবাস করিতেছিল। তারপর মুসলমানরা আক্রমন করিয়া যুদ্ধের মাধ্যমে সেই দেশটি দখল করিয়া নিল এবং সেখানে দ্বীন ইসলাম প্রচার করিল এবং মুসলিম বাদশাহ কাফিরদের কাছ হইতে সব জমি নিয়া মুসলমানদের মধ্যে বণ্ঠন করিয়া দিল। এই রূপ জমিকে শরীয়তে উশরী জমি বলে। যদি সে দেশের অধিবাসীগণ সকলেই স্বেচ্ছায় বিনা যুদ্ধে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া থাকে তবুও সেখানকার সব জমিকে উশরী বলা হইবে। আরব দেশের সব জমি উশরী। মসআলা নং ৬ যদি কোন কাফির উশরী জমি কিনিয়া নেয়, তবে তাহা উশরী থাকে না। তারপর যদি (ঐ জমি) কোন মুসলমান ও কিনিয়ানেয় অথবা কোন ভাবে পায় তবুও তাহা উশরী হইবে না। (বেহেশতী জেওর মুকাম্মাল মুদল্লল তৃতীয় খন্ড)।

ইহাতে বুঝা গেল, তিন প্রকার জমি উশরী হয়।

(১) মুসলিম অধিকৃত দেশের যে জমি মুসলিমদের মধ্যে বণ্ঠন (করিয়া দেওয়া) হইয়াছে।

(২) এমন জমি যার মালিকরা যুদ্ধে স্বেচ্ছায় মুসলিম হইয়া গিয়াছে।

(৩) আরব দেশের সব জমি।

মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রঃ) এর উল্লেখিত মতানুযায়ী এইদেশে মুসলমানদের জমি উশরী বলিয়া গণ্য হইবে। কারণ মুসলিমরা এই দেশ দখল করিয়া বহু জমি মুসলিমদের মধ্যে বণ্ঠন করিয়া দিয়াছে এবং বহু জমির মালিক স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে।

www.pathagar.com

মাওলানা মুফতি শফী (রঃ) এই দেশের জমি সম্পর্কে তাঁহার 'ইসলাম কা নেজামে আরাদী' গ্রন্থে লিখিয়াছেন।

'সরকার এই পর্যন্ত মুসলমানদের নিকট হইতে যে ইনকাম টেক্স আদায় করিয়া আসিতেছে সেটা যাকাতের নীতি অনুযায়ী আদায় করা হয় না এবং যাকাতের নামে আদায় করিয়া যাকাতের খাতে ব্যয়ও করেনা। অনুরূপ ভাবে জমির যে সরকারী খাজানা আদায় করে তাহাও উশর ও খারাজ নামেও আদায় করেনা। আবার তাহার খাতে ব্যয় করার ও কোন ঘোষণা সরকাররের পক্ষ হইতে করা হয়নি। এই জন্য মুসলিম রাষ্ট্রের আরোপিত ইনকাম ট্যাক্স অথবা জমির সরকারী খাজানা দিলে যাকাত ও উশরের ফরজ দায়িত্ব হইতে মুক্তি পাওয়া যায়না। এই দায়িত্ব বহাল থাকে। বরং সম্পদের মালিকদের নিজ নিজ যাকাত ও উশর বাহির করিয়া তাহা তার খাতে ব্যয় করা অবশ্যই কর্তব্য। (ইসলাম কা নেজামে আরাদী-পৃষ্ঠা নং ১৮৩)।

উশর ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য :

(১) উশর আদায় করার জন্য ফসলের উপর এক বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত নহে। জমির ফসল পরিমাপ করার সঙ্গে সঙ্গেই সেই ফসলের উশর দেওয়া ফরজ হইয়া যায়। কিন্তু অন্যান্য সম্পদের যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য এক বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত।

(২) উশর ফরজ হওয়ার জন্য ঋণ হইতে মুক্ত হওয়া শর্ত নহে। যাকাতের ব্যাপারে ঋণ বাদ দেওয়ার পর নিসাব পরিমাণ সম্পদ বাকী থাকিলে তাহার উপর যাকাত ফরয হয়।

(৩) উশর ফরজ হওয়ার জন্য সুস্থ ও প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া শর্ত নহে। নাবালিগ ও পাগল ব্যক্তির ফসলেও উশর ফরজ হয়। তবে তহাদের সম্পদে যাকাত ফরজ হয় না।

(৪) উশর ফরজ হওয়ার জন্য জমির মালিক হওয়া শর্ত নহে। শুধু ফসলের মালিক হওয়া শর্ত। যদি কোন মুসলিম অন্য

www.pathagar.com

কাহারও জমি বর্গা অথবা ইজারা নিয়া ফসল লাভ করে অথবা ওয়াক্‌ফ কৃত জমি চাষ করিয়া ফসল পায় তবে তাহার উপর উশর ফরজ হইবে।

উশরের নিসাব।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ رَضِـ اَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ فِىْ حَبٍّ وَلَا ثَمَرٍ صَدَقَةٌ حَتَّىٰ يَبْلُغَ خَمْسَةَ اَوْ سُقٍ (نسائى)

হযরত আবু সাইদ খুদরি (রাঃ) হইতে বর্ণিত: নবী (সঃ) ফরমাইয়াছেন: কোন ফসলে ও ফলে তাহার পরিমান ৫ ওয়াসক (৩০ মণ) না হওয়া পর্যন্ত যাকাত (উশর) নাই। (নাসাঈ)।

ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এর মতে উশর এর কোন নিসাব নাই। যে পরিমাণ ফসলই হোক তাহার উপর উশর দিতে হইবে। তাহার দলীল হইল ঃ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ (بَقَرَة) অর্থঃ আর যাহা কিছু আমি তোমাদের জন্য জমি হইতে বাহির করিয়াছি তাহা হইতে (উত্তম অংশ খরচ কর)।

ইমাম মালিক (রঃ) ইমাম শাফিয়ী (রঃ) ইমাম আহমদ (রঃ) ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) এবং বহু হানাফি উলামার মতে ও ৫ ওয়াসকই উশরের নিসাব। মোট কথা যাকাত, উশর, ঈমানের একটি গুরুত্ব পূর্ণ শাখা। নামাজের পরেই ইহার স্থান। তবে নামাজ যে ভাবে রাসুল (সঃ) এর তরীকায়ই পড়িতে হইবে। নামাজের পূর্ব শর্ত পবিত্রতা। এই ভাবে যাকাত ও উশর রাসুল (সঃ) এর তরীকায়ই দিতে হইবে। ইহার জন্য জরুরী হইল চুড়ান্ত সংগ্রামের মাধ্যমে দেশকে ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করা। রাষ্ট্রের মাধ্যমেই যাকাত ও উশর আদায় করা। শরীয়ত নির্ধারিত খাত সমূহে পরিকল্পিত ভাবে ব্যয় করা। তাহা হইলেই দেশ হইতে মাত্র বছর দশকের মধ্যেই দারীদ্র দূরিভুত হইবে। ইনশা আল্লাহ। ইহা ছাড়া ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুদের দেওয়া ব্যবস্থাপত্র ফেমিলি প্লানিং এর মাধ্যমে কোন দিনই উদ্দেশ্য সফল হইবে না। ইবনে আব্বাস (রাঃ) এক

www.pathagar.com

রামজানের শেষ ভাগে বালিয়াছেন, তোমরা রোজার ফিতরা আদায় কর। রাসুলুল্লাহ (স) প্রত্যেক নর-নারী, গোলাম-আযাদ, বালক-বৃদ্ধ, সকলের উপর এক ছা খুরমা, অর্ধ ছা গম,রোজার ফিতরা রূপে নির্ধারিত করিয়াছেন। (আবু দাউদ) ইহাও যেন এক প্রকার যাকাত।

(৪১) রুজা রাখা।

প্রিয় পাঠক! রুজা (صِيَامٌ) ঈমানের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শাখা। যাকাতের পরেই ইহার স্থান। রাব্বুল আ'লামীন পবিত্র কুরআনে সুরাহ আল বাকারর ১৮৩ নং আয়াতে ইরশাদ করিয়াছেন :

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ-

অর্থঃ 'ওহে মু'মীনগণ তোমাদের উপর صِيَامٌ (রোজা) ফরয করিয়া দেওয়া হইয়াছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর ফরয করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। যাহাতে তোমরা পরহেজগার হইতে পারে।'

উক্ত আয়াত হিজরতের পরে মদনী জিন্দেগীতে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, নামাজ যেমন জরুরী রুজাও তেমন জরুরী। নামাজ যেমন পূর্ববর্তী সকল উম্মতের উপর ফরজ ছিল, অধিকাংশ মুফাস্সীরে কুরআন গণের মতে রুজা ও পূর্ববর্তীসকল উম্মতের উপর ফরজ ছিল। যদিও সংখ্যা ও সময় সীমার দিক দিয়া ভিন্নতা ছিল। পূর্বের উম্মতের উপর রুজার অবস্থা কঠিন ছিন। উম্মতে মুহাম্মদির উপর রুজাঅনেকটা সহজ করা হইয়াছে।

সুবহে সাদিকের আরম্ভ হইতে সুর্যাস্তের আরম্ভ পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী সহবাস হইতে বিরত থাকা রুজার নিয়তের সহিত হইলে ইহাকে (صَوْمٌ) বলে।

www.pathagar.com

তবে রুজার অপরিসীম ছওয়াব পাইতে হইলে রুজার অবস্থায় সমস্ত রকমের পাপাচার, পর নিন্দা, পরচর্চা ধোকা প্রতারণা, মিথ্যা বলা, ঝগড়া-ঝাটি করা। অন্যের কোন রূপ ক্ষতি করা। জামায়া'তে নামাজ না পড়া, দ্বীনী দায়িত্বাদি সঠিক ভাবে পালন না করা, দুনিয়ার মহব্বতে পাগল পারা হওয়া ইত্যাদি কুঅভ্যাস ত্যাগ না করিলে রুজার অফুরন্ত ছওয়াব ও পুরস্কার লাভ হইবে না। রাসুলুল্লাহ (সঃ) ফরমাইয়াছেনঃ

كَمْ مِّنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلاَّ الظَّمَأُ وَكَمْ مِّنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلاَّ السَّهْرُ-

অর্থঃ 'অনেক রুজাদার তাহার রুজার দ্বারা শুধু পিপাসার কষ্টই লাভ করিবে। রুজার কোন পুরস্কার লাভ করিতে পারিবে না। আর অনেক রাত জাগা নামাজী তাহার নামাজ হইতে শুধু রাত জাগার কষ্ট ছাড়া কোন ছওয়াব লাভ করিবে না।' (দারমি)

উপরোক্ত আয়াত হইতে বুঝা যায় রুজার মত কঠিন ইবাদত ফরজ করার উদ্দেশ্য ঈমানদার দিগকে পরহেজগার বানানো। মহান মালিকের অনুগত ও বাধ্য বানানো। মালিকের আদেশের সাথে সাথে মুখ বন্ধ করিবে। আবার মুখ খুলিবে। যত কষ্টই হউক, মালিকের নাফরমানি করিবে না। চরিত্রবান হইয়া গড়িয়া উঠিবে। আদর্শ মানুষ হইবে। দুনিয়ার বিধর্মীদের জন্য মুমিনদের সমাজ, মডেল (আদর্শ) হইবে। দুনিয়ার মানুষ মুসলমানদের চরিত্র দেখিয়া ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হইবে। দলে দলে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করিবে।

وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللهِ أَفْوَاجًا- (সূরাঃ আন নাসর)

অর্থঃ আর তুমি দেখিবে, মানুষেরা দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করিতেছে।

প্রতি বছর ক্রমাগত পূর্ণ একটি মাস সমাজের ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত অশিক্ষিত সবাই মিলিয়া এক সাথে সকাল বিকাল, সন্ধ্যা- প্রভাত

www.pathagar.com

পরহেযগার হওয়ার, মহান মুনিবের অনুগত হওয়ার ট্রেনিং অতি আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিতেছে।

এত সুন্দর আমল, এত গুরুত্ব পূর্ণ ইবাদত। ইহার সম্বন্ধে মাহনবী (সঃ) ফরমাইয়াছেনঃ

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلم : كلُّ عَمَلِ ابْنِ اٰدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا اِلٰى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ قَالَ اللهُ تَعَالٰى اِلَّا الصَّوْمُ فَاِنَّهُ لِيْ وَاَنَا اَجْزِيْ بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ اَجْلِيْ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ وَلَخَلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ وَاِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ اَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ فَاِنْ سَابَّهُ اَحَدٌ اَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ اِنِّيْ امْرُوٌ صَائِمٌ (متفق عليه)

অর্থঃ আবু হুরাইরা (রাঃ) হইতে বির্ণিতঃ রাসুলুল্লাহ (সঃ) ফরমাইয়াছেনঃ আদম সন্তানের প্রত্যেক আমলের সওয়াব দশ গুণ হইতে ৭০০ গুণ পর্যন্ত বাড়াইয়া দেওয়া হয়। আল্লাহ তায়া'লা বলেন, রুজাব্যতীত। কেননা ইহা আমারই জন্য। আর ইহার সওয়াব আমি স্বয়ং দিব। (ইহার ফল অসীম) অন্য অর্থ হইতে পারে, ইহার ফল আমি নিজে। অর্থাৎ আমাকেই পাইয়া যাইবে। (তাহার আর পাওয়ার কিছুই বাকী থাকিবেনা।) রুজাদার আমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই তাহার যৌন চাহিদা ও খাদ্য পানীয় পরিহার করে। রুজাদারের জন্য দুইটি খুশী। এক ইফতারের সময়, আর দ্বিতীয় খুশী (লাভ হইবে) যখন তাহার রবের সহিত সাক্ষাৎ লাভ করিবে। আর নিশ্চয় রুজাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ তায়া'লার নিকট মিশকের সুগন্ধ হইতেও পবিত্র (মূল্যবান)। রুজাঢাল স্বরূপ। (অর্থাৎ রুজার বদৌলতে রুজাদার শয়তানের কুমন্ত্রণা, কুপ্রবৃত্তি ও গুনাহর কাজ হইতে বাঁচিয়া থাকে)। তোমাদের কেহ যেদিন রুজারাখে, সেই দিন যেন অশ্লীল কথা না বলে, হৈ হুল্লড় না করে।

www.pathagar.com

কেহ যদি তাহাকে গালি দেয় বা ঝগড়া-ঝাটি করে, তবে সে যেন উত্তরে বলে, আমি একজন রুজাদার। (বুখারী, মুসলিম শরীফ)।

তবে রুজাদার যদি গতানুগতিক ভাবে রুজারাখে, পরহেজগার হওয়ার কোন চেষ্টাই না করে, আল্লাহর রাসূল (সঃ) তাহার সম্বন্ধে ফরমাইয়াছেন:

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهٖ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِىْ اَنْ يَّدَعَ طَعَامَهٗ وَشَرَابَهٗ (بخارى)

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত: রাসুলুল্লাহ (সঃ) ফরমাইয়াছেন: 'যে ব্যক্তি (রুজার অবস্থায়ও) মিথ্যা কথা ও মন্দ আমল ত্যাগ করে না, তাহার ভূখা পিপাসার্ত থাকার মধ্যে আল্লাহর কোন প্রয়োজন নাই।' (বুখারী শরীফ)।

দয়াময় আল্লাহ আমাদিগকে এমন ভাবে রুজা রাখার তাওফিক দান করুন, যহাতে রুজার উদ্দেশ্য সফল হয়। আমরা পরহেযগার, আল্লাহ তায়া'লার অনুগত বান্দা হইতে পারি। আ'মীন।

(৪২) হজ্জ ও উমরা।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়া'লা ফরমাইয়াছেন:

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ- (আলে ইমরান-৯৭)

অর্থঃ আর এই ঘরের (বায়তুল্লাহর) হজ্জ করা মানুষের উপর আল্লাহর হক (ফরজ)। এই পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য যাহার আছে। আর যে তাহা মানে না আল্লাহ সমস্ত বিশ্বের কোন কিছুরই পরোওয়া করেন না। পবিত্র কুরআনে আরও ইরশাদ হইয়াছে:

وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ- فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ - وَلَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهٗ- فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ بِهٖ اَذًى مِّنْ رَّاْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ- فَاِذَا اَمِنْتُمْ

www.pathagar.com

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ- فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ- وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ- تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ- ذٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ- وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ- (সূরাঃ আল- বাকারা-১৯৬)

অর্থঃ আর আল্লাহর জন্য হজ্ব ও উমরা পূর্ণ কর। আর যদি বাধাগ্রস্ত হও তবে যাহা সহজলভ্য তাহা কুরবানী কর। আর তোমরা ততক্ষণ মাথা মুন্ডন করিওনা, যতক্ষণ না কুরবানীর জন্তু যথা স্থানে পৌছিয়া যায়। তোমাদের কেহ যদি অসুস্থ হইয়া পড়ে, অথবা তাহার মাথায় যদি কোন অসুবিধা হয়, তবে তাহার পরিবর্তে রুজারাখিবে অথবা ছদকা দিবে, অথকা কুরবানী করিবে। যখন তোমরা নিরাপত্তা লাভ করিবে, আর হজ্ব ও উমরা এক সাথে করিতে চাহিবে, তাহা হইলে যাহা সহজ হইবে তাহাই কুরবানী করিবে। যাহারা কুরবানীর পশু পাইবে না, তাহারা হজ্জের সময় ৩টি রুজারাখিবে, আর বাড়ীতে ফিরিয়া ৭টি রুজারাখিবে। এই ভাবে ১০টি রুজাপূর্ণ হইয়া যাইবে। এই নির্দেশটি তাহাদের জন্য যাহাদের পরিবার পরিজন মসজিদে হারামের আশে পাশে বসবাস করে না। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আর জানিয়া রাখ, নিঃসন্দেহে আল্লাহ কঠিন আজাবের মালিক।"

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنَ الْحَجِّ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ اَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ اَوْ مَرَضٌ حَابِسٌ فَمَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ اِنْ شَاءَ يَهُوْدِيًّا وَاِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا (دارمي)

অর্থঃ হযরত আবু উমামা (রাঃ) হইতে বর্ণিতঃ রাসূলূল্লাহ (সঃ) ফরমাইয়াছেনঃ বিশেষ কারণ, জালিম সরকার অথবা রোগগ্রস্থ হওয়া এই তিন কারণের কোন একটি ব্যতীত কেহ যদি হজ্ব না করিয়া মরে, তবে সে ইচ্ছা করিলে ইয়াহুদী হইয়া মরুক অথবা খৃষ্ঠান হইয়া মরুক। (অর্থাৎ সে মুসলমান নহে)। (দারমী)

উপরে আলোচিত কুরআন ও হাদিস দ্বারা বুঝা গেল, হজ্ব ঈমানের ১টি অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ শাখা। তবে যেহেতু বয়তুল্লাহর শহর, পবিত্র মক্কা নগরীতে অবস্থিত। আর দূর-দূরান্তের দেশগুলি

www.pathagar.com

হইতে পবিত্র মক্কায় হজ্ব পালন করিতে হইলে প্রচুর টাকার ও প্রয়োজন। তাই দয়াময় আল্লাহ তায়া'লা এই গুরুত্ব পূর্ণ ইবাদত দূরবর্তী দেশ গুলির দরিদ্র লোকদের উপর ফরজ করেন নাই।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَعْجَلْ (أبوداود و الدارمي)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত রাসূলূল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেনঃ- 'যে ব্যক্তি হজ্ব করিতে ইচ্ছা করিল, সে যেন দেরী না করে।' (আবু দাউদ, দারমী)

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلمَ : تَابِعُوْا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَ الذُّنُوْبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُوْرَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ (الترمذي والنسائي)

অর্থঃ 'হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিতঃ রাসূলূল্লাহ (সঃ) ফরমাইয়াছেনঃ হজ্বের পরেই উমরা কর, কারণ এই ২টি ইবাদতের ফলে দারিদ্র ও গুনাহ দূরিভূত হয়, যেমন আগুনের চুল্লি লৌহ,স্বর্ণ ও রৌপ্যের ময়লা দূরিভূত করে। আর মকবুল হজ্বের ছাওয়াব জান্নাত ব্যতীত আর কিছুই নহে। (তিরমিজি শরীফ ও নাসায়ী শরীফ)

প্রিয় মুমিন! কুরআন মজীদ ও হাদিস শরীফের উপরোক্ত আলোচনাই হজ্ব ও উমরার গুরুত্ব ও ফজিলত জানার জন্য যথেষ্ট। আরও জানা গেল যে, হজ্ব ফরজ হওয়ার পরে দেরী করা ঠিক নহে। কারণ জীবন- মৃত্যুর সময় নির্ধারিত। বাজে অজুহাত মনের মধ্যে শয়তান ধরিবে। এখনও বয়স খুব হয় নাই। বয়স বাড়িলে যাইব। যেহেতু বয়সের সীমা আমরা মোটেই জানিনা। আর ইহা এমন একটি ফরজ, যাহা জীবনে ১বার আদায় করাই ফরজ। ফরজ আদায় না করিয়া যদি মৃত্যু বরণ করেন তবে কি উপায় হইবে? অথচ আল্লাহর রাসূল (সঃ) ফরমাইয়াছেন, এই অবস্থায় মৃত্যু বরণ করা আর ইহুদী অথবা খ্রীষ্টান হইয়া মৃত্যু বরণ করা সমান। তদুপরী চিন্তা করা উচিত, হজ্বের সফর ও হজ্বের আমলগুলি বাস্তবে খুবই কঠিন। ইহা যৌবনে আদায় করাই ভাল। বুড়ো অবস্থায় আদায় করিতে

www.pathagar.com

গেলে শারিরীক কষ্টও খুব বেশী হইবে। আর আমল গুলিও সঠিক ভাবে আদায় করা সম্ভব না ও হইতে পারে।

জানিয়া রাখুন, পবিত্র হজ্ব কবুল হওয়ার জন্যে পবিত্র মালের দ্বারা হজ্ব করিতে হইবে। হজ্বের সফরে গালি-গালাজ ঝগড়া-ঝাটি, ফাসাদ ইত্যাদি হইতে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। নিয়ত খালিস রাখিতে হইবে। আল্লাহর প্রেমে মগ্ন হইয়া হজ্বের আমল গুলি আদায় করিতে হইবে। সাথীদের যথাসাধ্য সাহায্য করিবে। কাছের কেও কাহাকেও কষ্ট দিবেনা। পর্যাপ্ত টাকা কড়ি সাথে নেওয়ার চেষ্টা করিবেন। জানকে কষ্ট দিবেন না। অন্যের মুখাপেক্ষীও হইবে না। কার্পন্য ও করিবেন না। যথাসাধ্য গরীবদের সাহায্য করিবেন। প্রয়োজনীয় সামান সাথে নিবেন। তবে অতিরিক্ত সামান সাথে নিলে কষ্ট হইবে। টাকা সঙ্গে থাকিলে প্রয়োজনীয় বস্তু সেখানেই কিনিতে পারিবেন। ভাল মুয়াল্লিম ধরিবেন। ভালো উপযোক্ত আলিমের গ্রুপে থাকিবেন। নিজের দলের লোকদের কে ছাড়িয়া একা চলিবেন না। হারিয়া গেলে খুবই কষ্ট হইবে। টাকা-পয়সা সাবধানে রাখিবেন। চুর সর্বত্র বিরাজমান। খাবারমান নিম্ন হইলে ছবর করিবেন।

বন্ধুগণ! গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখুন। বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) শুধু মানব জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মীয় নেতাই ছিলেন না। তিনি দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক নেতাও ছিলেন। তিনি শুধু মসজিদের ঈমাম বা নেতাই ছিলেন না। তিনি একটি বৃহৎ ইসলামী রাষ্ট্রেরও প্রধান ছিলেন। ধর্মীয় ব্যাপারে যেমন তাঁহাকে ঈমাম বা নেতা মানা জরুরী। রাজনৈতিক ব্যাপারে ও তাঁহাকে আদর্শ ও নেতা মানা ফরজ। তাঁহার সমূহ ধর্মীয় নিয়ম কানুন মানা যেমন জরুরী। তাঁহার কুরআন সুন্নায় উল্লেখিত সমস্ত আইন- বিধান মানা ও ফরজ। রাব্বুল আ"লামীন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেনঃ-

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتّٰى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا- (সূরা আন্ নিছা ৬৫ঃ)

অর্থঃ- (হে মুহাম্মদ (সঃ)) তোমার রবের শপথ, তাহারা ঈমানদার হইতে পারিবেনা, যতক্ষণ না তাহাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে

www.pathagar.com

তোমার দেওয়া ফায়সালা ও আইন বিধান মনে-প্রাণে মানিয়া না নিবে। এই মর্মে অনেক আয়াত কুরআনে পাকের বিভিন্ন স্থানে বিদ্যমান।

ইসলামের প্রথম কালিমাহ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর মধ্যেই রাজনীতির মূল কথা বিদ্যমান। এই কালিমা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা ঈমানের ১ম শাখায় করিয়াছি। এখানে এই কালিমার সার কথাটি জানিয়া নেন। সার কথা হইল, আল্লাহ ছাড়া আর কাহারও পূজা অর্চনা, আরাধনা, দাসত্ব, ইবাদত বন্দেগী করা যাইবেনা, করিবনা। আল্লাহর আদেশ নিষেধ, আইন বিধান ছাড়িয়া অন্য কাহারও আইন বিধান মানিব না। মানা যাইবে না। সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ তাবারাকা ওয়াতায়া'লা।

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) পৃথিবীতে প্রেরিত তাঁহার শেষ নবী, তাঁহার তিরোধানের পরে তাঁহার রাখিয়া যাওয়া কিতাব সুন্নাহর জ্ঞানে জ্ঞানী ও গুনী গণ মসজিদ, মাদ্‌রাসা, দেশ ও দুনিয়া সুন্দর ও সুশৃংখল ভাবে চালাইয়া যাইবে। জগৎবাসীর শান্তি লাভের ইহাই একমাত্র পথ।

গভীর ভাবে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারিবেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের মধ্যেই বিস্তর রাজনৈতিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিদ্যমান।

দুনয়িার কোন রাজনৈতিক নেতা কি তাহাদের দলের সদস্য দিগকে প্রতিদিন, সারাবছর, সারাজীবন, নির্ধারিত সময়ে দৈনিক ৫বার করিয়া এক নেতার পিছনে আনিয়া দাঁড় করাইতে পারিবেন? আর নির্ধারিত কর্মসূচী পালন করাইতে পারিবেন? একমাত্র বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ), শ্রেষ্ঠ ইবাদত নামাজের মাধ্যমে তাঁহার দলের সদস্য বৃন্দ (উম্মত) কে দৈনিক ৫বার নির্ধারিত সময়ে এক একজন নেতার পিছনে দুনিয়ার লক্ষ ২কেন্দ্রে সমবেত হওয়ার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। এই নামাজের মাধ্যমে নেতা নির্ধারণ, সময়ানুবর্তীতা, নিয়ামানুবর্তীতা, ভ্রাতৃত্ব বোধ, ঐক্য, শৃংখলা, নেতাকে মান্যকরা, নেতা ভুল করিলে কিভাবে ভদ্রতার সহিত তাঁহাকে শুধরাইতে

www.pathagar.com

হইবে। নেতা অযোগ্য হইলে কি ভাবে নেতা বদলী করিতে হইবে? এই সব রাজনৈতিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। শুধু ৫ওয়াক্ত নামাজই নহে। প্রতি শুক্রবারে একবার বৃহত্তর সপ্তাহিক সম্মেলন (জামায়াত) এর ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। ঐদিন খতীব (বক্তা) সাহেব সম সাময়িক অবস্থার আলোকে উপস্থিত মুসল্লিগণকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান দান করতঃ সুন্দর সমাজ, আলোকিত মানুষ তৈরী করার চেষ্টা করেন। আবার বাৎসরিক দুই দিন (ঈদ উপলক্ষে) বৃহত্তর সম্মেলন ও মূল্যবান ভাষণ দানের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। এতদব্যতীত প্রতি বছর এক বার পবিত্র হজ্ব উপলক্ষে সারা পৃথিবীর সাদা কালো, জ্ঞানী-গুনী, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ মানুষকে একই ধরনের সাধারণ লেবাসে, আমিত্ব ও অহংকার বিবর্জিত অবস্থায়, দয়াময়, সর্ব শক্তিমান আল্লাহ তায়া'লার ভয়ে, প্রেমে ও ভক্তিতে গদ গদ হইয়া একত্রিত হইয়া মুসলিম বিশ্ব সম্মেলনের স্থায়ী ব্যবস্থা করিয়া, বিশ্ব মুসলিম ঐক্যের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

প্রিয় ঈমানদারগণ! ভাবিয়া দেখুন, আমাদের প্রিয় নবী, বিশ্ব নবী, সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, কত বড় রাজনীতিবিদ ছিলেন? তাঁহার প্রত্যেকটি ইবাদতের ভিতরই অতুলনীয় রাজনীতি পরতে ২জড়িত। জাকাত তো রাজনীতি ও অর্থনীতির সার। সূদভিত্তিক অর্থনীতি তো শোষনের হাতিয়ার। ধনীগণ সূদের মাধ্যমেই গরীব দিগকে শোষণ করিয়া থাকেন। জাকাত ভিত্তিক অর্থনীতিই গরীবদের দারিদ্র দূরীভূত করিতে পারে। প্রিয় মুমিন! দয়াময় আল্লাহ আমাদিগকে ইসলামের সার্বিক জ্ঞান ও আমলের সঠিক তাওফিক দান করুন। যাহাতে আমাদের ইহকাল ও পরকাল কল্যাণময় হয়। আমরা দুনিয়ার কল্যাণ সাধন করিতে সামর্থ্য লাভ করিতে পারি। আমীন, ইয়া আরহামার রাহিমীন।

(৪৩) এ'তেকাফ করা। শবে কদর তালাশ করা।

রাব্বুল আ'লামীন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করিয়াছেনঃ-

وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (البقرة: ١٢٥)

www.pathagar.com

অর্থঃ- "আর আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈল কে নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, তোমরা আমার ঘরকে তওয়াফকারী, এতেকাফকারী ও রুকু সাজদাকারীদের জন্য পবিত্র কর"। সূরা বাক্বারা ১৮৫নং আয়াতে ইরশাদ হয়াইয়াছে ঃ-

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنَ-

অর্থঃ- 'রমজান মাস, এমন একটি মাস, যাহাতে আমি কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি।' সূরা আল ক্বদরে আল্লাহ তায়া'লা এরশাদ ফরমাইয়াছেনঃ-

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (১) اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ (২) وَمَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ- لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ (৩)

অর্থঃ- 'নিশ্চয়ই আমি এই কুরআন ক্বদরের রাত্রিতে অবতীর্ণ করিয়াছি। শবে ক্বদর এর মর্যদা সম্বন্ধে আপনি কী জানেন? শবে ক্ব;দর হাজার মাস হইতে উত্তম।

عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِيْ الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ (بخاري)

অর্থঃ- হযরত আয়শা (রাঃ) হইতে বর্ণিতঃ- "রাসূল (সঃ) ফরমাইয়াছেনঃ- তোমরা রমজানের শেষ দশ দিনের বেজোড় রাত্রিতে শবে ক্বদর তালাশ কর। (বুখারী শরীফ)

عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَرَاَيْتَ اِنْ عَلِمْتُ اَيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ مَا اَقُوْلُ فِيْهَا قَالَ قُوْلِيْ اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ (الترمذي وابن ماجه)

অর্থঃ- 'হযরত আয়শয়া (রাঃ) বলেনঃ- আমি বলিলাম,ইয়া রাসূলুল্লাহ (সঃ), আমি যদি জানিতে পারি শবে ক্বদর কোন্ রাত? তবে সেই রাত্রিতে আমি কি বলিব? তিনি বলিলেনঃ তোমি বলিও, হে আল্লাহ তুমি ক্ষমাকারী, ক্ষমা করাই তুমি পছন্দ কর। অতএব, আমাকে ক্ষমা কর।' (তিরমিযি, ইবনে মাজাহ)।

www.pathagar.com

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْمُعْتَكِفِ هُوَ يَعْتَكِفُ الذُّنُوْبَ وَيُجْزَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا (ابن ماجه)

অর্থঃ– হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত ঃ রাসূল (সঃ) ফরমাইয়াছেনঃ এ'তেকাফকারী সমস্ত গুনা হইতে বাঁচিয়া যায়। আর মসজিদের বাহিরে থাকিয়া অন্য লোকেরা যেসব নেক কাজ করে, ঐ সবের সওয়াব ও তাহাকে দান করা হয়(ইবনে মা'যাহ)।

বড় কথা, এ'তেকাফ করার কারণে শবে ক্বদরের অসীম রহমত্ বরকত লাভ করা সহজ হইয়া যায়। মহান আল্লাহ আমাদিগকে যেন শবে ক্বদর ও এ'তেকাফের রহমত ও বরকত হইতে বঞ্চিত না করেন। আমীন।

(৪৪) ঈমান ও দ্বীন রক্ষার্থে হিজরত করা।

দ্বীন ও ঈমান রক্ষার্থে স্বদেশ ত্যাগ করিয়া অন্য দেশে চলিয়া যাওয়াকে হিজরত বলে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ), হযরত মূসা (আঃ) ও তাঁহার উম্মত গণ, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ও তাঁহার মক্কাবাসী উম্মত গণ কাফিরদের অত্যাচারে অতিষ্ট হইয়া দ্বীন ও ঈমান রক্ষার জন্য নিজ মাতৃভূমি ত্যাগ করিয়াছিলেন।

হযরত আমর ইব্নে আ'স (রাঃ) হইতে বর্ণিতঃ রাসূল (সঃ) ফরমাইয়াছেনঃ إِنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ (مسلم)

অর্থঃ– 'নিশ্চয় হিজরতের কারণে ইহার পূর্বের সব গুনাহ মাফ হইয়া যায়।' (মুসলিম শরীফ)

নিজের বাড়ি-ঘর, সহায়- সম্পদ, আত্মীয়- স্বজন সবাইকে ছাড়িয়া রিক্ত হস্তে অন্য দেশে দ্বীন রক্ষার্থে চলিয়া যাওয়া সহজ কথা নহে। এই কাজের সওয়াব ও অপরিসীম। আল্লাহ তায়া'লা এই ধরনের মুহাজিরের পূর্বের সব গুনাহ মাফ করিয়া দেন। নিজ দেশে থাকিয়া যদি ঈমান রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া যায়,আর ঈমানের দাবী

www.pathagar.com

অনুযায়ী বস-বাস করার মত স্থান পাওয়া যায়, তবে ঐসব নিজ দেশ হইতে হিজরত করা জরুরী হইয়া যায়।

(৪৫) নযর (মান্নত পূর্ণ করা)

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ ط وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ- (সূরা বাক্বারা ঃ ২৭০)

অর্থঃ "আর তোমরা যাহা খরচ কর, অথবা যাহা নজরমান, নিশ্চয় আল্লাহ তায়া'লা জানেন। আর জালিমদের কোন সাহায্যকারী থাকিবেনা"। আল্লাহ তায়া'লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কেহ কিছু দান খয়রাত বা ব্যয় করিলে আল্লাহ তায়া'লা তাহার ফল ঐ ব্যক্তিকে দান করিবেন। আর মন্দ কাজে অথবা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে কোন কিছু ব্যয় করিলে, তার শাস্তি ও আল্লাহ তায়া'লা তাহাকে দিবেন। কোন ভাল কাজের নযর মানিলে তাহা পূর্ণ করা ওয়াজিব এবং তাহার সওয়াব মিলিবে।

পূর্ণ না করিলে গুনাহগার হইবে। যেমন কেহ নযর মানিল, আমি অমুক সময় একটি রোযা রাখিব। অমুক এতিম খানায় একটি গরু দান করিব।

কোন নাজায়িয কাজে নজর মানিলে তাহা পূর্ণ করা গুনাহ। যেমন অমুক পীর সাহেবকে খুশি করিয়া সন্তান লাভ, চাকরী লাভ, বিপদ-বালামুসীবাত দূর করা, রোগ মুক্ত হওয়া, বা অন্য কোন গরজ হাসিলের জন্য তাহার দরগাহে একটি গরু ,ছাগল, শিরিনী বা টাকা-পয়সা পাঠানোর মান্নত মানা বা পাঠানো পরিষ্কার শির্ক। এই সব ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তায়া'লার জন্য নির্ধারিত। ইহাতে কোন নবী-রাসূলেরও হাত নাই। যেমনঃ- কুরআন পাকে ইরশাদ হইয়াছেঃ-

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ- (সূরা- আল আ'রাফ ১৮৮)

অর্থঃ- (হে নবী (সঃ)) 'আপনি বলিয়া দিন, আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত আমি আমার নিজেরও কোন লাভ বা ক্ষতি করিতে পারিব না' ---। (সূরা- আল আ'রাফ- ১৮৮)

www.pathagar.com

হযরত আয়শা (রাঃ) হইতে বর্ণিতঃ রাসূল (সঃ) ফরমাইয়াছেনঃ

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيْعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَّعْصِيْهِ فَلاَ يَعْصِ (بخاري)

অর্থঃ- 'কেহ যদি আল্লাহর আনুগত্যের (ভাল কাজের) নজর মানে, তবে সে যেন তাহা পূর্ণ করে। আর যে কেহ আল্লাহর নাফরমানীর (না জায়িয কাজের) নজর মানিবে তাহা পূর্ণ করিবেনা।' বরং কাফ্ফারা আদায় করিবে।

(৪৬) জায়েজ কসম পূর্ণ করা।

সূরা মায়িদার ৮৯ নং আয়াতের মধ্য ভাগে আল্লাহ তা'য়ালা নির্দেশ দিয়াছেনঃ - وَاحْفَظُوْا اَيْمَانَكُمْ ----

অর্থঃ- (আল্লাহর নামে জাইয) "কসম" খাইলে তা রক্ষা কর।

কসম পাঁচ প্রকার।

১। জায়েয কসম। আল্লাহর নাম লইয়া শরীয়ত অনুমোদিত পন্থায় যদি কেহ কোন সত্য ব্যাপারে কসম খাইয়া থাকে তবে তাহা পূর্ণ করিতে হইবে। নতুবা গুনাগার হইবে। যদি কোন অসুবিধার কারণে তাহা ভঙ্গ করে। তবে তাহার (শরীয়াত নির্ধারিত) কাফ্ফারা আদায় করিতে হইবে। যেমন বলিল, আল্লাহর কসম, আমি পরীক্ষায় পাশ না করিলে ছয় মাস একাধারে রোযা রাখিব। কিন্তু পরীক্ষায় ফেল করিয়া দেখিল ছয় মাস একাধারে রোযা রাখার মত স্বাস্থ্য তাহার মোটেও নাই। তবে রোযা রাখা আরম্ভ না করিয়া নির্ধারিত কাফ্ফারা আদায় করিবে।

২। আল্লাহ ছাড়া অন্য কাহারও নামে কসম খাওয়া। ইহা জায়েয নহে। ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিতঃ রাসূল (সঃ) ফরমাইয়াছেনঃ- مَنْ حَلَفَ لِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ (ترمذي)

অর্থঃ- 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারও নামে কসম খাইবে সে মুশরিকের কাজ করিল। অর্থাৎ সে শিরক্ করিল, ইহা ঈমানের

www.pathagar.com

পরিপন্থি কাজ। অনেক লোক সন্তানের, বাপের কসম, কিরা ইত্যাদি করে। এই সব হইতে বাঁচিয়া থাকা উচিত ।'

(৩) আল্লাহর কসম খাইতে হইলে ও খুব চিন্তা করিয়া খাইতে হইবে। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিতঃ রাসূল (সঃ) ফরমাইয়াছেনঃ

وَ لَا تَحْلِفُوْا بِاللهِ إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُوْنَ (أبوداود)

অর্থঃ 'তোমরা আল্লাহর নাম লইয়া ক্বসম খাইওনা, যদি উহা সত্য, সঠিক ও বৈধ না হয়। ফালতু হয়।'

(৪) কথায় কথায় ক্বসম খাওয়া। অনর্থক শপথ করা। কাহারও কাহারও এই রূপ কথায় কথায় শপথ করার অভ্যাস হইয়া যায়। ইহা খারাপ অভ্যাস । ত্যাগ করার চেষ্টা করা উচিত। যদিও দয়াময় আল্লাহ তায়া'লা এই ব্যাপারে পাকড়াও করিবেন না। সূরা মা'য়েদার ৮৯ নং আয়াতে রাহমানুর রাহীম আল্লাহ তায়া'লা ইরশাদ করিয়াছেনঃ ------ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِيْ أَيْمَانِكُمْ

অর্থঃ 'আল্লাহ তোমাদিগকে পাকড়াও করিবেন না অনর্থক কসমের জন্য।'

৫। চালাকির মাধ্যমে কাহাকেও ঠকাইবার উদ্দেশ্যে একাধিক অর্থ বোধক শব্দ ব্যবহার করিয়া কসম খাইয়া ভুল অর্থ বোঝানো যাহা নিজের উদ্দেশ্য নহে। এই জাতিয় কসম অবৈধ ও নাজায়েয। মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত রাসূল (সঃ) ফরমাইয়াছেন।

يَمِيْنُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ (مسلم)

অর্থঃ শ্রুতা ক্বসমের যে অর্থ বুঝিবে, সেই অর্থই ধর্তব্য হইবে। (মুসলিম শরীফ)।

হ্যাঁ তবে কাহারো ক্ষতি বা অত্যাচার হইতে নিজেকে বা অন্য কাহাকেও রক্ষা করার জন্য এরূপ কসম বা শব্দ ব্যবহার করা বৈধ। যেমনঃ হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) কে মূর্তী পূজারীরা মেলায় বা পূঁজায়

www.pathagar.com

যাওয়ার আমন্ত্রণ জানাইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেনঃ أنا سقيم আমি অসুস্থ । কাফিররা বুঝিয়াছিল, তিনি শারিরীকভাবে অসুস্থ। আর তিনি এই অর্থে বলিয়াছিলেন যে, তিনি মানষিকভাবে তাদের পূঁজা পাটের জন্য অসুস্থ। সৎ উদ্দেশ্যে এই জাতীয় কথা বা কসম বৈধ।

(৪৭) কসম ভঙ্গ করিলে কাফ্ফারা দিতে হইবে।

কাফ্ফারা ৪ প্রকার যথাঃ (১) কসমের কাফ্ফারা , (২) রুজার কাফ্ফারা , (৩) খুনের কাফ্ফারা , (৪) যেহারের কাফ্ফারা।

(১) কসমের কাফ্ফারার ব্যাপারে সূরাহ মায়েদার ৮৯ নং আয়াতে ইরশাদ হইয়াছেঃ

---- فَكَفَّارَتُهٗٓ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ ط فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ ط ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ ط

وَاحْفَظُوْٓا اَيْمَانَكُمْ ط --------

অর্থঃ"কসম ভঙ্গ করিলে ইহার কাফ্ফারা এই যে-১০ জন মিস্কিনকে মধ্যম ধরনের খাদ্য প্রদান করিবে,যাহা তোমরা নিজ পরিবারকে দিয়া থাক। অথবা,তাহাদেরকে বস্ত্র প্রদান করিবে অথবা এক জন ক্রীতদাস কিংবা দাসী আযাদ করিয়া দিবে, যে ব্যক্তি সামর্থ্যহীন হইবে , সে (একাধারে) ৩টি রুজারাখিবে। ইহা তোমাদের কসমের কাফ্ফারা, যখন তোমরা শপথ (ভঙ্গ) করিবে। আর তোমরা তোমাদের কসমের হেফাজত করিও।"

(২) রুজার কাফ্ফারা ঃ-শরীয়ত সমর্থিত উযর ব্যতীত রমযান মাসে কেহ ১টি রুজাভঙ্গ করিলে তাহার কাযা আদায় করিতে হইবে। তাহা সত্বেও কাফ্ফারা আদায় করিতে হইবে। রুজার কাফ্ফারা এই যে-১টি ক্রীতদাস কে আযাদ করিতে হইবে। যদি ইহা সম্ভব না হয়, তবে একাধারে ২ মাস রুজারাখিতে হইবে। একাধারে রাখা শর্ত। কোন উযরের কারণেও ফাঁক পড়িলে আবার পূর্ণ ৬০টি রুজারাখিতে হইবে। যদি রুজারাখিতে অক্ষম হয় তবে ৬০ জন মিসকিনকে ২বেলা খাবার দান করিবে। স্ত্রীলোকের। ঋতুর কারণে মধ্য ভাগে

www.pathagar.com

রুজাবন্ধ হইলে, রুজাবাতিল হইবে না। পাক হওয়া মাত্র বাকি রুজাগুলি পূর্ণ করিতে হইবে। একদিনও দেরী করিলে আবার নতুন করিয়া সব রুজারাখিতে হইবে। নেফাসের হুকুম ঋতুর মতন নহে। কাফ্ফারার মধ্যভাগে নেফাস আসিয়া পড়িলে আবার নতুন করিয়া সমস্ত রুজারাখিতে হইবে।

(৩) খুনের কাফ্ফারা

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَأً ج وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰى اَهْلِهٖ اِلَّا اَنْ يَّصَّدَّقُوْا ط ---- فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ز تَوْبَةً مِّنَ اللّٰهِ ط وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا (সূরা নিসা ৯২)

অর্থঃ- একজন মুমিন আরেকজন মুমিনকে ভূল বশতঃ ব্যতীত (ইচ্ছা পূর্বক) হত্যা করিতে পারেনা। আর কেহ যদি ভুল বশতঃ কোন মুমিনকে হত্যা করে। তাহা হইলে একটি মুমিন ক্রীতদাসকে মুক্ত করিতে হইবে। আর তার স্বজনদেরকে রক্তের বিনিময় সমর্পন করিতে হইবে, তবে যদি তার স্বজনরা মাফ করিয়া দেয় (তাহা হইলে রক্ত বিনিময় (দিয়ত) দিতে হইবেনা।)---------- তবে কেহ যদি দাসমুক্ত করিতে সক্ষম না হয়, তাহা হইলে একাধারে দুই মাস (তওবা হিসাবে) রুজারাখিতে হইবে। আর আল্লাহ মহা জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়।

হত্যা তিন প্রকারে সংঘঠিত হইতে পারেঃ-

১। ইচ্ছা পূর্বক (قَتْلِ عَمَدْ) ধারালো অস্ত্র বা আগ্নেয়াস্ত্রের মাধ্যমে হত্যা করা।

২। ইচ্ছা কৃত হত্যার সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ। (شِبْهِ عَمَدْ) ইচ্ছা করিয়া হত্যা করা, কিন্তু এমন অস্ত্র দ্বারা নহে, যাহা দ্বারা অঙ্গচ্ছেদ হইতে পারে।

৩। ভূল বশতঃ (خَطَا) হত্যা। যেমন পাখি বা অন্য জন্তুকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছাড়িয়া ছিল। লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া কোন মানুষের উপর পড়িয়া গেল। ইহাতে লোকটি মরিয়া গেল।

www.pathagar.com

২য় ও ৩য় প্রকারের হত্যার শাস্তি বা কাফ্ফারা হইল, নিহতের উত্তরাধিকারী গণকে একশত উট অথবা দশ হাজার দিরহাম, অথবা এক হাজার দিনার রক্ত বিনিময় দিতে হইবে।আর তওবা হিসেবে একজন মুমীন দাসকে মুক্ত করিবে। অক্ষমতায় একাধারে দুই মাস রুজারাখিতে হইবে।

৪। যেহারের কাফ্ফারা

وَالَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْ نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَاسَّا ط ذٰلِكُمْ تُوْعَظُوْنَ بِهٖ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ (৩) فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَاسَّا ط فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ط

ذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ط ---------- সূরা আল মুযাদালাহ- (৪)

অর্থঃ যাহারা তাহাদের স্ত্রী গণের সহিত যেহার করে (অর্থ্যাৎ বলে তোমার পিঠ আমার মায়ের পিঠের মত, উদ্দেশ্য থাকে তুমি আমার মায়ের মতো, তোমার সহিত সহবাস অবৈধ) অতপর নিজের কথা হইতে প্রত্যাবর্তন করে, তবে একে অন্যকে স্পর্স করার পূর্বে (অর্থ্যাৎ সহবাস করার পূর্বে) একটি গোলাম আযাদ করিতে হইবে। ইহা তোমাদের জন্য উপদেশ। আল্লাহ তোমাদের আমল সম্বন্ধে অবগত আছেন।

৩। ইহাতে যে অক্ষম হইবে সে সহবাসের পূর্বেই একাধারে দুই মাস রুজারাখিবে। ইহাতে ও যদি অক্ষম হয় তবে ষাট জন মিসকিন কে দু বেলা পূর্ণ খাবার দিবে। অথবা প্রত্যেককে একটি ফিতরা সমান গম/ খেজুর/ টাকা দিতে হইবে। ইহা এই জন্য যে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান স্থাপন কর। (সূরা-মুযাদালাহ)।

(৪) উপরোক্ত দুইটি আয়াতে জেহারের কাফ্ফারা স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন।

৪৮। <u>ছতর ঢাকা (পর্দা)।</u>

www.pathagar.com

পবিত্র কুরআনের সূরা নূর এর ৩০ ও ৩১নং আয়াতে পর্দা সম্বন্ধে গুরুত্ব পূর্ণ বর্ণনা আসিয়াছে। রাব্বুল আলামীন বর্ণনা করিয়াছেন,

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ط ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ (٣٠) وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِي الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ ص وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ط وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ (٣١) (সূরা আন নূর)

অর্থঃ 'মুমিনদিগকে বলুন, তাহারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং তাহাদের যৌনাঙ্গের হেফাজত করে। এতে তাহাদের জন্য পবিত্রতা আছে। নিশ্চয়ই তাহারা যাহা করে, আল্লাহ তায়া'লা তাহা অবহিত আছেন। (সূরা আন নূর-৩১)

আর ঈমানদার নারী দিগকে বলুন তাহারা যেন তাহাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাযত করে। তাহারা যেন, যাহা সাধারণতঃ প্রকাশমান, তাহা ছাড়া তাহাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তাহারা যেন তাহাদের মাথার ওড়না বক্ষদেশে ফেলিয়া রাখে এবং তাহাদের যেন, তাদের স্বামী পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বীয় পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, তাহাদের কাজের মেয়ে, দাসী, যৌন কামনা মুক্ত পুরুষ ও বালক, যাহারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাহাদের ব্যতীত কাহারো কাছে, তাহাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। তাহারা যেন তাহাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে জোরে পদ চারনা না করে। ওহে মুমিনগণ, তোমরা সবাই আল্লার দিকে ফিরিয়া আস, যাহাতে তোমরা সফলকাম হও। (৩১) সূরা নূর।

সূরা আহযাবের ৩৩নং আয়াতে রাব্বুল আ'লামীন ইরশাদ ফরাইয়াছেনঃ

www.pathagar.com

وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلٰى -------

অর্থঃ- তোমরা ঘরের ভিতরে অবস্থান কর, মূর্খতা যুগের অনুরূপ নিজেকে প্রদর্শন করিও না। সূরা আহযাবের ৫৯ নং আয়াতে ইরশাদ ফরমাইয়াছেন-

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ط ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ط

অর্থঃ- 'হে নবী! আপনী আপনার পত্নীগণকে, কন্যাগণকে ও মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলুন, তাহারা যেন তাহাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের চেহারার উপর টানিয়া নেয়। ইহাতে তাহাদেরকে (ভদ্র হিসাবে) চিনা সহজ হইবে। যাহার ফলে তাহাদিগকে উত্যক্ত করা হইবে না।'

তিরমীযী শরীফে আসিয়াছেঃ-

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِيْ مِنْهَا وَمَا نَذَرُ قَالَ اِحْفَظْ عَوْرَتَكَ اِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ اَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ فَقَالَ الرَّجُلُ يَكُوْنُ مَعَ الرَّجُلِ قَالَ اِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ لَا يَرَاهَا اَحَدٌ فَافْعَلْ قُلْتُ فَالرَّجُلُ يَكُوْنُ خَالِيًا قَالَ فَاللهُ اَحَقُّ اَنْ يُّسْتَحْيٰ مِنْهُ-

অর্থঃ মুয়াবিয়া ইবনে হীদাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিতঃ একদা আমি নবী (সঃ) কে প্রশ্ন করিলাম শরীরের ঢাকিয়া রাখার অংশ কাহাদের সামনে ঢাকিতে হইবে? আর কাহাদের সামনে ঢাকিতে হইবে না? নবী (সঃ) বলিলেনঃ তোমাদের স্ত্রী ও দাসী ব্যতীত অন্য সকলের সামনে ঢাকিয়া রাখার স্থান গুলি (ছতর) ঢাকিয়া রাখিবে। তখন তিনি প্রশ্ন করিলেন, পুরুষ অন্য পুরুষের সামনে ও কি ছতর ঢাকিয়া রাখিবে? নবী (সঃ) বলিলেন, সম্ভব হইলে অন্য পুরুষের সামনেও (পূর্ণ ভাবে) ছতর ঢাকিয়া রাখিবে। প্রশ্নকারী বলিলেন যদি কোন পুরুষ কোন (ঘরে) একাই থাকে তবুও কি ছতর ঢাকিয়া রাখিবে? নবী (সঃ) বলিলেন, আল্লাহকে ত আর বেশী লজ্জা করা উচিৎ।

www.pathagar.com

প্রিয় মুমিন! উপরোক্ত কুরআন ও হাদীসের আলোচনা হইতে পরিষ্কার জানা গেল যে, ছতর ঢাকা, পর্দা মানা পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্য জরুরী। ইহা ঈমানের ১টি গুরুত্ব পূর্ণ শাখা।

ভাবিয়া দেখুন, যে সব মহিলা পর্দার নিয়ম সঠিক ভাবে মানেনা, তাহারাই চরিত্রহীন ছেলের প্রেমের পাত্রী হইয়া বিভিন্ন রকমের নির্যাতন, ধর্ষণ, খুন ইত্যাদির শীকার হয়। কেহ ২নিজ স্বামী ও সন্তানাদিকে ফেলিয়া অন্য কোন লম্পট যুবকের হাত ধরিয়া অজানার পথে পাড়ি দেয়। একটি পরিবার কে ধ্বংসের পথে ফেলিয়া যায়। মহান আল্লাহ মুসলমান দিগকে সুবুদ্ধি দান করুন।

(৪৯) কুরবানী করাঃ-

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হইয়াছেঃ-

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ط فَإِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا ط وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ (৩৪- হজ্জ)

অর্থঃ 'আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্য কুরবানী নির্ধারণ করিয়াছি। যাহাতে তাহারা আল্লাহর দেওয়া চতুষ্পদ জন্তু জবেহ করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে। অতএব, তেমাদের ইলাহ তো একজনই। সুতরাং তাঁহারই অনুগত থাক। এবং বিনয়ী গণকে সুসংবাদ দাও।' (সূরা হজ্ব- ৩৪)

আরও ইরশাদ হইয়াছেঃ-

لَنْ يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ط كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلٰى مَا هَدَاكُمْ ط وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (সূরা হজ্ব : ৩৭)

অর্থঃ-'এই গুলির গুশ্ত ও রক্ত আল্লাহর কাছে কখনও পৌছেনা, তবে তোমাদের তাক্বওয়াই তাঁহার কাছে পৌঁছে। এই ভাবে তিনি এই গুলিকে তোমাদের বাধ্য করিয়া দিয়াছেন। যাহাতে তোমরা আল্লাহর মহত্ব ঘোষণা কর, যেহেতু তিনি তোমাদিগকে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। মু'মিন দিগকে সুসংবাদ শুনাইয়া দিন। (সূরা হজ্ব-৩৭)

রাসূল (সঃ) বলিয়াছেনঃ

www.pathagar.com

عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ : قَالَ قَالَ اَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا هٰذِهِ الْاَضَاحِي قَالَ سُنَّةُ اَبِيْكُمْ اِبْرَاهِيمَ قَالُوْا فَمَا لَنَا فِيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ (اَبن ماجه)

অর্থঃ- জায়েদ ইবনে আরকম (রাঃ) হইতে বর্ণিতঃ 'একদা ছাহাবীগণ রাসূল (সঃ) কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল, এই কুরবানী গুলি কি? হুজুর (সঃ) বলিলেন, তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের সুন্নত। সাহাবীগণ বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ) ইহাতে আমাদের কি লাভ? হুজুর বলিলেন, প্রত্যেকটি লোমের পরিবর্তে একটি নেকী পাইবে।' (ইবনে মাজাহ)

ঈমানদার ভাই-বোন গণ! আপনারা জানেন, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কে নিজের একমাত্র প্রিয় পুত্র হযরত ঈসমাইল (আঃ) কে কুরবানী করার জন্য মহা বিশ্বের মালিক আল্লাহ তায়া'লা ইঙ্গিত করিয়া ছিলেন। ইহাতে মহান পিতা-পুত্র কুরবানীর জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়া ফেলিয়াছিলেন। এই ব্যাপারে মহান আল্লাহ পাকের উদ্দেশ্য ছিল, পিতা-পুত্রকে পরীক্ষা করা। তাঁহারা পরীক্ষা পাশ করায়, দয়াময় আল্লাহ তায়া'লা ছেলের বদলে একটি দুম্বা হাজির করিয়া দিলেন। ইব্রাহীম (আঃ) ছেলের বদলে দুম্বাটি কুরবানী করিলেন। মহান আল্লাহ হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর এই আনুগত্যে অত্যন্ত খুশী হইলেন।

বন্ধুগণ! রহমান রহীম আল্লাহপাক আমাদের মত দূর্বল ঈমানদারগণকে এত বড় কঠিন পরীক্ষায় না ফেলিয়া ছেলের বদলে গৃহ পালিত চতুষ্পদ জন্তু উট, গরু,ছাগল বা দুম্বা কুরবানী দিলেই খুশী হইয়া অঢেল নেকি দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন। অসংখ্য ও অগণিত প্রশংসা তাঁহার জন্য। ঈমানের এই গুরুত্বপূর্ণ শাখাটির উপর পূর্ণ এখলাসের সহিত আমল করার তৌফিক মহান আল্লাহর দরবারে কামনা করি। গোশ্ত খাওয়া, সুনাম অর্জন ইত্যাদি, সওয়াব ধ্বংস কারী, ইবাদত বিনষ্টকারী নিয়তের সংমিশ্রণ হইতে পাক দরবারে আশ্রয় চাই।

(৫০) মৃত ব্যক্তির দাফন কাফনের ব্যবস্থা করাঃ-

www.pathagar.com

عَنْ جَابِرٍ (رَضِ): قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ (مسلم)

অর্থঃ- "হযরত জাবির (রাঃ) হইতে বর্ণিত: রাসূল (সঃ) ফরমাইয়াছেন, যখন তোমরা তোমাদের কোন (মৃত) ভাইকে কাফন দিবে, তখন উত্তম কাফন দিবে।" (মুসলিম শরীফ)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رَض): قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلي الله عَلَيْه وَسَلم: مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسلم إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَه حَتَّيْ يُصَلِّيْ عَلَيْهَا وَيَفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا فَإِنَّه يَرْجِعَ مِنَ الْأَجْرِ بِقِيْرَاطَيْنِ كُلُّ قِيرَاط مِثْلَ أُحُدٍ وَمَنْ صَلّي عَلَيْهَا ثُمَّ رَجِعَ قَبْلَ أَنْ تَدْفَنَ فَإِنَّه يَرْجِعُ بِقِيْرَاطٍ. (رواه مسلم)

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত, 'রাসূল (সঃ) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি ঈমানের সঙ্গে সওয়াবের উদ্দেশ্যে কোন মৃত মুসলামানের লাসের পিছনে যাইবে এবং তাহাঁর নামায ও দাফন শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাহার সঙ্গে থাকিবে। সে দুই ক্বিরাত সওয়াব লইয়া ফিরিয়া আসিবে। প্রত্যেক ক্বিরাত উহুদ পাহাড়ের সমান। আর যে ব্যক্তি নামাজ পড়িয়া দাফনের পূর্বে প্রত্যাবর্তন করিবে, সে এক ক্বিরাত সওয়াব লইয়া আসিবে।' (মুসলিম শরীফ)

প্রিয় মুসলিম! দয়াময় আল্লাহ তায়া'লা তার অসংখ্য সৃষ্টির উপরে ঈমানদার ব্যক্তি বর্গকে শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দান করিয়াছেন। আর এই ঈমানদারদের জন্যই জান্নাতের অসীম নিয়ামতের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই ঈমানদারগণকেই সহজে অঢেল সওয়াব লাভ করিবার বিভিন্ন ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। নেক কাজে উৎসাহিত করিয়াছেন। ঈমানদারদের মৃত লাশকেও মর্যাদা মন্ডিত করিয়াছেন। তাই মুমনিগণের দাফন কাফন ও যানাযার নামাজে শরীক হওয়া ঈমানদার পুরুষ গণের কর্তব্য। ঈমানের একটি শাখা।

(৫১) ঋন পরিশোধ করাঃ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رَضِ) : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلْقَتْلُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ يُكَفِّرُ كُلَّ شَيْئٍ إِلاَّ الدَّيْنَ (رواه مسلم)

www.pathagar.com

অর্থঃ- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিতঃ রাসূল (সঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হইতে পারিলে সকল গুনাহ (আল্লাহর হক সম্পর্কিত) মাফ হইয়া যায়, কিন্তু অন্যের পাওনা মাফ হয়না। (মুসলিম শরীফ)

নবী (সঃ) এর সম্মুখে একবার এক যানাযা হাজির করা হইল, তখন নবী করীম (সঃ) তাহার নামাজ পড়াইলেন না। সাহাবীগণকে বলিলেন, তোমাদের সঙ্গির নামাজ তোমরাই পড়। কারণ তাহার ঋন রহিয়াছে।

প্রিয় মুমিন বৃন্দ! গভীর ভাবে ভাবিয়া দেখুন, আল্লাহর দ্বীনের বিজয় লাভ, আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিজের প্রাণটুকো পর্যন্ত বিলাইয়া দিয়া শহীদ হইতে পারিলে দয়াময় আল্লাহ তায়া'লা বান্দার উপর এত খুশী হন যে তাহার নিজের সমস্ত হক্ব ছাড়িয়া দেন। সমস্ত গুনাহ মাফ করিয়া দেন। কিন্তু অন্য বান্দার হক তিনি মাফ করেন না।

অতএব, দুনয়িার সম্পদ বাড়াইবার উদ্দেশ্যে, বড় ধনী হইবার উদ্দেশ্যে, বিলাসিতা ও উচ্চ আকাঙ্খার দরুন ঋণ করিতে যাইবেন না। দুনয়িার মহব্বতে পড়িয়া কখনো ঋণ করিতে যাইবেন না। প্রিয় নবী (সঃ) ফরমাইয়াছেনঃ-

حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيْئَةٍ (بيهقى فى شعب الايمان)

অর্থঃ 'দুয়িার মহব্বত সমস্ত গুনাহের মূল'। দুনিয়ার মহব্বত, মাল দৌলতের মহব্বতে মানুষ মিথ্যা বলে, প্রতারণা করে, খুন করে, আল্লাহর ইবাদত সঠিক ভাবে করিতে পারেনা। আরও কত রকমের গুনায় পড়িয়া যায়।

বন্ধু গণ! আয় অনুযায়ী ব্যয় করুন। আয় হইতে কখনো ব্যয় বেশী করিবেন না। অপব্যয় করিবেন না। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হইয়াছেঃ-

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ (সূরা আ'রাফ ৩১)

www.pathagar.com

অর্থঃ তোমরা (প্রয়োজন মত) খাও, পান কর, তবে অপচয় করিওনা, নিশ্চয় তিনি অপচয়কারীকে পছন্দ করেন না। অন্য আয়াতে ইরশাদ হইয়াছেঃ-

إِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا إِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ (সূরা বনি ইসরাইলঃ২৭)

অর্থঃ- 'নিঃসন্দেহে অপ্রয়োজনীয় ব্যয়কারী, অপব্যয়কারী কারী শয়তানের ভাই। কত কঠোর বাণী, কত মূল্যবান উপদেশ।'

অতএব, মুসলিম বন্ধুগণ! একান্ত প্রয়োজন ব্যতীত ঋণ গ্রহণ করিতে যাইবেন না। আর যদি একান্ত প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণ করিতে বাধ্য হন, তবে ঋণ পরিশোধ করা যথা সময়ে, চুক্তি মত, ফরজ মনে করিবেন। অপরের ঋণ পরিশোধ করা ঈমানের একটি শাখা। অতএব, ইহার গুরুত্ব ও সেই ভাবে প্রত্যেক ঈমানদারকে দিতে হইবে। দয়াময় আল্লাহ আমাদেরকে যেন ঋণমুক্ত হিসাবে মৃত্যু দান করেন। আ-মীন।

(৫২) ব্যবসা বানিজ্যে সততা বজায় রাখা, অবৈধ ব্যবসা হইতে বাঁচিয়া থাকাঃ-

عَنْ جَابِرٍ (رَضِ) : قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرٰي وَإِذَا اقْتَضَي. (بخارى)

অর্থঃ হযরত জাবির (রাঃ) হইতে বর্ণিতঃ 'নবী করীম (সঃ) ফরমাইয়াছেন, আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে দয়া করুন, যে ক্রয়-বিক্রয় ও পাওনা আদায়ের সময় ভদ্র ও নম্র ব্যবহার করে।' (বুখারী শরীফ)

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَلتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْأَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترمذي)

অর্থঃ হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত নবী করীম (সঃ) ফরমাইয়াছেন, সৎ, সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ীগণ (যদি ঈমানদার হয়) তবে পর কালে তাহারা নবী গণ, সিদ্দিক গণ ও শহীদগণের সাথী হইবেন। (তিরমিযী শরীফ)

www.pathagar.com

عَنْ عَبْدِ اللهِ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ.

অর্থঃ– হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, 'রাসূল (সঃ) ফরমাইয়াছেন- হালাল রুজি-কামাই করাও অন্যান্য ফরজের পরে একটি ফরজ।' (বায়হাকী)

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ (رَضِ) : قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَّبْرُوْرٍ. (رواه أحمد)

অর্থঃ– রাফে ইবনে খাদিজ (রাঃ) হইতে বর্ণিত, 'একদিন নবী করীম (সঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হইল কোন অর্জন সবচেয়ে পবিত্র? রাসূল (সঃ) বলিলেন, যে, ব্যক্তির নিজের পরিশ্রমের অর্জন আর প্রতারণাহীন, হালাল ব্যবসার মাধ্যমে অর্জন।' (মসনদে আহমদ)

عَنْ رِفَاعَةَ (رَضِ) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلاَّ مَنِ اتَّقَى اللهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ. (رواه الترمذي)

অর্থঃ- হযরত রেফায়া (রাঃ) নবী (সঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন; 'নিশ্চয় ব্যবসী দিগকে কিয়ামতের দিন আল্লাহর নাফরমান হিসাবে উঠানো হইবে; হ্যাঁ তবে যাহারা আল্লাহকে ভয় করিয়াছে, সততা ও সত্যবাদিতা অবলম্বন করিয়াছে।' (তিরমিযী শরীফ)।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رَضِ) قَالَ: تَلَيْتُ هٰذِهِ الْأٰيَةَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالاً طَيِّبًا (সূরা বাকারাঃ ১৬৮) فَقَامَ سَعْدُ بْنُ أَبِيْ وَقَّاصٍ (رَضِ) فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ ! اُدْعُ اللهَ أَنْ يَّجْعَلَنِيْ مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ فَقَالَ: يَا سَعْدُ! أَطِبْ مَطْعَمَكَ تَكُنْ مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَقْذِفُ اللُّقْمَةَ الْحَرَامَ فِيْ جَوْفِهِ مَا يُتَقَبَّلُ مِنْهُ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا وَأَيُّمَا عَبْدٍ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنَ السُّحْتِ وَالرِّبَا فَالنَّارُ أَوْلٰى بِهِ (حافظ ابن مردوية عن عطاء عن ابن عباس –رض-) (كما في ابن كثير)

অর্থঃ– হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি নবী (সঃ) এর খেদমতে সূরা বাক্বারার ১৬৮নং আয়াত তেলাওয়াত করিয়াছিলাম,

www.pathagar.com

তখন সা'আদ ইবনে ওয়াক্কাস (রাঃ) দাড়াইয়া বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি আমার জন্য আল্লাহর কাছে দুয়া করুন, তিনি যেন আমার সকল দুয়া কবুল করেন। তখন তিনি বলিলেন , ওহে সা'দ হালাল ও পবিত্র খাবার খাইবে, তাহা হইলে আল্লাহ তোমার সকল দুয়া কবুল করিবেন।' ঐ সত্বার কসম যাহার কুদরতের হাতে মুহাম্মদের প্রাণ,যখন কোন ব্যক্তি এক লোকমা হারাম খাদ্য তাহার পেটে ঢালে তখন হইতে চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার কোন এবাদত (দুয়া) কবুল হয় না। (ইবনে মরদুবিয়া হইতে ইবনে কাসির (রাঃ)

প্রিয় মুমিন ব্যবসায়ী বৃন্দ! সৎভাবে, হালাল ব্যবসা করুন, ঈমানের হেফাজত করুন, জীবন সফল ও সার্থক হইবে।

(৫৩) সত্য- সাক্ষ্য গোপন না করা। আল্লাহ তা'য়ালা ফরমাইয়াছেনঃ

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَإِنَّهٗ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ. (بقرة)

অর্থঃ- সাক্ষ্য গোপন রাখিওনা, যে ইহা গোপন রাখিবে তাহার আত্মা পাপিষ্ট। (বাক্বারা)

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ (رض) قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِيْ يَاْتِيْ بِشَهَادَتِهٖ قَبْلَ اَنْ يُّسْاَلَهَا. (رواه مسلم)

অর্থঃ 'হযরত যায়দ ইবনে খালিদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত: রাসুল বলিয়াছেন: 'যে ব্যক্তি না চাওয়াতে ও নিজ হইতে (সত্য) সাক্ষ্য প্রদান করে, সে-ই, উত্তম সাক্ষী।' (মুসলিম শরীফ)

عَنْ خُزَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلٰوةَ الصُّبْحِ فَلَمَّا اِنْصَرَفَ قَامَ قَائِمًا فَقَالَ عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّوْرِ بِالْاِشْرَاكِ بِاللهِ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَرَاَ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ. (رواه ابوداود)

খুরাইম ইবনে ফাতিক (রাঃ) হইতে বর্ণিতঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফযরের নামাজান্তে দাঁড়াইয়া তিনবার বলিলেন: 'মিথ্যা সাক্ষ্যদান শিরকের সমান। অতঃপর নবী (সঃ) পাঠ করিলেন: (পবিত্র

www.pathagar.com

কুরআনের উপরোক্ত আয়াত যাহার অর্থ) ঃ "অপবিত্রতা (মূর্তি পূজা) হইতে বাঁচিয়া থাক, আর বাঁচিয়া থাক মিথ্যা কথা হইতে।'

বন্ধুগণ! কুরআন ও হাদিস দ্বারা জানা গেল, স্থল ভেধে সাক্ষ্য দান করা ওয়াজিব, গোপন করা কঠিন গুনাহের কাজ। আবার মিথ্যা সাক্ষ্য দান করা ঈমান বিনষ্টকারী শিরকের সমতুল্য। অতএব, উভয় ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাকা উচিৎ।

(৫৪) বিবাহের মাধ্যমে গুনাহ হইতে বাঁচা।

قَالَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَائَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّه أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. (متفق عليه)

অর্থঃ– রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেনঃ ওহে যুবক সমাজ; তোমাদের মধ্যে যাহার পরিবারের ভরন পোষণের সামর্থ্য আছে, সে যেন বিবাহ করে। কেননা বিবাহ করিলে গুনাহ হইতে চক্ষুর হেফাজত হয় এবং গুপ্ত স্থানকে গুনাহ হইতে বাঁচানো সম্ভব হয়। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত; জনৈক সাহাবী (রাঃ) বেশী ২ এবাদত করার উদ্দেশ্যে বিবাহ না করার দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করিয়া বলিয়াছিলেনঃ

أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ وَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا.

অর্থঃ– আমি মেয়েদের হইতে দূরে থাকি। কখনও বিবাহ করিব না। ইহা শুনিয়া নবী (সঃ) বলিলেনঃ-

أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. (متفق عليه)

অর্থঃ- 'আমি বিবাহ শাদী করি। অতএব, যে ব্যক্তি আমার সুন্নত কে প্রত্যাখ্যান করিবে (বিনা ওযরে) সে আমার উম্মত নহে।' (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

ইহা হইতে বুঝা গেল, বিবাহ-শাদী ঈমানের একটি শাখা। নবী (সঃ) এর উম্মত গণকে সময় আসিলে ও স্ত্রীর ভরণ পোষণের

www.pathagar.com

যোগ্যতা থাকিলে ঈমানদার, উপযুক্ত পাত্রী তালাশ করিয়া বিবাহ করিতে হইবে। বৈরাগ্য জীবনের স্থান ইসলামে নাই। খৃষ্টান ও ইয়াহুদীদের (আহলে কিতাব) কন্যা যদি শিরকের আকিদা হইতে মুক্ত হয়, তবে বিবাহ করা যাইবে; অথবা যদি নিজ ধর্ম ত্যাগ করিয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তবে বিবাহ করা যাইবে। নতুবা নহে। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন ধর্মের ছেলে বা মেয়ের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা যাইবে না; যদি না তাহারা নিজ ধর্ম ত্যাগ করিয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। [২]

সাময়িক (মুতা) বিবাহ করা যাইবে না। খয়বর যুদ্ধের পরে, চিরকালের জন্য এই ধরনের বিবাহ মহানবী (সঃ) হারাম করিয়া দিয়াছেন।

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ --------- وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوا ---------- (সূরা বাকারাঃ ২২১)

স্ত্রীর যৌন চাহিদা পূরণ করিতে যে ব্যক্তি সম্পূর্ন অক্ষম (না মরদ্) তাহার জন্য বিবাহ করা অবৈধ।

পরিবার বর্গের হক

(৫৫) স্বামী-স্ত্রীর হক্ব আদায় করা।

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ج فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا.

(১৯ঃ সূরা- .আন নিছা) অর্থঃ– 'স্ত্রীদের সহিত ভাল ব্যবহার কর। অতঃপর যদি তাহাদের কে অপছন্দ কর; তবে হয়ত তোমরা এমন বস্তু কে অপছন্দ করিতেছ, যাহার মধ্যে আল্লাহ অনেক মঙ্গল রাখিয়াছেন।'

---

[২] টীকাঃ সূরা ঃ বাকারার ২২১ নং আয়াতে মহান আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন : 'আর তোমরা মুশরিক নারীদেরকে বিবাহ করিওনা, যতক্ষণ না তাহারা ঈমান আনে --------- আর ঈমানদার মহিলারা মুশরিক পুরুষদের সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইও না, যতক্ষণ না তাহারা ঈমান আনে'।

www.pathagar.com

'স্ত্রীগণকে লইয়া ইসলামী শরীয়াত অনুযায়ী জীবন যাপন করিতে হইবে। ইসলামী আদব আচরণ শিক্ষা দিতে হইবে'।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ (متفق عليه)

অর্থঃ– হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত রাসূল (সঃ) ফরমাইয়াছেনঃ 'তোমরা স্ত্রীদের ব্যাপারে আমার উপদেশ গ্রহণ কর, তাহাদের সহিত ভাল ব্যবহার কর। কারণ তাহাদিগকে বাঁকা হাড় হইতে সৃষ্টি করা হইয়াছে। (প্রকৃতি গত ভাবে তাহাদের মধ্যে বক্রতা আছে।) আর উপরের (বুকের) হাড় গুলি বেশী বাঁকা হইয়া থাকে। তুমি যদি ইহাকে সুজা করিতে চাও, তবে ইহা ভাঙ্গিয়া যাইবে। (অর্থাৎ তালাক হইয়া যাইবে) আর যদি তুমি চেষ্টা ছাড়িয়া দাও, তবে ইহা বাঁকাই থাকিয়া যাইবে। অতএব, তোমরা স্ত্রীদের ব্যাপারে আমার উপদেশ গ্রহণ কর।' (বুখারী ও মুসলিম)

পবিত্র কুরআনে আরও ইরশাদ হইয়াছেঃ-

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ط وَاللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ (সূরা বাকারাঃ ২২৮)

"আর পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের উপর অধিকার রহিয়াছে, তেমনি ভাবে স্ত্রীদেরও পুরুষদের উপর অধিকার রহিয়াছে নিয়ম অনুযায়ী। আর নারীদের উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রহিয়াছে। আর আল্লাহ পরম পরাক্রমশালী বিজ্ঞ।" ন্যায় বিচারক, মহা বিশ্বের একচ্ছত্র মালিক নারী-পুরুষ উভয়ের অধিকার ও কর্তব্য ঠিক করিয়া দিয়াছেন। উপরোক্ত আয়াতের মধ্যে স্ত্রীর অধিকারের কথা প্রথমেই বলিয়াছেন। কারণ স্ত্রীগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে অবহেলিত, অবলা ও দূর্বল থাকে। তাই, নিরোপায় হইয়া পুরুষের হুংকার, গালি-গালায ও নির্যাতনের শিকার হয়। কাজেই মহান আল্লাহ পুরুষ গণকে এই পদ্ধতিতে সাবধান করিয়া দিলেন যে শুধু তোমাদের অধিকার নারীদের উপরে ঠিক করা হয় নাই, বরং তোমাদের মত অবলা নারীদের ও

www.pathagar.com

তোমাদের উপর অধিকার ঠিক করা হইয়াছে। সুতরাং উভয়কেই নিজদায়িত্ব ও কর্তব্যের ব্যাপারে সচেতন হইতে হইবে। আয়াতের শেষাংশে উভয়কে আরও সাবধান করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, আললাহ মহা পরাক্রমশালী ও বিজ্ঞ। এই কথা দ্বারা স্বামী-স্ত্রী উভয়কে বুঝানো হইয়াছে যে, আল্লাহর সব ফয়সালা ও বিধি-বিধান যুক্তিযুক্ত ও বিজ্ঞান সম্মত, আর তিনি মহাপরাক্রমশালী সর্বশক্তিমান। তাঁহার নির্ধারিত সীমা লঙ্গন করার দুঃসাহস কোন মু'মিন ব্যক্তিরই করা সমিচীন নহে।

স্ত্রীলোকদের বিভিন্ন অধিকারের মধ্যে আরও ১টি বিশেষ অধিকারের ব্যাপারে সূরা নিসার ৪নং আয়াতে ইরশাদ হইয়াছেঃ

وَاٰتُوا النِّسَاءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ط فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْئًا مَّرِيْئًا۔

অর্থঃ 'আর তোমরা স্ত্রীদেরকে তাহাদের মোহর খুশী মনে দিয়া দাও। তাহারা যদি খুশী হইয়া তাহা হইতে কিছু অংশ ছাড়িয়া দেয়, তবে তাহা তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ কর।'

হ্যাঁ, মহা ইনসাফ কারী আল্লাহ তায়া'লা পুরুষদের জন্য ১টা অতিরিক্ত অধিকার স্ত্রীদের উপর দান করিয়াছেন, তাহা হইল, স্ত্রীদের উপর কতৃর্ত্ব ও নেতৃত্ব।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হইয়াছেঃ-

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَي النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰي بَعْضٍ وَّبِمَا اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ط (সূরা আন নিছা-৩৪)

অর্থঃ- "পুরুষগণ নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল, যে হেতু আল্লাহ একের উপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছেন, এবং এই কারণে যে তাহারা তাহাদের অর্থ ব্যয় করে"।

নবী করীম (সঃ) ফরমাইয়াছেনঃ-

اَفْضَلُ دِيْنَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلٰي عِيَالِهِ . (مسلم شريف)

www.pathagar.com

অর্থঃ– 'পরিবার পরিজনের ভরন-পোষণে ও প্রয়োজনে যে মাল সম্পদ ব্যয় করা হয়, তাহাই সর্বোত্তম মাল।' (মুসলিম শরীফ)

অর্থাৎ এই ব্যয়ের দ্বারা আল্লাহ তায়া'লার কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ দানের ছওয়াব পাইবে।

عَنْ أم سلمةَ (رض) قالتْ: قَالَ رسولُ اللهِ صَلي اللهُ عليهِ وَسلمَ: ايَّمَا اِمراةٍ مَاتتْ وَزَوجَها عَنْها رَاضٍ دَخلتِ الجنةَ. (رواه الترمذي)

অর্থঃ– হযরত উম্মে ছালমা (রাঃ) হইতে বর্ণিত, 'রাসূল (সঃ) ফরমাইয়াছেনঃ যে কোন মহিলা তাহার স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখিয়া মারা যাইবে, সে নিশ্চয় বেহেশতে প্রবেশ করিবে। অর্থাৎ মহিলা যদি ঈমানের উপর মৃত্যু বরন করে। যথা সম্ভব নেক আমল করিয়া থাকে। দয়াময় আল্লাহ তাহার অনেক ত্রুটি মাফ করিয়া দিবেন। এই হাদীসের দ্বারা বুঝা গেল, স্বামী কে সন্তুষ্ট রাখা অত্যন্ত ফলদায়ক ও জরুরী।'

عن عَمرِو بْنِ سَعيدٍ (رض) : قَال رسولُ اللهِ صَلي اللهُ عَليهِ وَسلمَ: مَا نَحلَ وَالِد وَلدَهُ مِنْ نَحلٍ أفضلَ من أدبٍ حَسَنٍ (رواه البيهقي)

হযরত আমর ইবনে ছায়ীদ (রাঃ) হইতে বর্ণিতঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফরমাইয়াছেনঃ 'একজন পিতা তাহার সন্তানাদির ইসলামী আখলাক ও শিক্ষা দানের জন্য যে সম্পদ ব্যয করে, তাহার চেয়ে উত্তম সম্পদ কোন পিতা তাহার সন্তানাদির জন্য রাখিয়া যাইতে বা ব্যয় করিতে পারিবেনা।' তিরমিযী ও বায়হাকী)

عن عبدِ اللهِ عَمْرِو (رض) قال: قَال رسولُ اللهِ صلي الله عليه وسلم: اَلرَّاحِمونَ يَرْحمُهمُ الرحمنُ. اِرْحَمُوْا مَنْ فِي الْاَرْضِ يَرْحَمكمْ مَنْ فِي السمَاءِ (رواه أبوداود)

অর্থঃ- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) ইবনে আছ হইতে বর্ণিতঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফরমাইয়াছেনঃ তোমরা পৃথিবী বাসীর উপর দয়া কর, তাহা হইলে আকাশ বাসী তোমাদের উপর দয়া করিবেন। (আবু দাউদ শরীফ)

www.pathagar.com

এই হাদীসের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। সন্তান-সন্ততি ঘরের কাজের লোক, খাদিম, চাকর, মজুর শ্রমিক সবাই ইহার মধ্যে শামিল। মহান, দয়াময় আল্লাহ তায়া'লার দয়া পাইতে হইলে ইহাদের প্রতি অবশ্যই দয়াপরবশ হইতে হইবে।

(৫৬) মাতা-পিতার খেদমত করা।

তাহাদিগকে কোন রূপ কষ্ট না দেওয়া। রাব্বুল আ'লামীন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করিয়াছেনঃ-

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا (সূরা বনি ইস্রাইলঃ২৪)

অর্থঃ– 'তোমার রবের নির্দেশ, তাঁহাকে ছাড়া আর কাহারো পূঁজা, এবাদত করিও না। আর পিতা-মাতার সহিত সদ্ব্যবহার কর। তাহাদের মধ্যে কেহ, অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হন, তবে তাহাদেরকে উফ শব্দটিও বলিও না, এবং তাহাদেরকে ধমক দিওনা, এবং তাহাদের সহিত শিষ্টাচারপূর্ণ কথা বল। তাহাদের সামনে ভালবাসার সহিত, নম্রভাবে মাথা নত করিয়া দাও, এবং বল, হে রব তাঁহাদের উভয়ের প্রতি দয়া কর, যেমন তাঁহারা আমাকে শৈশব কালে লালন-পালন করিয়াছেন।' পবিত্র কুরআনে আরও ইরশাদ হইয়াছেঃ-

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصٰلُهٗ فِيْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ اِلَيَّ الْمَصِيْرُ (সূরা লুকমান ঃ ১৪)

অর্থঃ– 'আর আমি মানুষকে তাহার পিতা-মাতার সহিত সদ্ব্যবহারের জোর নির্দেশ দিয়াছি। তাহার মা কষ্টের পর কষ্ট করিয়া তাহাকে গর্ভে ধারন করিয়াছেন। আর দুই বছরে তাহার দুধ ছাড়ানো হয়। নির্দেশ দিয়াছি যে, আমার প্রতি ও তোমার মাতা-পিতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। (অবশেষে) আমারই নিকট ফিরিয়া আসিতে হইবে।'

www.pathagar.com

عَنْ أَبِي هريرةَ (رض) : قال رجلٌ يا رَسولَ الله ! مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِي قال امكَ قالَ ثم مَنْ قال امكَ قال ثم مَنْ قال أمكَ قال ثم مَنْ قالَ ابوكَ (متفق عليه)

অর্থঃ- হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত: এক ব্যক্তি বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ) আমার ভাল ব্যবহার পাইবার বেশী হক্বদার কে? তিনি বলিলেন, তোমার মা। লোকটি বলিল তার পর কে? তিনি বলিলেন তোমার মা। লোকটি বলিল তার পর কে? তিনি বলিলেন তোমার মা। লোকটি বলিল তার পর কে? তিনি বলিলেন, তোমার পিতা।' (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

عن عبد اللهِ بنِ عَمرٍو (رض) : قال رسولُ اللهِ صلي الله عليه وسلمْ: رِضَيّ اَلربِّ فِي رِضَيِ الوَالدِ وَسَخَطُ اَلرَّبِ فِي سَخَطِ الوالدِ. (رواه الترمذي)

অর্থঃ- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত: রসূলুল্লাহ (সঃ) ফরমাইয়াছেন: আল্লাহর সন্তুষ্টি পিতার সন্তুষ্টির মধ্যে, আর আল্লাহর অসন্তুষ্টি পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যে। (তিরমিযী শরীফ)।

প্রিয় মুমিন! কুরআন ও হাদিসে মাতা-পিতার হক্বের ব্যাপারে অনেক বর্ণনা ও তাকিদ আসিয়াছে। রাব্বুল আ'লামীনের হকের পরেই মাতা-পিতার হকের কথা বলা হইয়াছে। মা-বাবার খেদমত ও দাবীর ব্যাপারে সচেতন হন। উভয় জাহানে লাভবান হইবেন। অন্যথায় দুই জাহানেই ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন। দয়াময় আল্লাহ এই অতীব গুরুত্ব পূর্ণ বিষয়টি গভীর ভাবে অনুধাবন করার তাওফিক দান করুন। আ'মীন।

(৫৭) সন্তান লালন-পালন করা

হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত: মহিলাদের অনুরোধে নবী (সঃ) তাহাদেরকে ওয়াজ-নসিহত শুনাইবার জন্য একটি দিন নির্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন। এক দিন তিনি তাহাদিগকে বলিয়াছিলেনঃ-

www.pathagar.com

مَا مِنْ كُنَّ إِمْرَأَةٌ تُقَدِّمُ ثَلَاثَةً مِّن وَّلَدِهَا إِلَّا كَانَ لَهَا حِجَابًا مِّنَ النَّارِ فقالت امرأة واثنين فقال واثنين (بخاري جـ١)

অর্থঃ– 'তোমাদের মধ্যে কাহারও তিনটি (না বালিগ) সন্তান মরিয়া গেলে তাহারা তোমাদের জন্য দোযখ হইতে প্রতি বন্ধক হইবে। তখন একজন মহিলা প্রশ্ন করিলেন, আর দুইজন মরিলে? নবী (সঃ) উত্তরে বলিলেন, দুইজন মরিলে ও (দুযখ হইতে প্রতিবন্ধক হইবে) (বুখারী ও মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ (সঃ) আরও ফরমাইয়াছেনঃ-

لَا يَكُونُ لِأَحَدٍ ثَلٰثٌ بَنَاتٍ أَوْ ثَلٰثُ أَخَوَاتٍ فَيُحْسِنُ إِلَيْهِنَّ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ (الأدب المفرد للبخاري)

অর্থঃ– 'যে ব্যক্তির তিনটি মেয়ে অথবা বোন হইবে এবং তাহাদিগকে লালন-পালন করিবে ও ইসলামী তা'লিম তরবিয়ত করিবে, সে নিশ্চয় বেহেশতে যাইবে। (আল আদবুল মুফরদ, বুখারী)।

অর্থাৎ কষ্ট করিয়া ছওয়াবের উদ্দেশ্যে আদর-যত্ন সহকারে ইহাদের লালন-পালন করিবে, দয়াময় আল্লাহ তায়া'লা খুশী হইয়া তাহাদের মা-বাবার ভুল-ত্রুটি মাফ করিয়া দিয়া জান্নাতে স্থান দিবেন। মা-বাবার কষ্ট বিফলে যাইবে না।

(৫৮) আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদ্ব্যবহার করা, আত্মীয়তা রক্ষা করা। (صلة الرحم)

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ (رض) قال : قال رَسُوْلُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيهِ وَسلمَ : لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ (متفق عليه)

অর্থঃ– হযরত যুবাইর ইবনে মুতয়িম (রাঃ) হইতে বর্ণিত : রাসুল (সঃ) ফরমাইয়াছেনঃ 'রক্ত সম্পর্ক বা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী বেহেশতে প্রবেশ করিবে না।' (বুখারী ও মুসলিম)

(আত্মীয় বলিতে বুঝায় পিতা-মাতা, ছেলে-মেয়ে, ভাই-বোন, দাদা-দাদী, নানা-নানী, চাচা-চাচী, মামা-মামী, খালা, ভাতিজা-ভাতিজি,

www.pathagar.com

ভাগিনা-ভাগিনি, চাচাতো ভাই-বোন, ফুফাতো ভাই-বোন, মামাতো ভাই-বোন, খালাতো ভাই-বোন ইত্যাদি।

(৫৯) বড়কে সম্মান করা ও ছোটকে স্নেহ করাঃ-

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا (رواه الترمذي)

"যে ব্যক্তি ছোটকে স্নেহ করেনা ও বড়কে সম্মান করেনা, সে আমাদের মধ্য হইতে কেহ নহে।" অর্থাৎ সে আমার উম্মত নহে। (তিরমিযী শরীফ) কারণ ইহা ব্যতীত সমাজে শান্তি- শৃংখলা বজায় থাকিতে পারে না। সমাজের উন্নতি প্রগতি ব্যাহত হয়। দয়াময় আল্লাহর বিরাগ ভাজন হইতে হয়।

(৬০) মেহমানকে সম্মান করাঃ-

عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ (رواه البخاري مسلم والبيهقي في شعب الإيمان)

অর্থঃ- হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হইতে বর্নিতঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফরমাইয়াছেনঃ 'যে ব্যক্তি আল্লাহর ও পরকালের উপর ঈমান রাখে, সে যেন তাহার মেহমানের সম্মান করে। দয়াময় আল্লাহ আমাদিগকে মেহমানের সম্মান করার যেন তাওফিক দান করেন। ইহাও ঈমানের একটি গুরুত্ব পূর্ণ শাখা।

(৬১) ন্যায় বিচার করাঃ-

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়া'লা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করিয়াছেনঃ ..... إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ(সূরা নহল : ৯০)

অর্থঃ– 'নিশ্চিত জানিয়া রাখ আল্লাহ (তোমাদিগকে) নির্দেশ দিতেছেন, পৃথিবীর বুকে সুবিচার প্রতিষ্ঠিত কর।' নবী করীম (সঃ) একটি গুরুত্ব পূর্ণ হাসীসে ফরমাইয়াছেনঃ-

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ إِمَامٌ عَادِلٌ ..... (البخاري ومسلم)

www.pathagar.com

অর্থঃ- রাব্বুল ইজ্জত কিয়ামতের দিন সাত প্রকার (গুণ বিশিষ্ট) লোককে আরশের ছায়ায় স্থান দিবেন, যে দিন এই ছায়া ব্যতীত কোন ছায়াই থাকিবে না। তন্মধ্যে প্রথম প্রকার লোক হইল (ঈমানদার) ন্যায় বিচারক।

এই ন্যায় বিচারের উপরই বিশ্ব শান্তি নির্ভর করে। জাতি সংঘ হইতে আরম্ভ করিয়া বঙ্গভবন পর্যন্ত, এমনবিক শহর-নগর হইতে আরম্ভ করিয়া পরিবার পর্যন্ত কোথাও ন্যায় বিচারের অস্তিত্ব বিরাজমান নহে। অথচ ইসলাম ন্যায় বিচারের প্রতিষ্ঠাকে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে জরুরী বলিয়া বছরে ৫২ সপ্তাহে ৫২বার প্রতি জুময়ার দিনে ইমাম সাহেবের ভাষণে (খুতবার) শেষ ভাগে প্রতিটি মসজিদে সর্ব শ্রেণীর মুমিনদের উপস্থিতে মহান বাদশাহ্ আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ হইতে শুনাইয়া ও স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয়-

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ

"নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়া'লা ছোট-বড় সবাইকে সর্বত্র ইনসাফ, তথা ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিতেছেন"।

বন্ধুগণ! ভাবিয়া দেখুন, দয়াময় আল্লাহ তায়া'লা এই পৃথিবীতে ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য মু'মিন দিগকে কত বেশী সচেতন করিবার প্রয়াস চালাইয়াছেন। কিন্তু আমরা মু'মিনবৃন্দ এই ব্যাপারে কত অসচেতন।

জানিয়া রাখুন, ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠা ছাড়া ঈমানের এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ শাখা প্রতিষ্ঠা করা মোটেই সম্ভব হইবে না। মযলুম জনতা জালিমদের অত্যাচার হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে না।

(৬২) ইসলামী জামায়া'তের সঙ্গে থাকাঃ-

قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كَلَامِهِ الْمَجِيْدِ : وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا (আলে ইমরানঃ ১০৩)

অর্থঃ- আল্লাহ তাবারাকা ওতায়া'লা, মহা মর্যাদাশীল কিতাবে ইরশাদ করিয়াছেনঃ- 'তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর (রজ্জুকুরআনে করীমকে দৃঢ় ভাবে আঁকড়ে ধর। অর্থ্যাৎ জামায়াত বদ্ধ হইয়া সবাই মিলে

www.pathagar.com

ইহার উপর আমল কর। আর পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয় না। কারণ বিচ্ছিন্ন থাকিয়া উহার উপর পূর্ণভাবে আমল করা সম্ভব নহে।' বিশ্ব নবী (সঃ) ফরমাইয়াছেনঃ-

أَنَا اٰمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اَللّٰهُ أَمَرَنِيْ بِهِنَّ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْجِهَادِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجَمَاعَةِ فَإِنَّ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ إِلَّا أَنْ يُرَاجِعَ (رواه الترمذي)

অর্থঃ- 'আমি তোমাদিগকে পাঁচটি কাজের নির্দেশ দিতেছি। আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে এই পাঁচটি কাজের নির্দেশ দিয়াছেন।'

(১) জামায়া'তের আমীরের কথা শুনা (২) আমীরের আনুগত্য করা (৩) দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করা (৪) দ্বীন রক্ষার্থে দেশ ত্যাগ করা ও (৫) ইসলামী জামায়া'তের সঙ্গে থাকা; কেননা যে ব্যক্তি ইসলামী জামায়া'ত হইতে আধহাত পরিমানও দূরে সরিয়া যাইবে, সে তাহার ঘাড় হইতে ইসলামের রজ্জুকে খুলিয়া ফেলিল। (তিরমিজি)।

বন্ধুগণ! ঈমানদারগণ যদি দলবদ্ধ না হইয়া বিচ্ছিন্ন থাকে, তবে কখনও আল্লাহর জমীনে আল্লাহর আইন-বিধান চালু করা সম্ভব হইবে না।

অতএব, কাফির-মুশরিক ও ইসলাম বিদ্বেষীদের আইন-বিধানকে উৎখাত করিয়া তদস্থলেকুরআন-সুন্নাহর আইন প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামী দলে থাকা ও তাহার শক্তি বৃদ্ধি করা ঈমানের একটি মজবুত শাখা। মহা বিশ্বের মালিক ও বাদশাহ এরই প্রেক্ষিতে নির্দেশ দিয়াছেন যে, তাদের (ইসলাম বিদ্বেষী) বিরুদ্ধে যথা শক্তি প্রস্তুতি গ্রহণ কর---(৬০: সূরা-আনফাল)

عَنْ عُمَرَ رضـ : لَا إِسْلَامَ إِلَّا بِالْجَمَاعَةِ

অর্থাৎ- মুসলমানদেরকে অবশ্যই জামায়াত বদ্ধ থাকিতে হইবে।

(৬৩) উলুল আমর এর আনুগত্য করাঃ-

www.pathagar.com

মহান প্রতি পালক, সর্ব শক্তিমান আল্লাহ সূরা নিসা এর ৫৯নং আয়াতে ইরশাদ ফরমাইয়াছেনঃ "ওহে ঈমানদার গণ! আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর, আর আনুগত্য কর উলামা, শাসক প্রশাসকের; হ্যাঁ উলামা, শাসক-প্রশাসকের বিচার বা যে কোন হুকুম কর্তৃত্বের মালিকদের সহিত যদি তোমাদের মত পার্থক্য হয়, তবে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন কর---- ।

অর্থাৎ কুরআন সুন্নাহর মাধ্যমে তাহার মীমাংশা কর । এই ব্যাপারে প্রিয় নবী (সঃ) ফরমাইয়াছেনঃ স্রষ্টার নাফরমানি হইলে সৃষ্টির আনুগত্য করা যাইবে না । অন্যতায় উলুল আমরের অবশ্যই আনুগত্য করিতে হইবে । এই মানিয়া চলার উপরই সমূহ শান্তি, উন্নতিও শৃঙ্খলা নির্ভরশীল । ইহা ও ঈমানের একটি গুরুত্ব পূর্ণ শাখা ।

(৬৪) লোকদের মধ্যে কোন ঝগড়া বিবাদ হইলে তাহা মিমাংশা করিয়া দেওয়া ।

দয়াময় আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেনঃ

وَاِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا فَاِنْ بَغَتْ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْاُخْرَاي فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْئَ اِلٰى اَمْرِ اللهِ

(সূরা হুজুরাতঃ ৯)

অর্থঃ– যদি দুইদল (বা দুই জন) মু'মিন পরস্পর যুদ্ধে (বা ঝগড়া-ঝাটিতে) জড়াইয়া পড়ে, তবে তাহাদের মধ্যে মীমাংশা করিয়া দাও । অতঃপর যদি তাহাদের একদল অপর দলের উপর আক্রমন করে, তবে তোমরা আক্রমণ কারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে, যে পর্যন্ত না তাহারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরিয়া আসিবে । যদি ফিরিয়া আসে, তবে তোমরা তাহাদের মধ্যে ইনসাফের সহিত মীমাংশা করিয়া দিবে । আর (সর্বাবস্থায় ইনছাফ করিবে) । নিশ্চয় আল্লাহ ইনছাফকারী দিগকে পছন্দ করেন ।

এই আয়াত হইতে দুইটি বিষয় জানা যায় । (১) ঝগড়া কারীদের মধ্যে মীমাংশা করিয়া দেওয়ার চেষ্টা করা । (২) চেষ্টা যদি ফলবতী না হয়, তবে মজলুমের সহায়তা করা, যাহাতে জালিম

www.pathagar.com

তাহার উপর আরও জুলুম করিতে না পারে। ছহীহ হাদীসে আসিয়াছেঃ তোমার ভাই জালিম হউক অথবা মজলুম হউক উভয় অবস্থায় তাহাকে সাহায্য কর। প্রশ্ন করা হইল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সঃ), মজলুমকে সাহায্য করা বুঝিলাম। জালিমকে কিভাবে সাহায্য করিব? উত্তরে হুজুর (সঃ) বলিলেনঃ জালিমকে তাহার জুলুম হইতে বারণ কর। ঈমানের এই শাখাটির উপরও আমল করার তওফিক আমরা মহান আল্লাহর দরবারে কামনা করি।

(৬৫) সৎ কাজে সহায়তা করা ও অসৎ কাজে সহায়তা না করা বরং বাঁধাদান করা।

মহান মাবুদ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করিয়াছেনঃ-

تَعَاوَنُوْا عَلَي الْبِرِّ وَالتَّقْوٰي وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

অর্থঃ- নেকী ও পরহেজগারীর কাজে সাহায্য কর, আর গুনাহ ও সীমা লঙ্ঘনের কাজে সাহায্য করিও না। (২:মায়েদা) ইহাও ঈমানের ১টি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। আল্লাহ তায়া'লা আমাদিগকে ইহার উপর আমল করার তওফিক দান করুন। সমাজের উন্নতি ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ইহা অপরিহার্য।

(৬৬) সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করা।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হইয়াছেঃ-

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَي الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ. (সূরা আলে ইরান ঃ ১০৪)

অর্থঃ– তোমাদের মধ্যে এমন এক দল লোক থাকা উচিৎ, যাহারা ভাল কাজের দিকে (অমুসলিমকে দাওয়াত ও আমল আখলাকের মাধ্যমে ইসলামের দিকে, আর সাধারণ ভাবে) সকল মানুষকে কল্যানকর কাজের দিকে আহ্বান জানাইবে, মঙ্গলময় ও সৎ কাজের আদেশ দিবে ও মন্দ কাজ হইতে বারণ করিবে; আর এই লোক গুলিই (উভয় জগতে) সফলকাম হইবে।

www.pathagar.com

হযরত আবু সা'য়ীদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিতঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেনঃ

مَنْ رَّأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذٰلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ. (رواه مسلم)

অর্থঃ- "তোমাদের মধ্যে যে কেহ অন্য কাহাকেও মন্দ ও নাজাইয কাজ করিতে দেখিলে, সে যেন তাহা নিজহাতে (শক্তিদ্বারা) বদলাইয়া দেয়। যদি ইহা সম্ভব না হয়, তবে যেন মুখ দ্বারা (প্রতিবাদ করে), যদি প্রতিবাদ করা সম্ভব না হয়, তবে যেন মনে মনে (ঘৃণা করে ও সংশোধনের পরিকল্পনা ও চিন্তা ভাবনা করে)। এই তৃতীয় স্তরটি হইল, ঈমানের নিম্নতম স্তর।

প্রিয় মুমিন! বিজ্ঞানময় পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে 'আমর বিল্ মা'রুফ ও নহি আনিল মুন্‌কারের উপরে অত্যধিক জোর দেওয়া হইয়াছে। ইহা ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। দয়াময় আল্লাহ আমাদিগকে ইহার উপর আমল করার তওফিক দান করুন। আ'মীন।

(৬৭) হদ ক্বাইম করাঃ-

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِقَامَةُ حَدٍّ مِّنْ حُدُوْدِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ مَّطَرِ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً فِيْ بِلَادِ اللهِ (ابن ماجة)

অর্থঃ- আল্লাহ তায়া'লা কর্তৃক নির্ধারিত হদ সমূহ (পাপের শাস্তি) চালু করা, আল্লাহর জমিনে (প্রয়োজন মত) ৪০দিন বৃষ্টি হওয়া অপেক্ষা উত্তম।

(ইব্‌নে মা'যাহ)

أَقِيْمُوْا حُدُوْدَ اللهِ فِي الْقَرِيْبِ وَالْبَعِيْدِ وَلَا تَأْخُذْكُمْ فِي اللهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ

অর্থঃ- রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফরমাইয়াছেনঃ 'আপন-পর নির্বিশেষে সকলের উপর আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত (মন্দ কাজের) শাস্তি চালুকর, আল্লাহর আইন চালু করার ব্যাপারে কোন নিন্দুকের নিন্দার পরওয়া করিও না।' (ইবনে মা'যাহ)

www.pathagar.com

সূরা মা'য়েদার ৪৪নং আয়াতের শেষ ভাগে মহান মা'বুদ ইর্‌শাদ করিয়াছেন; আর যাহারা আল্লাহর আইনে বিচার ফয়সালা করেনা, তাহারাই কাফির'। ৪৫ নং আয়াতের শেষাংশে ইর্‌শাদ হইয়াছেঃ 'আর যাহারা আল্লাহর অবতীর্ণ করা আইনে বিচার ফয়সালা করেনা, তাহারাই জালিম' (মুশরিক)। ৪৭নং আয়াতে ইরশাদ হইয়াছেঃ আর যাহারা আল্লাহর অবতীর্ণ করা আইনে বিচার ফয়সালা করেনা, তাহারাই ফাসিক।'

প্রিয় পাঠক! ভাবিয়া দেখুন, আল্লাহর আইনে বিচার-ফয়সালা তথা দেশ শাসন কত জরুরী। ইহা ব্যতীত শুধু নামাজ- রুজাইত্যাদি পালন করিয়া কি আল্লাহ তা'য়ালার গযব ও দুযখের শাস্তি হইতে রেহাই পাওয়া যাইবে?

(৬৮) দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ (সংগ্রাম) করাঃ- [৩]

ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্তের (رِبَاط) হেফাজত করা, যুদ্ধলব্ধ মালের (خُمُس) $\frac{১}{৫}$ ইসলামী রষ্ট্রের বায়তুল মালে (ফান্ডে) দান করা।

জিহাদ শব্দের আভিধানিক অর্থঃ- কোন উদ্দেশ্য লাভের জন্য জান-মাল দিয়া চূড়ান্ত চেষ্টা করা। ইসলামের পরিভাষায় (১) কু পবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ (সংগ্রাম), (২) শয়তানের, অন্যায় ও পাপের বিরুদ্ধে জিহাদ, (৪) ইসলামী রাষ্ট্র বা খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ (সংগ্রাম), বক্তৃতা-বিবৃতি লিখনী ও শক্তিশালী দল গঠন করিয়া, ভোটের মাধ্যমে জিহাদ। ইসলামী রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতার জন্য ইসলামের শত্রুদের সহিত প্রয়োজনে সসস্ত্র লড়াই। মহাবিশ্বের মালিক, স্রষ্টা ও বাদশাহ পবিত্র কুরআনে মু'মিন দিগকে নির্দেশ দিয়াছেনঃ

---

[৩] টীকাঃ কেহ যদি বলেন, রাষ্ট্র শক্তি হাতে তুলিয়া দেওয়া আল্লাহর কাজ। তিনির ওয়াদা। আমি বলিব, পত্যেক প্রাণীর রিজেক দেওয়াও মহান আল্লাহর কাজ। তবে বন্দাকে তার জন্য সংগ্রাম করিতে হইবে।

www.pathagar.com

وَجَاهِدُوْا فِيْ اللهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ط هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ج (সূরা হজ্জঃ ৭৮)

অর্থঃ- 'আর তোমরা জিহাদ কর, জিহাদের হক আদায় করিয়া আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে; তিনি তোমাদেরকে এই কাজের জন্য বাছাই করিয়াছেন। দ্বীনের ব্যাপারে তিনি তেমাদের উপর এমন কষ্টকর কিছু চাপাইয়া দেন নাই, যাহা পালন করা তোমাদের জন্য অসম্ভব।' (সূরা আল হজ্ব ৭৮;)

অর্থাৎ আল্লাহর দ্বীনকে তাহার জমিনে বিজয়ী আদর্শ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য চরিত্র গঠন, জান-মাল, কথা, কাজ, আন্দোলন, কলম ও মিডিয়ার মাধ্যমে সংগ্রাম কর। পবিত্র কালামে আরও ইরশাদ হইয়াছেঃ-

اِنَّ اللهَ اشْتَرٰي مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ط يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ قف وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ ط وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِيْ بَايَعْتُمْ بِهٖ ط وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ (সূরা তাওবা ঃ ১১১)

অর্থঃ- নিশ্চিত আল্লাহ ক্রয় করিয়া নিয়াছেন মু'মিনদের হইতে তাহাদের জান ও মাল, জান্নাতের বিনিময়ে, তাহারা যুদ্ধ করে আল্লাহর পথে, অত:পর মারে ও মরে। তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে তিনি এই সত্য ওয়াদাতে অটল। আর ওয়াদা রক্ষায় আল্লাহর চেয়ে কে অধিক? সুতরাং সেই ক্রয়-বিক্রয়ের উপর আনন্দিত হও, যাহা তোমরা তাহার সহিত করিয়াছ। আর ইহাই হইল মহান সাফল্য। পবিত্র কুরআনে আরও ইরশাদ হইয়াছেঃ-

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ نِ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰي يَاْتِيَ اللهُ بِاَمْرِهٖ ط وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ (সূরা তাওবা ঃ ২৪)

অর্থঃ- (হে নবী (সঃ)) 'বলুন, যদি তোমাদের সন্তানাদি তোমাদের ভাই (বোন), তোমাদের স্ত্রীগণ, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা–বনিজ্য যাহা বন্ধ হইয়া যাওয়ার ভয়

www.pathagar.com

কর, তোমাদের প্রিয় বাসস্থান, আল্লাহ, তাহার রাসূল ও আল্লাহর পথে জিহাদ (সংগ্রাম) হইতে বেশী পছন্দনীয় হয়, তবে আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। আর আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে হেদায়াত করেন না ।পবিত্র কুরআনে আরও ইরশাদ হইয়াছে,ঃ-

وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ط (সূরাঃ বাকারা- ১৯৩)

অর্থঃ- 'আর তোমরা তাহাদের (ইসলাম বিরোধীদের) সহিত লড়াই কর যে পর্যন্ত না ফিতনার অবসান হয়, আর আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়।

কালামে মাজীদে আরও ইরশাদ হইয়াছেঃ-

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْا اَوْلِيَآءَ الشَّيْطٰنِ ج اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا -
(সূরা নিছা ঃ ৭৬)

অর্থঃ 'যাহারা ঈমানদার তাহারা জেহাদ করে আল্লাহর পথে। আর যাহারা কাফির তাহারা লড়াই করে শয়তানের পথে। সুতরাং তোমরা জেহাদ করিতে থাক শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে । নিশ্চয় শয়তানের চক্রান্ত খুবই দূর্বল।' সূরা হুজরাতের ১৫নং আয়াতে ইরশাদ হইয়াছেঃ- মুমিন তাহারাই, যাহারা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের (সঃ) উপর ঈমান আনার পর কোন সন্দেহ পোষণ করে না এবং আল্লাহর পথে জান-মাল দ্বারা জেহাদ করে। তাহারাই সত্যনিষ্ট। সূরা সফের ১০,১১ ও ১২নং আয়াতে যাহা মহান মালিক ইরশাদ ফরমাইয়াছেন, তাহার সার কথা হইল, তিনি গুনাহ সমূহ মাফ করিয়া দিবেন, জাহান্নামের আযাবহইতে রক্ষাকরিবেন, আর অতুলনীয় জান্নাতে প্রবেশ করাইয়া দিবেন, যদি আমরা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের (সঃ) উপর ঈমানের পর তাঁহার দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য জান-মাল দিয়া জিহাদ করিতে পারি।

عَنِ الْحَارِثِ الْأَشْعَرِيِّ (رض) قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اٰمُرُكُمْ بِخَمْسٍ بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ -الحديث- (তিরমিযি, মুসনাদে আহমদ)

www.pathagar.com

অর্থঃ- হারিছ আশ্‌য়ারী (রাঃ) হইতে বর্ণিতঃ রাসূললুল্লাহ (সঃ) ফরমাইয়াছেনঃ আমি তোমাদিগকে ৫টি বিষয়ের আদেশ দিতেছি।

(১) (ইসলামী) জামায়াতে থাকিবে,
(২) আমীরের কথা শুনিবে,
(৩) আমীরের আনুগত্য করিবে,
(৪) (দ্বীনের প্রয়োজনে) হিজরত (স্বদেশ ত্যাগ) করিবে,
(৫) আর (আল্লাহর দ্বীনের বিজয়ের জন্য) জিহাদ (সংগ্রাম) করিবে।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ حَتَّى يُعْبَدَ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ (مسند امام أحمد وأبوداود)

অর্থঃ- হযরত ইবনে উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিতঃ রাসূল (সঃ) ফরমাইয়াছেনঃ "আমাকে কিয়ামতের পূর্বে তরবারী সহ প্রেরণ করা হইয়াছে, যতক্ষন না এক, অদ্বিতীয় আল্লাহর এবাদত, দাসত্ব ও আনুগত্য করা হইবে। আর বর্শার (অস্ত্রের) ছায়ার নীচে আমার (উম্মতের) রিজেক রাখা হইয়াছে। আর এই আদর্শের (জিহাদের) বিরুদ্ধে যে যাইবে, তাহার জন্য লাঞ্ছনা ও অসম্মান নির্ধারণ করা হইয়াছে। আর যে অন্য জাতির অনুকরণ করিবে, সে তাহাদের মধ্যেই গণ্য হইবে।" (মসনদে আহমদ, আবু দাউদ)

হযরত আনাছ (রাঃ) হইতে বর্নিত আবু দাউদ শরীফের অন্য একটি হাদিসে জেহাদকে ঈমানের মৌলিক ৩টি শাখার মধ্যে ১টি হিসাবে আল্লাহ পাকের প্রিয় রাসূল(সঃ) গণ্য করিয়া বলিয়াছেন, জিহাদ তাহার সময় হইতে চালু হইয়াছে। আর তাঁহার শেষ জামানার উম্মত দাযযালের সহিত যুদ্ধ করিবে। (এর মধ্য খানে) দেশের শাসক জালিম হউক অথবা ন্যায় বিচারক হউক, এই জিহাদকে বন্ধ রাখা যাইবে না। (আবু দাউদ-বাবুল ঈমান)

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত রাসূল (সঃ) ফরমাইয়াছেনঃ আল্লাহর পথে জিহাদ কারীর দৃষ্টান্ত হইল ঐ ব্যক্তি,

www.pathagar.com

যে সর্বদা রুজা রাখে, আল্লাহর আয়াতের সাথে বিনয়াবনত হইয়া নামাজ পড়িতে থাকে। নামাজ ও রুজার অবস্থা বন্ধ হইবেনা, যতক্ষণ না আল্লাহর রাস্তার মুযাহিদ (জিহাদের কাজ হইতে) প্রত্যাবর্তন করিবে।" (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

বন্ধুগণ! জিহাদের গুরুত্ব, ফজিলতের ব্যাপারে কুরআনে মজীদে ও পবিত্র হাদিসে অনেক অনেক বর্ণনা আসিয়াছে। ইহা লিখিতে হইলে স্বতন্ত্র বিরাট গ্রন্থের প্রয়োজন। ইহা ব্যতীত ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও মহান মালিকের আদেশ-নিষেধ পূর্ণভাবে মানিয়া চলা হদ ক্বাইম করা সম্ভব নহে। তাই জিহাদ ফি ছাবিলিল্লাহর এত গুরুত্ব।

ইসলামী দেশর সীমান্তের রক্ষার ব্যবস্থা করা (রেবাত): ইসলামী সীমান্তের হেফাযতের লক্ষ্যে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি লইয়া অপেক্ষারত থাকাকেই রেবাত (رِبَاطٌ) বলা হয়। ইহা যদি আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেইহইয়া থাকে, তবে ইহার অশেষ ফজিলত ও গুরুত্ব রহিয়াছে। বুখারী শরীফের একটি হাদীসে হযরত সহল ইবনে সা'দ সায়ীদি (রাঃ) হইতে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফরমাইয়াছেন: আল্লাহর পথে ১দিনের রেবাত (সীমান্ত প্রহরা) সমস্ত দুনিয়া এবং এর মধ্যে যাহা কিছু আছে, সে সমুদয় হইতে ও উত্তম। হযরত সালমান (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত মুসলিম শরীফের একহাদীসে রয়েছে যে- রাসূলে করীম (সঃ) ফরমাইয়াছেন: ১দিন ও ১রাত্রীর বেরাত (সীমান্ত প্রহরা) ক্রমাগত ১ মাসের রুজা এবং সমস্ত রাত এবাদতে কাটাইয়া দেওয়া হইতে উত্তম। যদি এমতাবস্থায় কেহ মৃত্যু বরণ করে, তবে তাহার সীমান্ত প্রহরার পর্যায় ক্রমিক ছওয়াব, মর্যাদা অব্যাহত থাকিবে। আল্লাহর পক্ষ হইতে তাহার রিজেক যারী থাকিবে এবং সে শয়তান হইতে নিরাপদ থাকবে। **যুদ্ধলব্ধ (গণিমত)** মালের $\frac{১}{৫}$ (خُمُسٌ) ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুলমালে প্রদান।

রাব্বুল আ'লামীন পবিত্র কুরআনের ১০ম পারার ১ম আয়াতে ইরশাদ করিয়াছেন,

www.pathagar.com

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا ---------- (সূরাঃ আনফাল-৪১)

আর জানিয়া রাখ যেদ্রব্য-সামগ্রীর মধ্য হইতে যাহা কিছু তোমরা গনীমত হিসেবে পাইবে, তাহার $\frac{১}{৫}$ অংশ আল্লাহর জন্য, রাসূলের জন্য তাঁহার নিকটাত্নীয়-স্বজনের জন্য, এতীম-অসহায় ও মুসাফিরের জন্য, যদি তোমরা ঈমান আনিয়া থাক আল্লাহর উপর এবং আমি আমার বান্দার (রসূলের) উপর যাহা নাযিল করিয়াছি তাহার উপর---------"। উক্ত আয়াতের বর্ণনা হইতে বুঝা গেল যে গনীমতের মালের একাংশ (খুমুছ) ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুল মালে জমা দেওয়া ঈমানের অঙ্গ।

(৬৯) অভাব গ্রস্থকে ধার (করজে হাসানা) দেওয়া।

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَاَيْتُ لَيْلَةَ اُسْرِيَ بِيْ عَلٰى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوْبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَقُلْتُ يَا جِبْرَئِيْلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ اَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ: لِاَنَّ السَّائِلَ يَسْاَلُ وَعِنْدَهٗ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ اِلَّا مِنْ حَاجَةٍ. (ابن ماجه)

অর্থঃ- "নবী (সঃ) ফরমাইয়াছেনঃ মে'রাজের রাত্রিতে আমি জান্নাতের দরজায় লিখা দেখিয়াছি, (কাহাকেও) দান করিলে ১০ গুণ ছওয়াব পাওয়া যায়, আর ঋণ দিলে ১৮ গুণ ছওয়াব পাওয়া যায়। অত:পর আমি বলিলাম, হে জিবরাইল (আঃ)! ঋণ দেওয়া দান করা হইতে কেন উত্তম হইল? জিবরাইল উত্তর করিলেন, কেননা ছাইল তাহার কাছে (মাল) থাকা সত্ত্বেও ছওয়াল করে আর ঋণ প্রার্থী বিনা প্রয়োজনে ঋণ চায়না" (ইবনে মাজাহ)

অর্থাৎ সচরাচর ছাইল প্রয়োজন ছাড়াও ছওয়াল করে। ছওয়াল করা তাহার পেশা বানাইয়া লয়। আর ঋণ প্রার্থী সাধারণতঃ বিপদে পড়িয়া ঋণ চাহিয়া থাকে।

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ فِيْ حَاجَةِ اَخِيْهِ كَانَ اللّٰهُ فِيْ حَاجَتِهٖ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّنْ

www.pathagar.com

كُرَبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (بخاري ومسلم)

ইবনে উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত নবী (সঃ) ফরমাইয়াছেনঃ- 'যে ব্যক্তি তাহার (এক মুসলমান) ভাইয়ের কোন প্রয়োজন পূর্ণ করিবে, আল্লাহ তাহার প্রয়োজন পূর্ণ করিবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের কোন বিপদ দূর করিবে, আল্লাহ কিয়ামতের বিপদাদি হইতে তাহার এক মহা বিপদ দূর করিবেন। আর যে ব্যক্তি অন্য মুসলমানের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখিবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাহার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখিবেন'। (বুখারী ও মুসলিম)

(৭০) পাড়া-প্রতিবেশীর সঙ্গে সু-সম্পর্ক বজায় রাখা। পবিত্র কুরআনে সূরা নিসার ৩৬ নং আয়াতে ইরশাদ হইয়াছেঃ-

وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ

অর্থঃ- 'আর এবাদত কর আল্লাহর, আর তাঁহার সাথে কাহাকেও শরীক করিও না, পিতা-মতার সহিত সদয় ব্যবহার কর এবং নিকটাত্মীয়, এতীম,মিসকিন, প্রতিবেশী আত্মীয়, সাধারণ প্রতিবেশী, ও নিকটবর্তী লোক জন ও মুসাফিরের সহিত সদয় ব্যবহার কর'। (সূরা নিসা ৩৬)

عَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ (مسلم)

অর্থঃ- হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফরমাইয়াছেনঃ 'যাহার অত্যাচার হইতে তাহার প্রতিবেশী নিরাপদ নহে, সেই ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করিবে না।' (মুসলিম)

قال رسول الله صلي الله عليه وسلمَ: أَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا (ترمذي)

অর্থঃ- 'তোমার প্রতিবেশীর সহিত সদয় ব্যবহার কর, তবেই তুমি ঈমানদার হইতে পারিবে।'

www.pathagar.com

প্রতিবেশীর সহিত সদাচরণ করার প্রতি কুরআন ও হাদীসে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে।

অতএব, ইহা ও ঈমানের ১টি গুরুত্বপূর্ণ শাখা।

(৭১) মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার করা। নিজের জন্য যাহা পছন্দ, অন্যের জন্যও তাহা পছন্দ করা।

عن عائشةَ (رض) قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صَلي اللهُ عليهِ وسلمَ يقولُ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ قَائِمِ اللَّيْلِ وَصَائِمِ النَّهَارِ (أبوداود)

অর্থঃ- হযরত আ'য়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফরমাইয়াছেনঃ 'নিশ্চয় এক জন মুমিন তাহার সুন্দর আচরণের জন্য একজন রাত জাগিয়া নামাজ আদায় কারী ও দিনের বেলা রুজাপালন কারীর মর্যাদা লাভ করিয়া থাকে'। (আবু দাউদ শরীফ)

عنْ أبي هريرةَ (رض) قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلي اللهُ عليهِ وَسلمَ: أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا.

অর্থঃ- 'হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফরমাইয়াছেনঃ- সুন্দর আচরণ ও স্বভাবের মুমিনই ঈমানদার হিসাবে বেশী কামিল।' (আবু দাউদ শরীফ)

عَنْ أنس (رض) قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ صَلي اللهُ عَليهِ وسلمَ: وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّيْ يُحِبَّ لِأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ (متفق عليه)

অর্থঃ- হযরত আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফরমাইয়াছেন, 'যাহার কুদ্রতের কবজায় আমার প্রাণ, তাঁহার শ-পথ,কোন বান্দা (প্রকৃত) ঈমানদার হইতে পারিবেনা, যতক্ষণ না সে নিজের জন্যে যাহা পছন্দ করিবে, তাহার ঈমানদার ভাইয়ের জন্যে ও তাহা পছন্দ করিবে।' (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)। যেমন কোন ব্যক্তি এই কথা পছন্দ করেনা যে, অন্য কোন লোক তাহার নিন্দা করুক, তাহার সহিত কোন রূপ দূর্ব্যবহার করুক। অতএব, সেও যেন কাহারও কোন ক্ষতি না করে। কাহারও সাথে কোন দূর্ব্যবহার না করে।

www.pathagar.com

(৭২) অর্থের সদ্ব্যবহার করা।

মহা বিশ্বের একচ্ছত্র মালিক পবিত্র কুরআনের সূরা বনি ইসরইলের ২৬ নং আয়াতের শেষাংশে ও ২৭ ও ২৯ নং আয়াতে ইরশাদ করিয়াছেনঃ-

وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (٢٦) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (٢٧) وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا (٢٩)

অর্থঃ- 'কিছুতেই অপব্যয় করিও না। নিশ্চয় অপচয় কারীরা শয়তানের ভাই। আর শয়তান স্বীয় রবের প্রতি অতিশয় অকৃজ্ঞ তোমার হাত ঘাড়ের সাথে বাঁধিয়া রাখিও না। আর তুমি একেবারে মুক্ত হস্ত ও হইবে না।' বুখারী শরীফে আসিয়াছেঃ-

إِنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا قِيلَ وَقَالَ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ

অর্থঃ- 'নিশ্চয় আল্লাহ তায়া'লা তোমাদের জন্য তিনটি কাজ অপছন্দ করেন–(১) অতিরিক্ত কথা বলা, (২) অর্থের অপচয় করা, (৩) বেশী২ সওয়াল করা।' সূরা ফুরকানের ৬৭নং আয়াতে ইরশাদ হইয়াছে (দয়াময় আল্লাহর প্রিয় বান্দারা) 'যখন ব্যয় করে, অযথা ব্যয় করে না। কৃপণতা ও করেনা এবং তাহারা মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করে।'

বন্দুগণ! ভাবিয়া দেখুন দুনিয়ার অর্থনীতির সার কথা কুরআন ও হাদীসের মধ্যে অল্প কথায় বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই নীতি বাক্য গুলির উপর আমল করিতে পারিলে অর্থনৈতিক সমাধান হইয়া যাইবে। এই কথাই হাদীছের ভাষায় বলা হইয়াছে– اَلْإِقْتِصَادُ نِصْفُ الْمَعِيْشَةِ অর্থাৎ আয় বুঝিয়া ব্যয় করিলে জীবিকার অর্ধেক ব্যবস্থা হইয়া যায়।

(৭৩) আমানতে খেয়ানত না করা। অন্যের মাল আত্মসাৎ না করা।

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَةَ إِلَىٰ أَهْلِهَا ------ (সূরা নিছা ঃ ৫৮)

www.pathagar.com

অর্থঃ- 'নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদিগকে নির্দেশ দিতেছেন যে, তোমরা যেন আমানত সমূহ তার পাওনাদারের কাছে (সঠিক ভাবে) পৌঁছাইয়া দাও;---------- মহাবিশ্বের মহা মালিক তাঁহার দাস গণকে আরও সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন; 'ওহে ঈমানদার গণ! আল্লাহর আমানতে খিয়ানত করিও না, আর রাসূলের আমানতে খিয়ানত করিও না, আর তোমাদের পারস্পরিক আমানতে ও জানিয়া বুঝিয়া খিয়ানত করিও না।' (সূরা আনফাল-২৭)

عَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ: قَلَّمَا خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا قَالَ لَا إِيْمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِيْنَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ – (رواه البيهقي في شعب الإيمان)

অর্থঃ- হযরত আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত: তিনি বলিযাছেন, প্রায়শই রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদিগকে ফরমাইতেন, 'যাহার মধ্যে আমানতদারী নাই, তাহার ঈমান নাই। আর যে ব্যক্তি অঙ্গীকার রক্ষা করেনা, তাহার কোন দ্বীন নাই।' (বায়হাক্বী ফি শুয়বিল ঈমান)।

وَقَالَ ابْنُ أَبِيْ حَاتِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ: إِنَّ الشَّهَادَةَ تُكَفِّرُ كُلَّ ذَنْبٍ إِلَّا الْأَمَانَةَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِنْ كَانَ قُتِلَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَيُقَالُ: أَدِّ أَمَانَتَكَ فَيَقُوْلُ: أَنَّى أُؤَدِّيْهَا وَقَدْ ذَهَبَتِ الدُّنْيَا؟ فَيُتَمَثَّلُ لَهُ الْأَمَانَةُ فِيْ قَعْرِ جَهَنَّمَ فَيَهْوِيْ إِلَيْهَا فَيَحْمِلُهَا عَلَى عَاتِقِهِ فَتَنْزِلُ عَنْ عَاتِقِهِ فَيَهْوِيْ عَلَى أَثَرِهَا أَبَدَ الْآبِدِيْنَ. قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ: الْأَمَانَةُ مَا أُمِرُوْا بِهِ وَنُهُوْا عَنْهُ.

অর্থঃ- ইব্নু আবি হাতিম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন: 'শহীদের সব গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে, আমানত ব্যতীত। কিয়ামতের দিন একজন লোককে উপস্থিত করা হইবে। যদিও সে আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হইয়া থাকে। অত:পর তাহাকে বলা হইবে, তোমার আমানত আদায় কর। তখন সে বলিবে, আমি তাহা কেমন করিয়া আদায় করিব? অথচ দুনিয়া চলিয়া গিয়াছে। তখন সে দুজখের তলদেশে ঐ বস্তুটি দেখিতে পাইবে। তখন লোকটি সেখানে যাইয়া ঐ বস্তুটি তাহার কাঁধে উঠাইবে। তখন বস্তুটি তাহার কাঁধ হইতে পড়িয়া যাইবে। তখন সে বস্তুটির পিছনে যাইবে।এই ভাবে অনন্ত কাল চলিতে থাকিবে।'

www.pathagar.com

হযরত আবুল আ'লিয়া (রঃ) বলিয়াছেনঃ আল্লাহ ও তাহার রাসুলের (সঃ) পক্ষ হইতে যাহা কিছু আদেশ ও নিষেধ আসিয়াছে, সব কিছুই আমানত। (তাফসীরে ইবনে কাসীর)।

সুপ্রিয় মুমিন! দয়াময় আল্লাহ তায়া'লা আমাদের সবাইকে আমানত রক্ষা করার তৌফিক দান করুন।

অন্যের মাল আত্মসাৎ না করা।

وَلَا تَأْكُلُوٓا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ (সূরা বাকারাঃ ১৮৮)

অর্থঃ তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভোগ করিও না এবং জনগণের সম্পদের কিয়দাংশ জানিয়া শুনিয়া অবৈধভাবে আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে শাসন-কর্তৃপক্ষের হাতে তুলিয়া দিও না। অর্থাৎ আইনের মারপেচেঁ অন্যের সম্পদ গ্রাস করিও না।

وَأَخْذِهِمُ الرِّبَوٰا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (সূরা নিছাঃ ১৬১)

অর্থঃ 'আর যেহেতু তাহারা সূদ গ্রহণ করিত, অথচ তাহাদিগকে ইহা হইতে নিষেধ করা হইয়াছিল, আর তাহারা (ইহুদীরা) মানুষের সম্পদ অবৈধভাবে ভক্ষণ করিত, বস্তুতঃ আমি কাফিরদের জন্যে অত্যন্ত কষ্টদায়ক আযাব তৈরী করিয়া রাখিয়াছি।' সূরা তাতফিফের ১-৬ নং আয়াতে যাহা ইরশাদ করা হইয়াছে তাহার তর্জমা হইল (১) 'মহা দূর্ভোগ অথবা 'ওয়েল' নামীয় দুযখে তাহাদের স্থান হইবে, যাহারা মাপে কম দেয়। (২) যাহারা লোকের কাছ হইতে যখন মাপিয়া নেয়, তখন পূর্ণ মাত্রায় নেয়। (৩) আর যখন লোকদেরকে মাপিয়া অথবা ওযন করিয়া দেয়, তখন কম করিয়া দেয়। (৪) তাহারা কি চিন্তা করে না যে, তাহারা পুনরুত্থিত হইবে? (৫) সেই মহা দিবসে। (৬) যে দিন মানুষ মহা বিশ্বের মালিকের সামনে দাঁড়াইবে।'

প্রিয় মু'মিন! জানিয়া রাখুন, বিশ্বাস করুন, যাহারা সূদ-ঘুষ, চুরি-হাইয্যাক, প্রতারণা-দুর্নীতি ইত্যাদির মাধ্যমে অবৈধ ভাবে

www.pathagar.com

মানুষের অথবা সরকারী সম্পদ আত্মসাৎ করে তাহাদের স্থান ভীষণ অগ্নিকুন্ড-দুযখে হইবে। ইহা কুরআন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। ইহাদের কোন এবাদতই আল্লাহ্ পাকের দরবারে গ্রহণযোগ্য হইবে না।

(৭৪) এক মুসলমানের উপর অন্য মুসলমানের হক।

(১) সালামের জবাব দেয়া। (২) হাঁচি দিয়া যে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বলিবে, তাহার জবাবে يَرْحَمُكَ اللهُ বলা। আর যে اللهُ يَرْحَمُكَ বলিবে তাহার জবাবে يَهْدِيْكُمُ اللهُ বলা। (৩) রোগীর খোঁজ-খবর নেওয়া ও তাহার জন্য দুয়া করা। (৪) দাওয়াত দিলে গ্রহণ করা।

قال الله تعالىٰ فِيْ كَلَامِهِ الْمَجِيْدِ : اِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَا اَوْ رُدُّوْهَا-

অর্থঃ- 'আল্লাহ তায়া'লা তাঁহার পবিত্র কালামে ইরশাদ করিয়াছেন; 'যখন তোমাদিগকে কেহ সালাম দেয়, তখন তোমরা তাহার চেয়ে উত্তম জবাব দান কর, অথবা তাহার সম্মানের জবাব দাও।'

সালামের সুন্নতি তরিকা হইল, মুখে বলা (اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ)অর্থঃ- আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক। ইচ্ছা করিলে বাড়াইয়া বলিতে পারিবেঃ- وَرَحْمَةُ اللهِ

অর্থঃ- আর আল্লাহর রহমত'। ইচ্ছা করিলে আরও বর্দ্ধিত করিয়া বলিতে পারিবে وَبَرَكَاتُهُ অর্থঃ- আর তাঁহার কল্যাণ সমূহ।' ইহা ছাড়া কোন সম্মানিত ব্যক্তি বা মুরব্বি বা বুযুর্গের পদ ধূলি হাত দ্বারা গ্রহণ, সুন্নত-বিরুধী কাজ। এই প্রথা বিধর্মীদের কাছ হইতে আমদানী করা হইয়াছে। ইহাদ্বারা সুন্নতী সালামের দুয়া ও লাভ হয়না, তদুপরী ছোটরা বড়দের সামনে মাথা নত করিয়া এই কাজটি করে। অথচ কাহারও সম্মুখে সম্মানার্থে মাথা নত করা 'রুকুর' নামান্তর; যাহা প্রকাশ্য শিরকের সমতুল্য। একজন মুসলমানের সহিত অন্য মুসলামনের সাক্ষাৎ হইলে মসনুন সালাম দেওয়া সুন্নত। আর অন্য ব্যক্তির পক্ষে وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ অর্থঃ আর আপনার উপর ও শান্তি বর্ষিত হইক; এই বলিয়া উত্তর দেওয়া ওয়াজিব। যে সালাম দিবে সে ৯০ ভাগ ছওয়াব পাইবে, আর যে জবাব দিবে সে পাইবে ১০ ভাগ নেকী।

www.pathagar.com

নবী করীম (সঃ) ফরমাইয়াছেনঃ-

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: (١) رَدُّ السَّلَامِ (٢) وَعِيَادَةُ الْمَرِيْضِ (٣) وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ (٤) وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ (٥) وَتَشْمِيْتُ الْعَاطِسِ.

অর্থঃ- একজন মুসলমানের উপর অন্য একজন মুসলমানের ৫টি দাবী। (১) সালামের জওয়াব দেওয়া (২) রোগীর সেবা শুশ্রূষা করা ও তাহার জন্য দুয়া দেওয়া (৩) জানাযার সাথে যাওয়া (৪) দাওয়াত দিলে (অসুবিধা না থাকিলে) কবুল করা বা তাহারডাকে সাড়া দেওয়া (৫) হাঁচি দাতা الحمد لله বলিলে জবাবে يرحمك الله বলা। (বুখারী)

(৭৫) অন্যের ক্ষতি না করা ও কষ্ট না দেওয়া।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهِ وَيَدِهِ.

অর্থঃ- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হইতে বর্ণিতঃ নবী (সঃ) ফরমাইয়াছেনঃ 'মুসলমান ঐ ব্যক্তি যে তাহার কোন ও কথা বা কাজের দ্বারা অন্য মুসলমানদের কষ্ঠ দেয়না।' (বুখারী)

অর্থাৎ মুসলমান ব্যক্তি নিজের কোন ব্যক্তিগত স্বার্থে এমন কোন কথা বা কাজ করিতে পারে না, যাহার দ্বারা অন্য মুসলিম কষ্ট পায়। জানা দরকার যে আচার-আচরণ লেন-দেন ও সামাজিক ব্যাপারে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই সমান। ইসলাম চায় অন্যায় ভাবে কোন মানুষ যেন অন্য কোন মানুষের জান-মাল বা সম্মানের উপর আঘাত হানিয়া কষ্ট না দেয় বা ক্ষতি না করে।

عن أنس (رض) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ (بخاري)

অর্থঃ- হযরত আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিতঃ 'নবী (সঃ) ফরমাইয়াছেন; তোমাদের মধ্যে কেহ ঈমনদার হইতে পারিবে না, যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যাহা পছন্দ করিবে, তাহা অন্য ভাইয়ের জন্য পছন্দ করিবে।' মোট কথা কোন মানুষ এমন কথা পছন্দ করেনা যে অন্য কোন মানুষ অন্যায় ভাবে তাহাকে কষ্ট দেউক অথবা তাহার কোন ক্ষতি করুক, অতএব, সে যেন অন্যায় ভাবে কাহারো কোন ক্ষতি না করে অথবা কাহাকেও যেন কোন

www.pathagar.com

কষ্ট না দেয়। এমন অসুন্দর আচরণ কোন মুমিন করিতে পারে না। ইহা ঈমানের পরিপন্থি। হাদীছে আসিয়াছেঃ- لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

অর্থঃ- কাহারও ক্ষতি করা, পরস্পর ঝগড়া-ঝাটি করা উচিৎ নহে।

(৭৬) নাচ-গান, বাদ্য-বাজানা ও রং তামাসা হইতে বাঁচিয়া থাকা।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (سূরা লুকমান ঃ ৬)

অর্থঃ– "এমন এক শ্রেণীর লোক আছে, যাহারা মানুষকে আল্লাহর পথ হইতে গুমরাহ করার উদ্দেশ্যে অবান্তর কথা-বার্তা অন্ধভাবে ক্রয় করে এবং উহাকে নিয়া ঠাট্টা-বিদ্রপ করে। উহাদের জন্য রহিয়াছে অবমাননাকর শাস্তি।"

অধিকাংশ সাহাবী, তাবিয়ী ও তাফসীরবিদ গণের মতে নাচ-গান, বাদ্যযন্ত্র, অনর্থক গল্প-কাহিনী ও নভেল-নাটক প্রভৃতি যে সব বস্তু মানুষকে আল্লাহ তায়া'লার এবাদত ও স্মরণ হইতে গফিল করে, সেগুলি সবই لهو الحديث -

ইসলামী শরীয়তে এই সব গুলিই অবৈধ-না যাইজ। স্বাস্থ্য রক্ষা ও যুদ্ধ কৌশল হিসাবে শরীয়তের সীমা লঙ্গন না করিয়া যে সমস্ত খেলা-ধূলা করা হয় তাহা যাইজ ও বৈধ। তাশ-দাবা,পাশা ইত্যাদি খেলা ও যে সব খেলার সাথে জুয়ার সম্পর্ক আছে, এইসব খেলা অবৈধ। সাপের খেলা, বানর-হনুমান ইত্যাদির নাচ ও যাদুগরদের খেলা অবৈধ। ঘন্টার পর ঘন্টা রাত জাগিয়া অলিম্পিক ও আন্তর্জাতিক খেলা দেখিয়া জীবনের উল্লেখ যোগ্য সময় নষ্ট করা, সাথে সাথে ফজরের জামায়া'ত হারানো ও আল্লাহ তায়া'লার স্মরণ হইতে গাফিল থাকা কোন ভাবেই বৈধ হইতে পারে না।

সু প্রিয় মুমিন! জানিয়া রাখুন, অমূল্য রত্ন জীবনের ও যৌবনের মহা মূল্যবান সময় কিভাবে কাটাইয়াছেন? এর জবাব শেষ বিচারের দিন মহাবিচারক এর আদালতে দাঁড়াইয়া অবশ্যই দিতে হইবে। দয়াময়, আল্লাহ সুবহানাহু ওতায়া'লা আমাদিগকে সঠিক ভাবে দ্বীন বুঝার ও মানার তৌফিক দান করুন। আ'মীন।

(৭৭) রাস্তা হইতে কষ্ট দায়ক বস্তু সরাইয়া দেওয়া।

www.pathagar.com

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلاً يَتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ فِي شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيْقِ كَانَتْ تُؤْذِي النَّاسَ (مسلم)

অর্থঃ- 'হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফরমাইয়াছেন; আমি একটি লোককে জান্নাতে ঘুরা-ফেরা করিতে দেখিলাম। সে রাস্তার উপর হইতে একটি গাছ-কাটিয়া সরাইয়া ছিল, যাহা মানুষকে কষ্ট দিতেছিল। (মুসলিম শরীফ)

বুখারী, মুসলিম,তিরমিযী ও আবু দাউদ শরীফে হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত ঃ নবী (সঃ) ফরমাইয়াছেন,

اَلْإِيْمَانُ بِضْعٌ وَّسَبْعُوْنَ شُعْبَةً أَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيْمَانِ-

অর্থঃ- 'ঈমানের শাখাবলী ৭০ এর উপরে। সর্বোত্তম শাখা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" ও সর্ব নিম্ন শাখা হইল, রাস্তা হইতে কষ্ট দায়ক বস্তু সরাইয়া ফেলা। আর লজ্জা ঈমানের একটি বৃহত্তম শাখা। এই হাদীসে যদিও মানুষের কষ্ট দূর করাকে ঈমানের সর্ব নিম্ন শাখা বলা হইয়াছে- তবুও কুরআন হাদীছের বিস্তর বর্ণনা হইতে বুঝা যায়, ইহা ইসলামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। 'যাকাত' প্রদান ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। পবিত্র কুরআনে নামাজের তাকিদের সাথে সাথে যাকাত প্রদানের তাকিদ আসিয়াছে। যাকাত, ফিতরা, কাফ্ফারা ইত্যাদির উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। এই সবই অভাব গ্রস্থ মানুষের কষ্ট দূর করার উদ্দেশ্যেই জরুরী করা হইয়াছে। অতএব, এই হাদিছ দ্বারা বুঝানো হইয়াছে যে, মানুষ বা কোন প্রাণীকে কোন কষ্ট হইতে বাঁচানোর চেষ্টা করা অত্যন্ত ছওয়াবের কাজ।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيْهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ (متفق عليه)

অর্থঃ- 'হযরত ইবনে উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, যে কেহ তাহার ভাইয়ের প্রয়োজন পূর্ণ করিবে, আল্লাহ তাহার প্রয়োজন পূর্ণ করিবেন। আর যে কেহ অন্য কোন ভাইয়ের কোন সামান্য কষ্ট ও দূর করিবে, আল্লাহ তায়া'লা তাহার কিয়ামতের দিনের মহা

www.pathagar.com

বিপদাদির মধ্য হইতে বিরাট বিপদ দূর করিয়া দিবেন।' (বুখারী ও মুসলিম)

সু প্রিয় মুমিন! জানিয়া রাখুন, কুরআন ও হাদিসে মানুষের কষ্ট দূর করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। দয়াময় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়া'লা আমাদিগকে তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ ও অমূল্য দান, ঈমানের সর্বোত্তম শাখা হইতে আরম্ভ করিয়া সর্বশেষ শাখার জ্ঞান লাভের ও সঠিক ভাবে আমলের তাওফীক দান করুন। আ'মীন, ছুম্মা আ'মীন।

অবশেষে মহান মা'বুদ আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়া'লা ও তাকাদ্দাছা ও তামাজ্জাদার অগণিত, অসংখ্য প্রশংসা, যেমন প্রসংশার তিনি যোগ্য ও হক্বদার, তাঁহার পবিত্র দরবারে, তাঁহার এই অযোগ্য, গোনাহগার গুলাম, তাহার অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে পেশ করিতেছে। অতঃপর তাঁহার প্রিয় রাসূল, বিশ্বনবী, সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা, আহমদ মুজ্তবা, ফখ্রে আ'লম, রাহমাতুল্লিল আ'লামীন, মানব-দানবের সর্বশ্রেষ্ঠ উস্তাদ ও পথ প্রদর্শক, আয্ওয়াজে মুতাহ্হরাত, সমস্ত পরিবার বর্গ, আসহাবে কেরাম ও তা'বিয়ীনে এযামের দরবারে এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত তাঁহাদের অনুসারীদের প্রতি অসংখ্য ও অগণিত সালাত ও সালাম বর্ষিত হউক।

সর্বশেষে অসীম দয়ার মালিক, সর্বময় ও স্বার্ভভৌম ক্ষমতার একচ্ছত্র মালিক, খালিক ও রা-জিক আল্লাহ জাল্লা জালালুহু আম্মা নওয়ালুহুর দরবারে এই অধম গুলামকে অমূল্য রত্ন ঈমানের ৭৭ শাখার উপর কিছু লিখিবার তওফিক দানের জন্য হৃদয় নিংড়ানো অশেষ শুকর পেশকরিতেছি।

দয়াময় আল্লাহ তায়া'লা যেন দয়া করিয়া এই লেখকের, ভুল-ভ্রান্তি মাফ করিয়াদেন ও গ্রন্থখানা কবুল করিয়া নেন।

পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাঠক- পাঠিকা ও যেসব ঈমানদারের লেখা, সহযোগিতা, পরামর্শ ও প্রেরণা লাভ করিয়াছি, এইগ্রন্থখানিকে তাহাদের সকলের নাজাতের অসীলা বানাইয়া নেন। আ'মীন, ইয়া আর্হামার্রাহিমীন।

হযরাত উলাময়ে কেরামের খেদমতে আরজ, কোন ভূল-ত্রুটি দৃষ্ট হইলে অনুগ্রহ পূর্বক দলীল সহ (প্রয়োজনে) অবগত করিবেন। পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা হইবে।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট

আল্লামা ইমাদুদ্দীন ইবনে কছীর (রঃ) তাঁহার বিশ্ব বিখ্যাত তাফসীর 'ইবনে কছীরে' বুখারী ও তিরমীযির হাওয়ালায় সূরা হাশরের শেষ ৩টি আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেনঃ-

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلّٰهِ تَعَالٰى تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ اَسْمَاءً مِائَةٌ إِلَّا وَاحِدًا، مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَهُوَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ.

অর্থঃ- হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিতঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ) ইরশাদ করিয়াছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তায়া'লার ৯৯টি (ছিফাতী) নাম, এক কম একশত। যে কেহ এই নাম গুলি অর্থসহ মুখস্ত করিবে ও এই অনুযায়ী আমল করিবে সে অবশ্যই জান্নাতে যাইবে। আর তিনি বিজোড়, বিজোড়কেই তিনি পছন্দ করেন। (১) اَلرَّحْمٰنُ (দয়াময়) (২) اَلرَّحِيْمُ (অসীম দয়ার মালিক) (৩) اَلْمَلِكُ (বাদশাহ) (৪) اَلْقُدُّوْسُ (মহাপবিত্র, অত্যন্ত কল্যাণময়) (৫) اَلسَّلَامُ (শান্তি ও নিরাপত্তা দানের মালিক, সমস্ত ত্রুটি ও দুর্বলতা মুক্ত) (৬) اَلْمُؤْمِنُ (নিরাপত্তা দানকারী) (৭) اَلْمُهَيْمِنُ (রক্ষণাবেক্ষণকারী, সাক্ষী) (৮) اَلْعَزِيْزُ (পরাক্রান্ত) (৯) اَلْجَبَّارُ (প্রতাপান্বিত) (১০) اَلْمُتَكَبِّرُ (মাহাত্ম্যশীল) (১১) اَلْخَالِقُ (স্রষ্টা) (১২) اَلْبَارِئُ (প্রাণ দাতা, উদ্ভাবক, চালিকা শক্তিদানকারী) (১৩) اَلْمُصَوِّرُ (আকৃতি দাতা) (১৪) اَلْغَفَّارُ (অত্যধিক ক্ষমাশীল) (১৫) اَلْقَهَّارُ (মহাপরাক্রমশালী, বিজয়ী) (১৬) اَلْوَهَّابُ (অত্যধিকদানশীল ও দাতা) (১৭) اَلرَّزَّاقُ (সীমাহীন রিজেকদাতা) (১৮) اَلْفَتَّاحُ (অত্যধিক ফয়সালাকারী, হুকুম-কর্তৃত্বের মালিক, হাকিম, সুবিচারক, অত্যধিক বিজয়ী, অত্যধিক প্রশস্ততাদানকারী) (১৯) اَلْعَلِيْمُ (অসীম জ্ঞানের অধিকারী, সুবিজ্ঞ) (২০) اَلْقَابِضُ (কব্জাকারী, দারিদ্রদানকারী) (২১) اَلْبَاسِطُ (অঢেল সম্পদদানকারী, প্রশস্ততাদানকারী) (২২) اَلْخَافِضُ (যে নীচে নামাইয়া ফেলে) (২৩) اَلرَّافِعُ (যে উপরে উঠাইয়া নেয়) (২৪) اَلْمُعِزُّ (সম্মানদানকারী) (২৫) اَلْمُذِلُّ (অসম্মানকারী) (২৬) اَلسَّمِيْعُ (সর্ব শ্রবণকারী, তিনি সকল সৃষ্টির সকল আকুতি মনে মনে হইলেও শুনেন) (২৭) اَلْبَصِيْرُ (সর্বদ্রষ্টা, মহাবিশ্বের পরতে পরতে, আকাশে, পাতালে, যেখানে যাহাকিছু আছে, সব কিছুই দেখেন) (২৮) اَلْحَكَمُ (সঠিক

www.pathagar.com

হুকুমদাতা-হুকুমকর্তা) (২৯) اَلْعَدْلُ (অত্যন্ত ন্যায় বিচারক) (৩০) اَللَّطِيْفُ (সূক্ষ্ম জ্ঞানী) (৩১) اَلْخَبِيْرُ (সম্যক জ্ঞাত, সব কিছুই জানেন) (৩২) اَلْحَلِيْمُ (অত্যধিক ধৈর্যশীল) (৩৩) اَلْعَظِيْمُ (যাহার বুযুর্গী, বড়ত্ব ও মর্যাদা কল্পনার অতীত) (৩৪) اَلْغَفُوْرُ (অপরিসীম ক্ষমাকারী) (৩৫) اَلشَّكُوْرُ (অত্যন্ত কদরদান, অল্প শুকর ও এবাদতে অত্যধিক ছওয়াব দানকারী) (৩৬) اَلْعَلِيُّ (সীমাহীন উচ্চ মর্যাদার অধিকারী, সুমহান) (৩৭) اَلْكَبِيْرُ (সীমাহীন বড়) (৩৮) اَلْحَفِيْظُ (রক্ষক, হেফাজতকারী) (৩৯) اَلْمُقِيْتُ (রক্ষক, রুজির ব্যবস্থা দাতা) (৪০) اَلْحَسِيْبُ (হিসাব গ্রহণকারী) (৪১) اَلْجَلِيْلُ (কল্পনাতীত মর্যাদার অধিকারী) (৪২) اَلْكَرِيْمُ (দানশীল, ক্ষমাশীল, মর্যাদাবান, দয়াবান) (৪৩) اَلرَّقِيْبُ (রক্ষক, অপেক্ষাকারী) (৪৪) اَلْمُجِيْبُ (জওয়াবদাতা, কবুলকারী) (৪৫) اَلْوَاسِعُ (প্রশস্ততাদানকারী) (৪৬) اَلْحَكِيْمُ (প্রজ্ঞাশীল, বিজ্ঞ) (৪৭) اَلْوَدُوْدُ (স্নেহশীল) (৪৮) اَلْمَجِيْدُ (মহামহিমান্বিত) (৪৯) اَلْبَاعِثُ (পরকালে পুনঃ জীবনদাতা, কার্যকারণ, সবব) (৫০) اَلشَّهِيْدُ (সর্বত্র উপস্থিত, সাক্ষী) (৫১) اَلْحَقُّ (সত্য, সঠিক) (৫২) اَلْوَكِيْلُ (সকলের কার্য সমাধানকারী) (৫৩) اَلْقَوِيُّ (অসীম ক্ষমতাধর, শক্তিশালী) (৫৪) اَلْمَتِيْنُ (মযবুত, অত্যন্ত শক্ত) (৫৫) اَلْوَلِيُّ (অভিভাবক, মালিক, রক্ষণাবেক্ষনকারী, দয়াবান, মঙ্গলকামী) (৫৬) اَلْحَمِيْدُ (যাহার প্রশংসা করা হয়, প্রশংসিত) (৫৭) اَلْمُحْصِيْ (ঘেরাওকারী, সর্বজ্ঞ) (৫৮) اَلْمُبْدِئُ {আরম্ভকারী, (সমস্ত সৃষ্টির) স্রষ্টা} (৫৯) اَلْمُعِيْدُ (সমস্ত সৃষ্টির ধ্বংস ও মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার কিয়ামতের দিন সৃষ্টিকারী) (৬০) اَلْمُحْيِيْ (জীবনদানকারী) (৬১) اَلْمُمِيْتُ (মৃত্যুদানকারী) (৬২) اَلْحَيُّ (চিরন্জীব) (৬৩) اَلْقَيُّوْمُ (সমস্ত সৃষ্টির একমাত্র ধারক) (৬৪) اَلْوَاجِدُ (মহাবিশ্বের সমস্ত সম্পদ ও বস্তু নিচয়ের অধিকারী একমাত্র মালিক) (৬৫) اَلْمَاجِدُ (অসীম সম্মান, বড়ত্ব ও সাখাওত ওয়ালা) (৬৬) اَلْوَاحِدُ (এক, একক, অদ্বিতীয়, সর্ব প্রথম) (৬৭) اَلصَّمَدُ (যিনি কাহারও মুখাপেক্ষী নন) (৬৮) اَلْقَادِرُ (শক্তিশালী, ক্ষমতাশালী) (৬৯) اَلْمُقْتَدِرُ (ক্ষমতাবান, শাসক) (৭০) اَلْمُقَدِّمُ (অগ্রগামীকারী, উপরে উঠানোর মালিক) (৭১) اَلْمُؤَخِّرُ (পিছনে ফেলার, ছোট করার মালিক) (৭২) اَلْاَوَّلُ (সর্ব প্রথম, অনাধি) (৭৩) اَلْاٰخِرُ (সর্ব শেষ, অনন্ত) (৭৪) اَلظَّاهِرُ (প্রকাশ্য) (৭৫) اَلْبَاطِنُ (গোপন) (৭৬) اَلْوَالِيْ (মালিক, শাসক) (৭৭) اَلْمُتَعَالِيْ (উচ্চ

www.pathagar.com

মর্যাদাশীল) (৭৮) اَلْبَرُّ (পরম উপকারী,অনুগ্রহকারী, ইনসাফকারী) (৭৯) اَلتَّوَّابُ (অত্যধিক তওবা কবুলকারী) (৮০) اَلْمُنْتَقِمُ (প্রতিশোধ গ্রহণকারী, শাস্তি দেওয়ার মালিক) (৮১) اَلْعَفُوُّ (ক্ষমাকারী) (৮২) اَلرَّؤُوْفُ (দয়াবান, মেহেরবান) (৮৩) مَالِكُ الْمُلْكِ (মহাবিশ্ব ব্যাপী সম্রাজ্যের একচ্ছত্র মালিক) (৮৪) ذُوْ الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (বড়ত্ব, মাহাত্ম্য, মর্যাদা, শান, শওকত ও ক্ষমতার অধিকারী, সম্মান প্রতিপত্তি দানকারী) (৮৫) اَلْمُقْسِطُ (ইনছাফকারী) (৮৬) اَلْجَامِعُ {একত্রিতকারী (কিয়ামতের দিন)} (৮৭) اَلْغَنِيُّ (ধনী, মহাবিশ্বের সমস্ত সম্পদের মালিক) (৮৮) اَلْمُغْنِيُ (ধন-সম্পদ দানকারী) (৮৯) اَلْمُعْطِيُ (দাতা) (৯০) اَلْمَانِعُ (বাঁধা দানকারী, নিষেধ দাতা) (৯১) اَلضَّارَّ (যাহাকে ইচ্ছা ক্ষতিগ্রস্থ কারী) (৯২) اَلنَّافِعُ (যাহার ইচ্ছা উপকার কারী) (৯৩) اَلنُّوْرُ (আলো, সমস্ত আলোর উৎস) (৯৪) اَلْهَادِيُ (সৎ পথ প্রদর্শক, হেদায়াত দানকারী, হেদায়াতের একচ্ছত্র অধিকারী) (৯৫) اَلْبَدِيْعُ (নমুনা ব্যতীত সৃষ্টিকারী) (৯৬) اَلْبَاقِي (চিরস্থায়ী মহাবিশ্ব ধ্বংশ হওয়ার পরও যিনি বাকী থাকিবেন) (৯৭) اَلْوَارِثُ (সবার উত্তরাধিকারী) (৯৮) اَلرَّشِيْدُ (সৎ ও সঠিক পথ প্রদর্শক, হেদায়াত দানকারী, অসীম প্রজ্ঞার মালিক, সঠিক কার্য সমাধাকারী) (৯৯) اَلصَّبُوْرُ (সীমাহীন ধৈর্যশীল)।

তাফসীরে ইবনে কাছীর, সূরা হাশরের শেষাংশ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

وَلِلّٰهِ جَلَّ ثَنَائُهُ أَسْمَاءٌ أَخَرُ وَلَيْسَ فِيْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِلّٰهِ تِسْعَةٌ وَّتِسْعُوْنَ أَسْمَاءً نَفْيٌ غَيْرِهَا وَإِنَّمَا وَقَعَ التَّخْصِيْصُ بِذِكْرِهَا لِأَنَّهَا أَشْهَرُ الْأَسْمَاءِ (بيهقي (رح) في كتاب الأسماء والصفات)

উপরোক্ত ৯৯টি নাম বিখ্যাত। এতদ্ব্যতীত মহান আল্লাহ পাকের আরও সুন্দর সুন্দর নাম রহিয়াছে। وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كُلُّهُ وَالشُّكْرُ لِلّٰهِ كُلُّهُ وَالْمُلْكُ لِلّٰهِ كُلُّهُ وَالْخَلْقُ لِلّٰهِ كُلُّهُ تَعَالٰى شَأْنُهُ وَجَلَّ جَلَالُهُ

সমাপ্ত

বান্দাহ-আব্দুল মালিক চৌঃ
১৩ই জিল হজ্ব, শুক্রবার
১৮-১২-২০০৮ ঈং।
ফোন ঃ ৭২৩৪৭৬
মোবাইল ঃ ০১৫৫৮ ৪০৬৮৪৫

www.pathagar.com

লেখক পরিচিতি

(জন্ম ১৯২৭ ঈং)

জন্ম সিলেট জেলার অন্তর্গত কানাইঘাট উপজেলার ভাটি বীরদল গ্রামে। প্রাথমিক শিক্ষা নিজ গ্রামের পাঠশালায় শেষ করিয়া তাঁর নানা মাওলানা আব্দুল বারী (রঃ) ও তাঁহার ছোট ভাই মাওলানা ইব্রাহীম (রঃ) ও মাওলানা আব্দুর রহীম (রঃ) প্রতিষ্ঠীত ঐতিহ্যবাহী ঝিঙ্গাবাড়ী আলিয়া মাদ্‌রাসায় ৬বছর অধ্যয়ন করেন। অতঃপর সিলেট সরকারী আলিয়া মাদ্‌রাসায় আলিম ৩য় বর্ষে ভর্তি হইয়া আলিম, ফাযিল ও কামিল কৃতিত্বের সহিত প্রথম বিভাগে পাশ করেন। অতঃপর প্রথম বিভাগে মেট্রিক ও দ্বিতীয় বিভাগে আই,এ (নিজ উদ্দোগে (প্রাইভেট ভাবে) পাশ করেন। পরবর্তীতে মদন মোহন (রাত্রী কালিন) কলেজে ডিগ্রী শেষ বর্ষ পযর্ন্ত অধ্যয়ন করেন। ১৯৮১ সালে মদীনা ইউনিভার্সিটির তত্বাবধানে ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ হইতে 'তখস্‌ছুছ্‌ ফিত্‌ তাদ্‌রিছ্‌' সার্টিফিকেট লাভ করেন।

কর্ম জীবনে তিনি হেড মাওলানা পদে বরিশাল কাউয়ার চর ফাজিল মাদ্‌রাসায়, কানাইঘাটের ফয়েজে আ'ম মাদ্‌রাসায়, ঝিঙ্গাবাড়ী আলিয়া মাদ্‌রাসায়, হেড মাওলানা পদে সৎপুর আলিয়া মাদরাসায়, সিলেট সরকারী পাইলট হাই স্কুলে এবং সিলেট সরকারী আলীয়া মাদ্‌রাসায় অধ্যাপনা করিয়া ১৯৮৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ তারিখে অবসর গ্রহণ করেন। অত:পর সিলেট শহরের ইসলাম পুরে আল-আমীন জামেয়ার প্রিন্সিপাল, শাহ জালাল জামেয়া ইসলামীয়া পাঠানটুলার পারট টাইম সিনিওয়র শিক্ষক, অতঃপর বেসরকারী ভাবে প্রিন্সিপাল ও এতিম খানার সুপার এবং পরবর্তীতে অত্র শাহ-জালাল জামেয়া ইসলামীয়া কামিল মাদ্‌রাসার ফিক্‌হ ও তাফসীর শাস্ত্রে ভিজিটিটিং প্রফেসার হিসাবে ২০০৭ ঈং সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত দায়ীত্ব পালন করেন।

পল্লী উন্নয়নের লক্ষ্যে তিনি ১৯৫০ ঈং সালে নিজ গ্রামে 'পাক্‌ জনকল্যাণ সমিতি' গঠন করেন। ১৯৬০ ঈং সালে সিলেট শহরের বনকলা পাড়া জামে মসজিদ স্থাপনে এবং ১৯৭৫ ঈং সালে "আঞ্জুমানে খেদমতে কুরআন" প্রতিষ্ঠায় অগ্রনী ভূমিকা পালন

www.pathagar.com

করেন।তিনি আনজুমানের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ; অতঃপর ১৯ বছর সাধারণ সম্পাদকের দায়ীত্ব পালন করেন। ১৯৯৫ সাল হইতে অধ্যাবদি তিনি আন্‌জুমানের সভাপতির দায়ীত্ব পালন করিয়া যাইতেছেন। শাহ-জালাল জামেয়া ইসলামিয়া স্কুল এন্ড কলেজ, শাহ-জালাল জামেয়া ইসলামিয়া পাঠান টুলা কামিল মাদরাসা, আল-আমীন জামেয়া ইসলামীয়া, বাবুস সালাম মসজিদ ও হিফজ মাদরাসা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠায় বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। তিনি 'দি সিলেট ইসলামিক সোসাইটি"র এবং প্রস্থাবিত বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় "জালালাবাদ আর্ন্তজাতিক ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়" এর উদ্যোক্তা ট্রাষ্ট্রের ট্রাষ্ট্রি। তিনি ছাতক পেপার মিল মসজিদ, ফেঞ্চুগঞ্জ সারকারখানা মসজিদ,মাইজগাঁও বাজার মসজিদ, সিলেট শহরের বিভিন্ন বাসা ও মসজিদে নিয়মিত তাফসীরুল কুরআন পেশ করতেন। বর্তমানে নিজ এলাকার মসজিদে নিয়মিত তাফসীরুল কুরআন ও দরসে বুখারী পেশ করেন। তিনি মধ্য প্রাচ্যে ও গ্রেট বিট্রেনের অনেক শহরে, স্কট ল্যান্ড ও নর্দান আয়ার ল্যান্ডসহ চার-চার বার দ্বীনের কাজে সফর করেন।

রাজনৈতিক জীবনে তিনি বাংলাদেশ জামায়া'তে ইসলামীর রুকন। কানাইঘাট থানার দায়িত্বশীল, সিলেট উত্তর সাংগঠনিক জেলার নাইবে আমীর, সিলেট মহানগরীর মজলিসে শু'রার সদস্য ইত্যাদি পদে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে বার্ধক্য ও দূর্বলতার শেষ প্রান্তে উপনীত। ইসলাম ও মুসলমানদের খেদমতের উদ্দেশ্যে যথাসাধ্য গবেষণাধর্মী কাজে লিপ্ত। যদিও দীর্ঘ দিন হইতে আপন হাত ও অঙ্গুলীগুলি সহযোগীতার হাত সম্প্রসারিত করিতে অপারগতা প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে। যার দরুন, যাহা কিছু লিখি, পরম করুণাময়ের অপার করুণায় শিশুদের মত মন্থর গতিতে লিখি। বার বার ভুল করি আবার শুধরাই। অনন্ত অসীম প্রশংসা শুধু মহান মালিকের প্রতি।

অধম আব্দুল মালিক চৌধুরী।
ইবনে মরহুম মুন্সি আম্রু মিয়া চৌধুরী।

www.pathagar.com

মুসলমানদের যা অবশ্যই জানতে হবে

(ঈমানের ৭৭টি শাখার আলোচনা)

بَيَانُ شُعَبِ الْإِيمَانِ

বায়ানু শুয়াবিল ঈমান

মাওঃ আব্দুল মালিক চৌধুরী

সাবেক মুহাদ্দিস, সিলেট সরকারী আলিয়া মাদ্‌রাসা।